আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

সাপ্তাহিক
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
বর্ষ ২৫ || সংখ্যা ৪১ || সোমবার || আষাঢ় ২১ || ১৪২৮ || জিলক্বদ ২৫ || ১৪৪২ || Vol. 25 || Issue 41 || 5 July || 2021 || USA. FREE in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

দাদার মৃত্যুর পর নাতিও মারা গেলেন

ঢাকা ডেস্ক: লক্ষ্মীপুরের কমলনগরে দাদার মৃত্যুর একঘণ্টা পর কলেজ প্রভাষক নাতি মো. জাবেদ হোসাইন হারুনের (৩৮) মৃত্যু হয়েছে। শনিবার রাত সোয়া ৮টার দিকে দাদা মো. তাজল **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**

দুই ডোজ টিকায় মৃত্যু ঝুঁকি কম ৯৮ শতাংশ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: করোনার দুই ডোজ টিকা এ ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীকে মৃত্যুর হাত থেকে প্রায় ৯৮ শতাংশ **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**

যুক্তরাষ্ট্রের ২৪৫তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: প্রেসিডেন্ড জো বাইডেন প্রশাসনের ঘোষণা মোতাবেক 'করোনা-মুক্তি'র দিন হিসেবে এবার বর্ণিল আয়োজনে উদযাপিত হলো যুক্তরাষ্ট্রের ২৪৫তম স্বাধীনতা দিবস। রোববার ৪ জুলাই ছিলো যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা দিবস। ১৭৭৬ সালের এই দিনে ১৩টি উপনিবেশের কন্টিনেন্টাল কংগ্রেস স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র অনুমোদন করে। প্রতিবারের মতো এবারের স্বাধীনতা দিবসের রাতে সারাদেশে মহাধুমধামে ফোটানো হয় আতশবাজী। স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের প্রতীক নিউইয়র্কের স্ট্যাচু অব লিবার্টিকে বর্ণিল সাজে সজ্জিত করা হয়েছে। রোববার রাতে অন্যান্য **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**

মুসলিম যুবকের প্রেমে পড়লেন বিল গেটসের মেয়ে

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: একদিকে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ধনী বিল গেটসের বড় মেয়ে জেনিফার **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**



আমেরিকায় বদলে যাওয়া জীবন নিয়ে সিলেটে ফিরলেন লোকমান

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ১৯৮৯ সালে বৈধভাবেই আমেরিকা গিয়েছিলেন সিলেটের লোকমান উদ্দিন। মিশিগান রাজ্যে একটি রেস্টুরেন্টে কাজ করতেন তিনি। ওই সময় রেস্টুরেন্টের মালিকের স্ত্রী খুন হন। 'নির্দোষ' হওয়ার পরও ওই রেস্টুরেন্টে কর্মরত লোকমান উদ্দিনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। বিচারে দেয়া হয় ২৫ বছরের সাজা। এতে করে লোকমান উদ্দিনের জীবন এলোমেলো হয়ে যায়। তখন ইংরেজি ভাষা ভালো বুঝতেন না। কারাবন্দি জীবন সঙ্গী হয় লোকমানের। ২৫ বছরের সাজা ভোগার পর যখন তিনি মুক্ত হলেন তখন এক অন্য লোকমান তিনি। বাংলা বুঝেন না, বাংলায় কথাও বলতেন না। ইংরেজিতেই কথা বলেন। তবে– মুক্ত হওয়ার পরই লোকমান আমেরিকাতেই আবেদন জানান দেশে ফেরার। এ কারণে তাকে একটি 'আউটপাস' **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**

www.banglapatrikausa.com

টিকা না নেওয়া ব্যক্তিরা করোনার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: করোনার টিকা যাঁরা নেননি, তাঁরা শুধু নিজেদেরই স্বাস্থ্যঝুঁকিতে ফেলেননি। করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হলে তাঁরা সবার জন্যই ঝুঁকির কারণ হয়ে দাঁড়ান। সংক্রামক রোগ **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**


APOLLO
INSURANCE BROKERAGE INC
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Avenue, Astoria, NY 11106
Tel : 718-472-9800 Fax : 718-472-9801

QA TEK SOLUTIONS
NO MORE ODD JOBS
GET A JOB WITH $80K PLUS SALARY!
OUR MOST POPULAR COURSES:
Basic Computing for IT Help Desk Support
Software Testing with Selenium
BI Developer with Power BI & SQL Server
We provide guaranteed job assistance
No IT experience required
Interactive courses
Weekend classes
ADMISSION GOING ON
QA TEK SOLUTIONS INC.
An Information Technology Company
NY (929) 601-8565 NY (347) 658-9284
167-11 Hillside Avenue # 2a, Jamaica, NY 11434
admin@qateksolutions.com www.qateksolutions.com


CENTURY 21
AMERICAN HOMES
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-446-1300
F: 718-452-2152
khanf04@yahoo.com
c21amhomes.com
76-26 Broadway, Elmhurst, NY 11373
Ferdous Khan
Real Estate Licensed Sales Assoricate

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

দুবাইয়ে দুই হাজারের বেশি প্রবাসীর ইসলাম গ্রহণ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: সংযুক্ত আরব আমিরাতের বাণিজ্যিক রাজধানী দুবাইতে বিগত ৬ মাসে অর্থাৎ ২০২১ সালের জানুয়ারী থেকে জুন পর্যন্ত দুই হাজারেরেও বেশি বিভিন্ন দেশের অমুসলিম প্রবাসী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। দুবাইয়ের মোহাম্মদ বিন রাশিদ সেন্টার ফর ইসলামিক কালচারের মাধ্যমে এসব অমুসলিম প্রবাসী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। মোহাম্মদ বিন রাশিদ সেন্টার **(বাকি অংশ ৩৭পাতায়)**

তুরস্ক থেকে সামরিক সরঞ্জাম ক্রয়ে চুক্তি

ঢাকা ডেস্ক: মুসলিম বিশ্বের উদীয়মান অর্থনৈতিক শক্তি তুরস্কের সঙ্গে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সম্পর্কে নাটকীয় পরিবর্তন এসেছে। বাংলাদেশে **(বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)**

আমিরুল হিন্দ নির্বাচিত হলেন সাইয়্যেদ আরশাদ মাদানী



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: দারুল উলুম দেওবন্দের সদরুল মুদাররিসিন মাওলানা সাইয়্যেদ আরশাদ মাদানী। ইমারাতে শারইয়্যাহ হিন্দের পঞ্চম আমিরুল হিন্দ নির্বাচিত হয়েছেন দারুল উলুম দেওবন্দের সদরুল **(বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)**

ইয়েমেনি মডেলের 'কুমারীত্বের পরীক্ষা' করার হুমকি!

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ইয়েমেনের এক অভিনেত্রী ও মডেলকে অশালীন আচরণ এবং মাদক রাখার অভিযোগ তুলে দেশটির হুতি বিদ্রোহীরা মিথ্যা মামলা দিয়েছে বলে জানিয়েছে মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস ওয়াচ। ২০ বছর বয়সি ইনতিসার আল-হাম্মাদি **(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)**

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আপনার ট্যাক্স ফাইল একজন সিপিএ দিয়ে করুন
আহ্বাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street Long Island City, NY 11101

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারণে বাড়ি-গাড়ি কিনতে পারছেন না তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
TAX Liens Charge Offs Inquiries Collections
Garnishment Bankruptcy Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372
Email: kashem2003@gmail.com

পরীমনির মামলায় জামিনে বেরিয়ে যা বললেন নাসির

ঢাকা ডেস্ক: ঢালিউডের আলোচিত নায়িকা পরীমনিকে হত্যা ও ধর্ষণচেষ্টা এবং পুলিশের মাদক মামলায় সম্প্রতি জামিন পেয়েছেন আবাসন ব্যবসায়ী নাসির উদ্দিন মাহমুদ। তিনি দুই মামলায় **(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)**

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
Bangla Travel
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37th Road, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-396-4140, 917-592-7828
সুপার সেল $৬৪৯+
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

SUNNATI HAJJ & UMRAH GROUP
Haji trusted since 2000
All Air Tickets Visa Services
Peace Tour
Tel: 718-739-3189
Cell: 347-527-6276, 347-750-3909
87-26, 175 Street, Apt. #1A, Jamaica, NY 11432
Email: sunnatihaj@gmail.com
Web: www.hajjmakkah.com


স্বল্পমূল্যে Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372
KABIR CHOWDHURRY

BANGLA HOME CARE
BANGLA CDPAP SERVICES

LOVE WITH CARE IS HUMANITY"

বাঙালীর জন্যে বাঙালীর সেবা, মানুষ মানুষের জন্যে

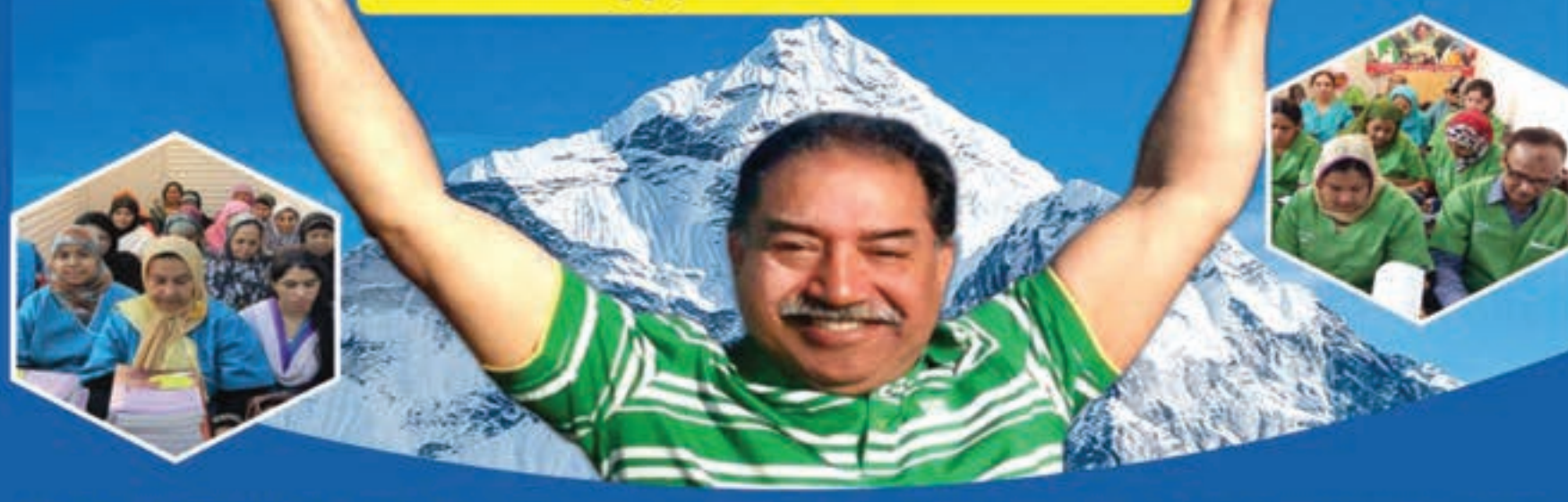


Corporate Office
72-26 BROADWAY (2ND FL.)
JACKSON HEIGHTS, NY 11372

WE ARE HIRING HHA
HHA CERTIFICATE CLASS AVAILABLE

HHA সার্টিফিকেট এর মাধ্যমে আপনি ঘরে-বাইরে
যে কোন রোগীকে স্বাস্থ্য-সেবা দিতে পারেন।

- Highest Rate • Home Care Services
- CDPAP Services • MLTC Related Supports
- Medicaid Apply, Renewal & Code Removal



BROOKLYN OFFICE : 518 McDONALD AVENUE, BROOKLYN, NY 11218

FOR MORE INFO

718-708-9751 | 646-769-0966 | 718-415-3924 | 718-629-7169
718-414-7210 | 718-500-2388

E-MAIL: BANGLACDPAP.CLIENTS@GMAIL.COM

বাংলা পত্রিকা

৩-এর পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

The Weekly Bangla Patrika // Monday // July 5 // 2021

প্রবীণ অভিনেতা ও বেতার ব্যক্তিত্ব কাফি খান আর নেই



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: সাবেক প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের প্রেস সেক্রেটারি, ভয়েস অব আমেরিকার বাংলা বিভাগের এক সময়ের সংবাদ পাঠক এবং অভিনেতা ও বাচিক শিল্পী কাফি খান ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়ার আর্লিংটনে ভার্জিনিয়া সেন্টার হাসপাতালে বৃহস্পতিবার (১ জুলাই) বিকালে কাফি খান শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বলে জানিয়েছেন তার ছেলে রাফি খান। সত্তরের দশকের শেষ থেকে আশির দশকের শুরুতে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বীরউত্তম এর প্রেস সচিবের দায়িত্ব পালন করা কাফি খান দীর্ঘদিন প্রোস্টেট ক্যান্সারে ভুগছিলেন। তার বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। যুক্তরাষ্ট্র সময় শুক্রবার (বাকি অংশ ০৮ পাতায়)

একক সঙ্গীত সন্ধ্যায় নতুন করে আবিষ্কৃত হলেন রানো নেওয়াজ







উপস্থিত দেশ ও প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পীদের মধ্যে নাজু

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): রানো নেওয়াজ। নিউইয়র্ক তথা উত্তর আমেরিকা প্রবাসী বাংলাদেশী শিল্পীদের মধ্যে জনপ্রিয় একটি নাম। সঙ্গীত-ই যার সাধনা। যার সাধনাবলে দ্বিতীয় একক সঙ্গীতানুষ্ঠানে নিজেকে নতুন করে আবিষ্কৃত করে গানে গানে দর্শক-শ্রোতাদের মন জয় করলেন। গত ২৬ জুন শনিবার সন্ধ্যায় নিউইয়র্ক সিটির উডসাইডস্থ কুইন্স প্যালেসে এই সঙ্গীত সন্ধ্যার অয়োজন করা হয়। গোল্ডেন এজ হোম কেয়ারের পৃষ্ঠপোষকতায় অনুষ্ঠানের আয়োজক ছিলো শো-টাইম মিউজিক। খবর ইউএনএ'র।

অনুষ্ঠানে দেশত্ববোধক গান থেকে শুরু করে একে একে গাইলেন রবীন্দ্র সঙ্গীত, নজরুল সঙ্গীত, ফোক, ক্লাসিক, লোকগীতি, গজল সহ পুরনো দিনের জনপ্রিয় বাংলা ছায়াছবির জনপ্রিয় গান, জনপ্রিয় হিন্দি, পাঞ্জাবী গান। আরো গাইলেন সিলেট ও চট্টগ্রামের আঞ্চলিক গান। সবমিলিয়ে 'গানের শিল্পী' হিসেবেই নিজেকে সমৃদ্ধ করে নতুন করে তুলে ধরলেন রানো নেওয়াজ। ফলে অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিপুল দর্শক-শ্রোতা তো বটেই স্বয়ং বাংলাদেশের 'ব্ল্যাক ডায়মন্ড' খ্যাত জনপ্রিয় শিল্পী বেবী নাজনীন, আরেক জনপ্রিয় শিল্পী রিজিয়া পারভিন ও দিলরুবা খান শিল্পী রানো নেওয়াজের গানের প্রশংসা করলেন, তাকে শুভেচ্ছা জানালেন। এছাড়াও অনুষ্ঠানে আখন্দ, শেফালী সারগাম, মমো, শামীম সিদ্দিকী, চন্দ্রা রায়, সোহেল পারভেজ, লেমন চৌধুরী, প্রমি তাজ, রাইয়ান তাজ, নিপা জামান, অনিক রাজ প্রমুখ শিল্পীরাও রানো নেওয়াজের গানের প্রশংসা করলেন, শুভেচ্ছা জানালেন। অনুষ্ঠানে ফুলের তোড়া দিয়েও শিল্পীকে শুভেচ্ছা জানানো হয়।

চমৎকার আয়োজনে অনুষ্ঠানে শিল্পী রানো নেওয়াজ প্রায় দুই ডজনাধিক গান পরিবেশন করেন। মাতৃভূমি বাংলাদেশকে স্মরণ করে, দেশের প্রতি সম্মান জানিয়ে শুরু করলেন 'সূর্যদয়ে তুমি, সূর্যাস্তেও তুমি, ও আমার বাংলাদেশ প্রিয় জন্মভূমি' গান দিয়ে। এরপর একে একে জনপ্রিয় বাংলা, হিন্দি, পাঞ্জাবী, আঞ্চলিক গান পরিবেশন করে উপস্থিত দর্শক-শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন। সবশেষে চেন সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে রানো নেওয়াজ তার গান শেষ করেন এবং সুরের মূর্ছনায় ভড়িয়ে দেন দর্শক-শ্রোতাদের মনপ্রাণ। অনুষ্ঠানটি উপভোগ করারর পাশাপাশি দর্শক-শ্রোতারাও সময়ে সময়ে নেচে-গেয়ে জমিয়ে তুলেন পুরো অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে শিল্পী নিজের ও দর্শক-শ্রোতাদের পছন্দের গান গেয়ে উপস্থিত সবাইকে মুগ্ধ করেন। শিল্পী রানো নেওয়াজের এদিনের গান অনেক দিন দর্শকদের হৃদয়ে গেঁথে থাকবে। সন্ধ্যা সাড়ে ৮টা থেকে প্রায় মধ্যরাত পর্যন্ত চলে এই অনুষ্ঠান।

প্রবাসের জনপ্রিয় উপস্থাপক আশরাফুল হাসান বুলবুলের উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন শো-টাইম মিউজিক-এর প্রেসিডেন্ট আলমগীর খান আলম এবং বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, গোলেডন এজ হোমকেয়ারের প্রেসিডেন্ট/সিইও লায়ন শাহ নেওয়াজ। এছাড়াও শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বীর মুক্তিযোদ্ধা, বাংলা হোম কেয়ারের প্রেসিডিন্ট/সিইও আবু জাফর মাহমুদ, বিশিষ্ট মর্গেজ বিশেষজ্ঞ জন ফাহিম, বাংলাদেশ সোসাইটির শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক আহসান হাবীব, জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশন-জেবিবিএ'র সাবেক সাধারণ সম্পাদক তারেক হাসান খান, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী রনি, বাংলাদেশ ক্লাবের সভাপতি প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে শিল্পী রানো নেওয়াজের গানে মুগ্ধ হয়ে শিল্পীর হাতে একটি চেক তুলে দেন বিশিষ্ট চিকিৎসক, মিডিয়া ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ডা. চৌধুরী সারোয়ারুল হাসান। এছাড়াও নগদ অর্থ প্রদান করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদ।

চট্টগ্রামের সন্তান রানো নেওয়াজ। ছোট বেলা থেকেই যার স্বপ্ন সঙ্গীত শিল্পী হওয়ার। আর স্বপ্ন পূরণ করতে সঙ্গীত সাধনায় মনোযোগী হন। মাত্র ৭ বছর বয়সে চট্টগ্রামে ওস্তাদ মিহির লালা'র হাত ধরে রানো নেওয়াজ-এর গানের সূচনা চট্টগ্রাম শিল্পকলা একাডেমীতে। পরবর্তীতে তালিম নেন দেশের নামীদামী ওস্তাদের হাতে। সঙ্গীত পরিবেশন করেন চট্টগ্রাম বেতর, বিটিভি (বাংলাদেশ টেলিভিশন)-তে। সঙ্গীত সাধনায় আজ তিনি নিজেকে নতুন রূপে, নতুন করে তুলে ধরলেন একক সঙ্গীত সন্ধ্যায়। দর্শকদের উপস্থিতিতে নিজেকে আবিষ্কার করলেন গানের সকল শাখায়। তার এই শিল্পী হওয়ার নেপথ্যে যার অবদান তারা হলেন স্বামী লায়ন শাহ নেওয়াজ সহ তার পরিবার। ব্যক্তিগত জীবনে স্বামী, এক ছেলে আর এক মেয়ে নিয়ে শিল্পী রানো নেওয়াজ বাস করছেন নিউইয়র্ক সিটির কুইন্স বরোর জ্যামাইকার হলিসে। সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে 'ঢালিউড মিউজিক অ্যাওয়ার্ড' লাভ সহ সম্মানিত হয়েছেন একাধিক অনুষ্ঠানে। তার একাধিক মৌলিক গান রয়েছে এবং একক গানের সিডি প্রকাশিত হয়েছে। রানো নেওয়াজ পড়ালেখা করেছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। যুক্তরাষ্ট্রে এসে কসমেটলজির ওপর

Hillside Medical & Pain Management
164-05 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432
Ph: (718-297-6090
PHYSICAL THERAPY
আমরা বাংলা, হিন্দী, স্প্যানিশ ও ফিলিপিন ভাষায় কথা বলি
ফিজিক্যাল থেরাপি
আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত





WE ARE OPEN
We have missed you





Mask, gloves, face shield, hand sanitizer available for al patients

Our primary goal is health safety of our patient. We provide extra care & precautions to safely treat our patients in compliance with CDC & DOH guidelines.During COVID-19 we monitor vital signs of our patients to ensure ongoing good health. We take most medical insurances. Medicare, Worker's Compensation and N/F













বর্ণাঢ্য আয়োজনে জ্যামাইকায় ‘ফোর্থ জুলাই’ উদযাপিত

(শেষের পাতার পর)

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ। সহযোগী আয়োজক ছিলো জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি আর জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার (জেএমসি)। মূলধারার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও অনুষ্ঠানে সর্বস্তরের বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশীর অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানটি হয়ে উঠে উৎসবমুখর।

বিকেলে চানাচুর-মুড়ি, বার্বিকিউ আর পোলাও-ডাল দিয়ে আগতদের অতিথি আর প্রবাসীদের আপ্যায়নের মধ্য দিয়ে শুরু হয় স্বাধীনতা উদযাপনের অনুষ্ঠান। এরপর পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে শুরু হয় মূল অনুষ্ঠান। খোলা রাস্তায় মূল মঞ্চে বিশেষ মুনাজাত পরিচালনা করেন জেএমসি’র খতিব ও ইমাম মওলানা মির্জা আবু জাফর বেগ।

প্রবাসের বিশিষ্ট উপস্থাপন আশরাফুল হাসান বুলবুলের সঞ্চলনায় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ও নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সভাপতি ডা. ওয়াজেদ এ খান এবং জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সভাপতি মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার। এরপর সদ্য অনুষ্ঠিত নিউইয়র্কের ডেমোক্র্যাট দলীয় প্রাইমারী নির্বাচনে বেসরকারীভাবে ব্রুকলীনের কাউন্সিল ডিষ্ট্রিক্ট-৩৯ থেকে শাহানা হানিফ এবং কুইন্স কাউন্টির জজ পদে জয়ী এটর্নী সোমা সাঈদ এবং ষ্টেট সিনেটর জন ল্যু-কে ফুলের তোড়া দিয়ে সম্মানণা জানানো হয়।

অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন নিউইয়র্কের ষ্টেট সিনেটর, ষ্টেট অ্যাসেম্বলীম্যান ডেভিড আই ওয়েপ্রীন, সাবেক এমপি ও সাপ্তাহিক ঠিকানা’র চেয়ারম্যান/ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক এম এম শাহীন, মূলধারার রাজনীতিক মোর্শেদ আলম, সিটি নির্বাচনে প্রাইমারীতে বিজয়ী শাহানা হানিফ ও সোমা সাঈদ, ডেমোক্র্যাট পার্টির কুইন্স ডিষ্ট্রিক্ট এট লার্জ এটর্নী মঈন চৌধুরী। এসময় ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রধান উপদেষ্টা এবিএম ওসমান গণি, উপদেষ্ট সালেহ আহমেদ, জেএমসি’র সেক্রেটারী মনজুর আহমেদ চৌধুরী, বিশিষ্ট রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টর মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, বাংলাদেশ সোসাইটির কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলী ও ডিষ্ট্রিক্ট ২৪ থেকে কাউন্সিলম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী মোহাম্মদ সাবুল উদ্দিন মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে বক্তারা জ্যামাইকায় স্বাধীনতা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠান আয়োজেনের প্রশংসা করে বলেন, যুক্তরাষ্ট্র আমাদের দেশ। এই দেশ আমাদের যেমন সবকিছু দিয়েছে তাই এই দেশের জন্য আমাদেরর করনীয় রয়েছে। আগামীতে আরো বৃহৎ আকারে স্বাধীনতা দিবস তথা ফোর্থ জুাই’র অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। তারা বেসরকারীভাবে নির্বাচিত শাহানা হানিব ও সোমা সাইদ-কে অভিনন্দন জানান।

অনুষ্ঠানে শাহানা-সোমা বলেন, আমাদের বিজয় বাংলাদেশী কমিউনিটির বিজয়। এই বিজয় ধওে রাখতে হবে। যেকোন নির্বাচনে ভোটে অংশ নিতে হবে। ভোট ছাড়া গণতন্ত্র সুসংহত হয় না, অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যায় না। তারা আগামী নভেম্বর অনুষ্ঠিতব্য জেনারেল ইলেকশনে ভোট দিয়ে চুড়ান্তভাবে নির্বাচিত করার জন্য সকলের প্রতি আহবান জানান।



বিশ্লেষণ ঃ শাহানা হানিফের কেন এই সাফল্য?

(শেষের পাতার পর)

ও ঐতিহাসিক ঘটনার প্রায় এক সপ্তাহ পর আমি এটি লিখছি। এই কয়দিন ধরে আমি শুধু দেখছিলাম, পড়ছিলাম। পরিচিত-অপরিচিতদের অভিনন্দন বার্তা শাহানার প্রতি। আর ভাবছিলাম শাহানা যে কিভাবে বা কতটা ভালোভাবে এই সাফল্য পাওয়ার অধিকার রাখেন, সেটি হয়তো অনেকেই জানেন না। পত্রিকার পাতায়ও হয়তো এই কথাগুলো ঠিকভাবে আসবে না।

শাহানার সাথে আমার প্রথম পরিচয় আমার আগের কাজের সূত্র ধরে প্রায় ৯-১০ বছর আগে। আমি তখন ছায়া সিডিসিতে কাজ করি এবং ওই সময় এ রকম আরেকটি নন-প্রফিট সংস্থা সিএএএভি-এ কাজ করতেন শাহানা কমিউনিটি অর্গানাইজার হিসেবে, ভাড়াটেদের সংগঠিত করার কাজ। অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম শাহানার কাজের সূত্র ধরে ছোট ছোট আয়োজনগুলোতেও। শাহানা কতটা সিরিয়াস, সবকিছু সঠিকভাবে বাংলায় অনুবাদের ব্যবস্থা করতেন। নিউইয়র্কে জন্ম, স্কুল, বেড়ে উঠার পরও যথেষ্ট ভালো বাংলা বলতে পারেন, গান গাইতে পারেন। কিন্তু তারপরও নিজের কমিউনিটিতে আরও ভালোভাবে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য, বাংলা আরও ভালোভাবে শিখবার জন্য প্রায় পাঁচ বছর আগে শাহানা ঢাকা চলে গেলেন ছয় মাসের জন্য। ফিরে এসে বাংলা ফর জাস্টিস (Bangla4Justice) নামে একটি ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যাংক চালু করলেন। ইমিগ্র্যান্টদের নিয়ে যারা কাজ করতেন, তাদের প্রতিদিনকার সাধারণ অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা মেটাতে পারতো।

ভাষাগত ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন থেকে শুরু করে ইমিগ্র্যান্টদের সব ধরণের অধিকার রক্ষার আন্দোলনেই কমিউনিটির সাথে/সামনে থেকে অংশ নিয়েছেন। সেই সিএএএভি থেকে শুরু করে সর্বসাম্প্রতিক কাউন্সিল মেম্বার ব্র্যাড ল্যান্ডার-এর ডিরেক্টর অব কমিউনিটি অর্গানাইজিং অ্যান্ড এনগেজমেন্ট প্রতিটি পদেই সমান আন্তরিকতা নিয়ে শাহানা হানিফকে কাজ করতে দেখেছি। যেনতেনভাবে কাজগুলো শেষ না করে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা করে, কমিউনিটির মানুষ, সংগঠন, নেতা সবাইকে সঙ্গে নিয়ে প্রকল্পগুলো সম্পন্ন করার চেষ্টা করেছেন। এই সবকিছুর মধ্য দিয়ে যে ব্যাপক অভিজ্ঞতা ও সাংগঠনিক দক্ষতা তিনি তৈরি করতে পেরেছিলেন, তার একটি ফলাফল ছিল ব্রুকলিনের আনডকুমেন্টেড বাংলাদেশিদের জন্য কোভিড-১৯ সহায়তা তহবিল গঠন করা, অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই ৪০ হাজার ডলারের বেশি তহবিল সংগ্রহ ও তা বিতরণ করতে পারা।

একইভাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রেও যথাযথ পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি নিয়েছিলেন শাহানা হানিফ। আনুষ্ঠানিক প্রচারণাটি দুই বছর আগে শুরু করলেও প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল আরও অনেক আগে থেকে। সরাসরি কাজের অভিজ্ঞতার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় ট্রেনিংগুলো নিয়েছেন তিনি। অন্য জাতি, ধর্ম, বর্ণের মানুষের সাথে প্রতিনিয়ত জোট গঠন ও সম্প্রসারণ করেছেন। আর এটি শাহানা এতটাই ভালোভাবে করতে পেরেছেন যে সাদা-জুইশ প্রধান একটি এলাকা থেকে সিটির প্রথম মুসলিম কাউন্সিলউইম্যান হিসেবে নির্বাচিত হতে চলেছেন। সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় আমি কখনো শাহানাকে প্রগতিশীল চিন্তা থেকে, সঠিক আদর্শ থেকে সরে যেতে দেখিনি। নির্বাচনে জেতার জন্য বা মানুষকে খুশি করার জন্য একেক জায়গায় একেক রকম কথা বলতে শুনিনি। অন্য কোনো বাংলাদেশির দ্বারা এই ইতিহাসটি রচিত হলে প্রতিনিধিত্বের হিসাবে হয়তো আমাদের ভালো লাগতো, অভিনন্দন জানাতাম। কিন্তু সেটি যোগ্য প্রাপ্তি হতো কিনা, একই রকম তৃপ্তি বা গৌরববোধ করতাম কী-না সন্দেহ আছে! আশা করি নির্বাচিত হয়েও শাহানার তৃণমূলভিত্তিক কমিউনিটি সংগঠিত করার কাজ চলতে থাকবে এবং সাফল্য অব্যাহত থাকবে!

লেখক: নিউইয়র্ক সিটি মানবাধিকার কমিশনের কুইন্স সার্ভিস সেন্টারের পরিচালক।

প্রাইমারীতে শাহানা-সোমা জয়ী

(শেষের পাতার পর)

পদে তারাই নির্বাচিত হবেন। উল্লেখ্য, গত ২২ জুলাই ডেমোক্র্যাট দলীয় প্রাইমারী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আরো উল্লেখ্য, এবারই প্রথম চালু করা র‍্যাঙ্কচয়েস ভোটপদ্ধতির কারণে ভোট গণনায় বিলম্ব হয়।

নির্বাচনের পর চুড়ান্ত গণনা শেষে শাহানা হানিফের প্রাপ্ত ভোট ১৪,৬৫৪ ভোট অর্থাৎ ৫৭ শতাংশ ভোট। ডিস্ট্রিক্ট ৩৯-এ এবার রিপাবলিকান কোন প্রার্থী নেই বলে জানা গেছে। আর ডেমোক্র্যাট থেকে আর কেউ প্রার্থী হতে পারবেন না। আর স্বতন্ত্র প্রার্থীর বিজয়ের ইতিহাস নেই। অন্যদল থেকে কেউ প্রার্থী হলে ডেমোক্র্যাট অধ্যুষিত এই ডিস্ট্রিক্টে জেতার সম্ভাবনা নেই বলে অভিজ্ঞ মহলের অভিমত। সেই হিসেব নিকেশে শাহানাই এই ডিস্ট্রিক্টের পরবর্তী কাউন্সিল মেম্বার। শাহানার জন্ম নিউইয়র্কে এবং সে ব্রুকলীন আওয়ামী লীগ নেতা ও চট্টগ্রাম সমিতি ইউএসএ’র সাবেক সভাপতি ও সাবেক ট্রাষ্ট্রি বোর্ডের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ হানিফের কন্যা।

এদিকে কুইন্স কাউন্টির জজ পদে এটর্নী সোমা সাঈদ প্রাথমিকভাবে প্রাইমারীতে জয়ী হয়েছেন। তিনি টাঙ্গাইলের সন্তান। তার পিতার নাম আফতাব সৈয়দ (মরহুম)। তিনি বাংলাদেশের উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনএ) থাকাকালীন আমেরিকান প্রবাসী হন এবং নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক বাংলাদেশ-এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন।

ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যানসহ

(শেষের পাতার পর)

সাফকাত চৌধুরী। মসজিদের সভাপতি জয়নাল আবেদীন চৌধুরী গত শুক্রবার (২ জুলাই) তাদের পদত্যাগের বিষয়টি গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছেন। ট্রাস্টি বোর্ড থেকে পদত্যাগীরা পার্কচেষ্টার জামে মসজিদের সভাপতি বরাবর লিখিত পদত্যাগ প্রেরণ করেন। ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান আবুবকর চৌধুরী মসজিদের সভাপতি বরাবর লিখিত পদত্যাগ পত্রে দায়িত্ব পালনে অপারগতার কথা উল্লেখ করে তার পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করার অনুরোধ জানিয়েছেন। অপরদিকে, ট্রাস্টি বোর্ডের অন্য ৩ সদস্য সিরাজ উদ্দিন আহমদ, আলাউদ্দিন আহমেদ ও সাফকাত চৌধুরী মসজিদের সভাপতি বরাবর যৌথ স্বাক্ষরে তাদের পদত্যাগ পত্র দাখিল করেন। তাদের যৌথ স্বাক্ষরিত পদত্যাগ পত্রে ট্রাস্টি বোর্ডের কতিপয় সদস্যসহ কার্যকরী কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন করে এর প্রতিবাদে তারা পদত্যাগ করেছেন বলে উল্লেখ করেন।

সাংবাদিক শেখ সিরাজুল ইসলামের ভ্রাতৃবিয়োগ

(শেষের পাতার পর)

ইসলামের বড় ভাই শেখ শামসুল ইসলাম গত ১ জুলাই বৃহস্পতিবার বিকালে ঢাকায় ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্না ইল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তার বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক ছেলে, এক মেয়ে, নাতি-নাতিন, তিন ভাই বোন এবং বন্ধু-বান্ধব এবং বহু আত্মীয়-স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। খবর ইউএনএ’র। মরহুম শেখ শামসুল ইসলামের মরদেহ পরদিন শুক্রবার দুপুরে ঢাকার জুরাইন পোস্তগোলা গোরস্তানে দাফন করা হয়। মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাতের জন্য তার পরিবারের পক্ষ থেকে সকলের কাছে দোয়া আশীর্বাদ কামনা করা হয়েছে।

শোক প্রকাশ: সাংবাদিক শেখ সিরাজুল ইসলামের বড় ভাই শেখ শামসুল ইসলামের ইন্তেকালে নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকে গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেছেন সভাপতি ডা. ওয়াজেদ এ খান ও সাধারণ সম্পাদক মনোয়ারুল ইসলাম।

এছাড়াও বাংলা পত্রিকা’র সম্পাদক ও টাইম টেলিভিশন-এর সিইও আবু তাহের, বাংলাদেশ সোসাইটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুর রহীম হাওলাদার ও সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমীন সিদ্দিকী, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার ও সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আল আমীন রাসেল সহ কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ সাংবাদিক শেখ সিরাজুল ইসলামের ভ্রাতৃবিয়োগে গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করে মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেছেন।

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

Editor : **Abu Taher**

Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

আমেরিকান প্রতিবেদন মানব পাচার রোধ করতে হবে

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত 'ট্রাফিকিং ইন পারসনস রিপোর্ট' শীর্ষক বার্ষিক প্রতিবেদনে মানব পাচার রোধে বাংলাদেশ সরকারের প্রচেষ্টা উল্লেখ করার মতো বলা হলেও এক্ষেত্রে ন্যূনতম মানে পৌঁছতে না পারায় বাংলাদেশকে দ্বিতীয় ধাপের নজরদারির তালিকায় রাখা হয়েছে।

উল্লেখ্য, এ নিয়ে টানা পঞ্চমবারের মতো একই তালিকায় রইল বাংলাদেশ। এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই, দেশের বিভিন্ন এলাকার সহজ সরল মানুষকে বিভিন্ন চক্র মোটা অঙ্কের বেতনে চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে বিদেশে পাচার করে থাকে। পাচারের শিকার নারী ও শিশুদের দেহব্যবসাসহ বিভিন্ন অবৈধ কর্মকান্ডে যুক্ত করার অভিযোগও রয়েছে।

সম্প্রতি ভারতে পাচারের শিকার এক বাংলাদেশী তরুণীকে বীভৎস কায়দায় নির্যাতনের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর পাচারকারীদের হিংস্রতার বিষয়টি আলোচনায় এসেছে।

স্মরণ করা যেতে পারে, ২০১৫ সালের ১ মে থাইল্যান্ডের গহিন অরণ্যে অভিবাসীদের গণকবরের সন্ধান মেলে, যেখানে অন্তত ১০ বাংলাদেশীর লাশ ছিল। ওই বছর থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া থেকে মানব পাচারকারীদের নির্যাতনের শিকার ১৭৫ জনকে দেশে ফিরিয়ে আনে সরকার। বর্তমানেও মানব পাচারকারীদের তৎপরতা অব্যাহত থাকার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

২০১২ সালের 'মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইনে' সংঘবদ্ধভাবে মানব পাচারের জন্য মৃত্যুদন্ড, যাবজ্জীবন কারাদন্ড ও সর্বনিু ৭ বছরের কারাদন্ড এবং অন্যূন পাঁচ লাখ টাকা অর্থদন্ডের বিধান রয়েছে। গত বছর ৯ মার্চ এ আইনে বিচারের জন্য দেশের সাত বিভাগে সাতটি ট্রাইব্যুনাল গঠনের আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং সে অনুসারে বিচারকও নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এর ফলে মানব পাচার সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তিতে গতি আসবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

আমেরিকান প্রতিবেদনেও বিষয়টির প্রতি আলোকপাত করে বলা হয়েছে- মানব পাচার বন্ধে বাংলাদেশ সরকারের নেওয়া পদক্ষেপগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো পাচারকারীদের বেশি হারে বিচার শুরু করা, পাচার ট্রাইব্যুনাল পরিচালনা, ট্রান্সন্যাশনাল পাচার মামলায় বিদেশি সরকারগুলোর সঙ্গে সহযোগিতা করা ইত্যাদি। ইতঃপূর্বে দালাল চক্রের অসততা সম্পর্কে বিদেশ গমনেচ্ছুদের বিশেষভাবে সতর্ক করে বিদেশে দক্ষ কর্মী প্রেরণের লক্ষ্যে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতিমালা এবং 'ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল'কে আরও কার্যকর করার তাগিদ দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

এ ব্যাপারে বিদেশ গমনেচ্ছুসহ সবার উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন। অভিবাসনসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে এ দেশের কোনো নাগরিককে যাতে পাচারের মতো দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে না হয়, এ বিষয়ে সরকার কার্যকর পদক্ষেপ নেবে, এটাই প্রত্যাশা।

যুক্তরাষ্ট্রের সেনা প্রত্যাহার এবং আফগান গৃহযুদ্ধের শঙ্কা

সালমান রাফি শেখ

আফগানিস্তানের গৃহযুদ্ধ পরিস্থিতি নতুন অস্থির দশায় প্রবেশ করতে শুরু করেছে; কারণ যুদ্ধবাজরা ও মুজাহিদীনরা ময়দানে পুনঃপ্রবেশ করছে তালেবান কর্মকা-কে চ্যালেঞ্জ করার জন্য।

আমেরিকান ও ন্যাটো সেনারা তাদের পূর্ববর্তী পরিকল্পনার চেয়ে দ্রুত আফগানিস্তান থেকে সরে যাওয়ায় সংঘাত ত্বরান্বিত হচ্ছে, একে বড় একটি যুদ্ধের (গৃহযুদ্ধের) সূচনা বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। অনেকেই মনে করেন, তালেবান মার্কিন-ন্যাটো সেনাদের প্রত্যাহারের ফলে উদ্ভূত শূন্যতা কাজে লাগাতে পারে। তারা রাজধানী কাবুল দখল করে নিতে পারে এবং ইসলামিক আমিরাত পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পারে–সেই আমিরাত, যা ২০০১ সালে মার্কিন আগ্রাসনের ফলে উত্খাত হয়েছিল।

জুনের প্রথম তিন দিনে কমপক্ষে ৬৪ জন আফগান নিরাপত্তারক্ষী এবং ২৬ জন বেসামরিক ব্যক্তি তালেবান হামলায় নিহত হয়েছেন। সবচেয়ে ভয়ংকর ঘটনা ঘটেছে নানগারহার প্রদেশে, জুনের ২ তারিখে। এতে কমপক্ষে ৪০ জন নিরাপত্তারক্ষী নিহত হয়। বেশ কয়েকটি সিকিউরিটি আউটপোস্ট এবং একটি সামরিক ঘাঁটি তালেবানের হামলার শিকার হলে এ ঘটনা ঘটে।

তালেবানের দ্রুত বর্ধমান রণক্ষেত্র এবং সেই রণক্ষেত্রে তাদের যুদ্ধজয়ের কারণে মার্কিন ও ন্যাটোর সামরিক বাহিনী তাদের প্রত্যাহার পরিকল্পনা দ্রুত এগিয়ে নিয়ে এসেছে। পরিস্থিতি দেখে যা মনে হয় তা হলো, তারা বর্ধমান গৃহযুদ্ধে তাদের সেনাদের আটকে ফেলতে চায় না। এ পরিস্থিতি সুদূর পার্বত্য এলাকা থেকে শহরাঞ্চলের দিকে ঘনিয়ে আসছে।

মিডিয়া রিপোর্টে বলা হচ্ছে, অর্ধেকের বেশি আমেরিকান সেনা এরই মধ্যে আফগানিস্তান ছেড়ে গেছে এবং বেশির ভাগ আমেরিকান সেনা জুলাইয়ের ৪ তারিখের মধ্যে আফগানিস্তান ছাড়বে। ছেড়ে যাওয়ার ডেডলাইন ১১ সেপ্টেম্বর। ন্যাটো সেনারা অনেক বেশি ফোকাসড প্রত্যাহারের ব্যাপারে–প্রশিক্ষণ, উপদেশনা ও সহায়তার মিশনের চেয়ে অনেক বেশি তাদের মনোযোগ এ ব্যাপারে। মে মাসে জার্মান প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ডেভিড হেলমবোল্ড প্রতিবেদকদের বলেছেন, তাদের সব সেনা, প্রায় এক হাজারের ওপরে, জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহের শেষে আফগানিস্তান ছেড়ে যাবে।

দ্রুত প্রত্যাহারের মানে এই যে আফগানিস্তানের ন্যাশনাল সিকিউরিটি ফোর্স আমেরিকান ও ন্যাটো সেনাদের বিমান হামলা এবং গ্রাউন্ড সাপোর্টের ওপর আর নির্ভর করতে পারবে না। অথচ তালেবান তাদের অবস্থানে আক্রমণের মাত্রা বাড়িয়েছে। তালেবান এরই মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তাদের বিজয় ঘোষণা করেছে এবং তারা কাবুলে যুক্তরাষ্ট্র সমর্থিত প্রেসিডেন্ট আশরাফ গনির সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার লক্ষ্য নিয়ে এগোচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্রের এয়ার, গ্রাউন্ড ও ইনটেল কাভার থাকার পরও তালেবানের নতুন একটি সুবিধা আছে; এর ফলে এই মিলিট্যান্ট গ্রুপটি শুধু তাদের হামলাই তীব্র করতে অনুপ্রাণিত হবে না, তারা একের পর এক শহর দখলের জন্য যুদ্ধ শুরু করতে পারে এবং এভাবে তারা চূড়ান্ত পর্যায়ে কাবুলকেই দখল করে নিতে পারে।

জুনের প্রথম তিন দিনে কমপক্ষে ৬৪ জন আফগান নিরাপত্তারক্ষী এবং ২৬ জন বেসামরিক ব্যক্তি তালেবান হামলায় নিহত হয়েছেন। সবচেয়ে ভয়ংকর ঘটনা ঘটেছে নানগারহার প্রদেশে, জুনের ২ তারিখে। এতে কমপক্ষে ৪০ জন নিরাপত্তারক্ষী নিহত হয়।

আফগানিস্তানের যুদ্ধটাকে নির্মমই বলতে হবে, এর বিশদ বিবরণ পাওয়া যাবে ২০২১ সালের জুনের রিপোর্টে। এখন এ যুদ্ধটা আরো বিস্তৃত হবে যেহেতু তালেবানের তৎপরতা বেড়েছে; জাতীয় নিরাপত্তা বাহিনী তাদের আয়ত্তে থাকা বিভিন্ন এলাকা ও শহরাঞ্চল ধরে রাখার সংগ্রাম করে যাচ্ছে।

মার্কিন নীতিনির্ধারকরা বিষয়টি আগেই টের পেয়েছিল, যখন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সব আমেরিকান সেনা পুরোপুরি প্রত্যাহারের ঘোষণা দিলেন যে এ বছরের সেপ্টেম্বরের ১১ তারিখে তাদের সবাইকে প্রত্যাহার করা হবে। এর আগে ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে তালেবানের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে ট্রাম্প প্রশাসন ঘোষণা দিয়েছিল যে এ বছরের মে মাসে সেনা পুরোপুরি প্রত্যাহার করা হবে।

২০২১ সালের এপ্রিলে আমেরিকান গোয়েন্দাদের দি অ্যানুয়াল থ্রেট অ্যাসেসমেন্টে বলা হয়েছে, একটি শান্তিচুক্তির সম্ভাবনা আগামী বছর নাগাদ (২০২১-২২) ক্ষীণই থাকবে। তালেবান রণাঙ্গনে সুবিধা করেই যাবে বলে ধারণা হচ্ছে এবং আফগান সরকার তালেবানকে তাদের নিয়ন্ত্রিত এলাকার বাইরে রাখার চেষ্টা করে যাবে। তারা আরো বলেছে, তালেবান সামরিক বিজয়ের ব্যাপারে কনফিডেন্ট এবং আফগান নিরাপত্তা বাহিনী আত্মরক্ষার মিশনেই সেঁটে থাকার চেষ্টা করবে।

আমেরিকান ও ন্যাটো সেনা প্রত্যাহৃত হতে থাকায় যুদ্ধটা ত্বরান্বিত হচ্ছে এবং ছড়াচ্ছে; শুধু আফগান নিরাপত্তা বাহিনীই একমাত্র সশস্ত্র গ্রুপ নয়, যারা তালেবানের হামলা ঠেকাবে। তাদের ছাড়াও গ্রুপ রয়েছে, তারা মুজাহিদীন নামে পরিচিত। তারা কাবুল সরকারের সঙ্গে জোট গঠনের কথা বলছে। তারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে একত্র হচ্ছে, রি-পজিশন করছে। বাইডেন পুরো প্রত্যাহারের ঘোষণা দিলেই এলাকাভিত্তিক যুদ্ধবাজ প্রবণতার প্রত্যাবর্তন ঘটবে।

সূত্র: দি এশিয়া টাইমস অনলাইন

ভাষান্তর ও সংক্ষেপণ: সাইফুর রহমান তারিক

বিদেশে অর্থপাচার কি আদৌ রোধ করা সম্ভব

নিরঞ্জন রায়

কয়েক দিন আগে কানাডার টরন্টো শহরে বেগমপাড়ার বিরুদ্ধে সোচ্চার এমন একজনকে বলেছিলাম যে এভাবে আন্দোলন না করে অবৈধভাবে অর্থ এনে যারা বেগমপাড়া গড়ে তুলেছে তার তথ্য-প্রমাণ এখানকার মানি লন্ডারিং প্রতিরোধকাজে নিয়োজিত সংস্থাকে সরবরাহ করলেই তো সবচেয়ে বেশি কার্যকর ফল পাওয়া যায়। প্রতি উত্তরে তিনি আমার সঙ্গে একমত পোষণ করে জানালেন যে ইচ্ছা করলেই আন্দোলন করা যায়; কিন্তু সঠিক তথ্য-প্রমাণ জোগাড় করে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করার কাজটা বেশ কঠিন এবং প্রায় ক্ষেত্রেই অসম্ভব। আর এখানেই নিহিত আছে অবৈধভাবে অর্থপাচার প্রতিরোধের সমস্যা। দীর্ঘদিন ধরেই আমাদের দেশ থেকে বিদেশে অর্থপাচার নিয়ে বেশ সরব আলোচনা অব্যাহত আছে। রাজনীতিবিদরাও যেমন কঠোর সমালোচনা করে আসছেন, তেমনি পত্রপত্রিকা এবং টেলিভিশন চ্যানেলেও এই বিষয় নিয়ে চলছে তীব্র আলোচনা-সমালোচনা। সম্প্রতি অর্থমন্ত্রী প্রকাশ্যে বিদেশে অর্থপাচারকারীদের নাম আহবান করার পর এই সমালোচনায় নতুন মাত্রা পায়। আসলে অবৈধভাবে অর্থপাচার প্রতিরোধে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা সঠিক তথ্য-প্রমাণের অভাব।

অবৈধভাবে অর্থপাচার শুধু আমাদের দেশের একার সমস্যা নয়, বরং এটি একটি মারাত্মক বৈশ্বিক সমস্যা। এমনকি উন্নত বিশ্বেও এই সমস্যা প্রকট। উন্নত বিশ্বে এই সমস্যা মোকাবেলার উদ্দেশ্যে অনেক কঠোর মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন কার্যকর আছে। উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসহ অনেক প্রতিষ্ঠান নিয়োজিত আছে এই অবৈধ অর্থপাচার প্রতিরোধ করার জন্য। কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। প্রতিনিয়ত এই অবৈধ কর্মকা- বেড়েই চলেছে। এই যে ক্যারিবিয়ান দ্বীপ দেশগুলোতে শত শত নাম না জানা শেল কম্পানি গঠিত হয়েছে এবং সেসব কম্পানিতে যে স্বনামে-বেনামে ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডলার জমা রাখা হয়েছে তা তো এই অবৈধভাবে পাচার হওয়া অর্থই। বর্তমানে বিশ্বে যে ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডলারের ক্রিপ্টোকারেন্সি বা বিটকয়েন মার্কেট তৈরি হয়েছে তার বিরাট একটি অংশ এই অবৈধভাবে পাচার হওয়া অর্থ। আমেরিকার অর্থপাচার হয়ে আসছে কানাডা বা ইউরোপের দেশগুলোতে, আর ইউরোপ বা কানাডা থেকে অর্থ চলে আসছে আমেরিকা। আমেরিকা, কানাডাসহ প্রতিটা উন্নত বিশ্বের দেশের সরকার ও কর্তাব্যক্তিরা এসব জানলেও এই অর্থপাচার রোধে তেমন কোনো কার্যকর ব্যবস্থাই গ্রহণ করতে পারছে না। এসব পাচার হওয়া অর্থও ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়নি।

বৃহৎ **(বাকি অংশ ১৮ পাতায়)**

নামাজের সময়-সূচী

জুলাই	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
ফজর	৩.৫১	৩.৫২	৩.৫৩	৩.৫৪	৩.৫৫	৩.৫৬	৩.৫৭
সূর্যোদয়	৫.২৯	৫.৩০	৫.৩০	৫.৩১	৫.৩২	৫.৩২	৫.৩৩
জোহর	১.০০	১.০০	১.০১	১.০১	১.০১	১.০১	১.০১
আসর	৬.১৩	৬.১৩	৬.১৩	৬.১৩	৬.১৩	৬.১৩	৬.১২
মাগরিব	৮.৩১	৮.৩১	৮.৩০	৮.৩০	৮.৩০	৮.৩০	৮.২৯
এশা	১০.০৯	১০.০৮	১০.০৭	১০.০৭	১০.০৬	১০.০৫	১০.০৫

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

সাপ্তাহিক ২৫ বছরে বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika

রামসফেল্ডের দি গ্রেট হ্যান্ডশেক ও সাদ্দামের ইরাক

আবু রুশদ

১৯৮৪ সালের মার্চ মাস। মআমেরিকান প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যানের বিশেষ দূত হিসাবে ডোনাল্ড রামসফেল্ড ইরাকের বাগদাদ এসে পৌঁছলেন। মাত্র চার মাসের মধ্যে বাগদাদে এটা তার দ্বিতীয় সফর। যুক্তরাষ্ট্রের সাথে তখনো ইরাকের কোনো আনুষ্ঠানিক কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিল না। ১৯৬৭ সালে আরব-ইসরাইল যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে ইরাক আমেরিকার সাথে সব ধরনের কূটনৈতিক সম্পর্ক আগেই ছিন্ন করেছিল। তবে ইরান-ইরাক যুদ্ধের পটভূমিতে প্রেসিডেন্ট রিগ্যান ১৯৮৩ সালের ২৬ নভেম্বর একটি গোপন আদেশে স্বাক্ষর করেন যুক্তরাষ্ট্র শাসনকে এই নির্দেশ দিয়ে যে, 'ইরাককে ইরানের হাতে পরাস্ত হওয়া থেকে রক্ষার জন্য যা প্রয়োজন ও আইনত করণীয়' তা বাস্তবায়ন করতে হবে। যুদ্ধক্ষেত্রে ইরাকের অবস্থা তখন বেশ খারাপ। ইরানের বিজয় প্রতিহত করা তখন বড় দায় হয়ে দাঁড়ায় আমেরিকান প্রশাসনের কাছে।

১৯৭৯ সালে ইরানে ইসলামী বিপ্লব হওয়ার পর ইরাকের একনায়ক সাদ্দাম হোসেন কোনো প্রকাশ্য ও যুক্তিযুক্ত কারণ ছাড়াই ১৯৮০ সালের সেপ্টেম্বরে ইরানে একচেটিয়া আক্রমণ পরিচালনার নির্দেশ দেন। ওই সময় ইরাকের সমরবিদ ও গোয়েন্দারা ধারণা করেছিল যে বিপ্লবীরা ইরানে শাহপন্থী হিসাবে চিহ্নিত করে শত শত সিনিয়র সামরিক অফিসারকে হত্যা করেছে, ইরানের গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে। সবচেয়ে বড় কথা ইসলামী ধাঁচের বিপবের কারণে ইরান তখন বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্নপ্রায়। তেহরানে আমেরিকান দূতাবাস দখল করে ইরানি বিপ্লবীদের হঠকারী সিদ্ধান্তের ফলশ্রুতিতে সে সময় ইরান শুধু সামরিক নিষেধাজ্ঞার মধ্যেই পড়েনি, প্রায় সব দেশ ইরানের নতুন সরকারকে সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করেছে। এমনকি ইরান তার শিয়াভিত্তিক রাজনৈতিক প্রভাব ও কথিত ইসলামী বিপব রফতানির লক্ষ্যে পার্শ্ববর্তী রাজা শাসিত সুন্নি আরব দেশগুলোয় গোলযোগ সৃষ্টির চেষ্টা করে। সৌদি আরবে হজের সময় ইরানিরা মিছিলসহকারে বিক্ষোভ করলে সৌদি সরকারসহ অন্যান্য গালফ দেশ আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। একই সাথে ইরান সিরিয়ার শিয়া শাসকদের সাথে দ্রুত সম্পর্ক স্থাপন করে লেবাননে তার প্রভাববলয় বিস্তারের উদ্যোগ নেয়। অনেক দেশ ভাবতে শুরু করে যে ইরান নিজ দেশে বিপ্লবের সুফল জনগণের দুয়ারে পৌঁছানোর পরিবর্তে শিয়াভিত্তিক ইসলামী বিপ্লব রফতানি করার চেষ্টা করছে। এর মধ্যে পৃথিবীতে প্রায় একই সময় আরেকটি বড় ঘটনা ঘটে আফগানিস্তানে। সোভিয়েত ইউনিয়ন পাকিস্তানের বেলুচিস্তান হয়ে আরব সাগরে প্রবেশে শত বছরের আকঙ্খা নিয়ে আফগানিস্তানে আগ্রাসন চালায়। সব মিলিয়ে মধ্যপ্রাচ্য ও আশপাশের এলাকায় পরিস্থিতি ঘোলাটে হয়ে ওঠে।

স্বৈরশাসক সাদ্দাম হোসেন মনে করতে থাকেন যে ইরানকে আক্রমণ করে পর্যুদস্ত করার এটাই সময়। তখন ইরাকের সশস্ত্র বাহিনী ছিল আধুনিক সোভিয়েত সমরাস্ত্রে সজ্জিত। অন্য দিকে আমেরিকান নিষেধাজ্ঞায় ইরানের হাতে থাকা সব ন্যাটো ভার্সন সমরাস্ত্র ব্যাপকভাবে অকার্যকর হয়ে পড়ে। যেহেতু ইরানের প্রায় সব অস্ত্রই ছিল যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি তাই স্পেয়ার পার্টস, গোলাবারুদের অভাবে এসবের বেশির ভাগ পরিচালনা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। সিনিয়র প্রায় তিন শ' জেনারেল, ব্রিগেডিয়ার ও কর্নেলের মৃত্যুদন্ডের পর ইরানের সশস্ত্র বাহিনী হয়ে পড়ে বেশ দুর্বল। কমান্ড চ্যানেল ছিল অপরিপক্ব অফিসারদের হাতে। সাদ্দামের গোয়েন্দারা এমন ধারণা উপস্থাপন করেন যে, যদি আঁ-টঘাট বেঁধে ওই অবস্থায় তীব্র আক্রমণ পরিচালনা করা যায় তাহলে ইরানের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। গোপনে রাজা শাসিত প্রতিবেশীরাও সাদ্দামকে এগিয়ে যাওয়ার সবুজসঙ্কেত দেন। ইরাক ঝাঁপিয়ে পড়ে বিশৃঙ্খল ইরানের ওপর। দখল করে নেয় ব্যাপক এলাকা।

কিন্তু খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ইরাকের সব হিসাব-নিকাশ পাল্টে দেয় ইরানের সাধারণ সৈনিকেরা ও বিপ্লবী গার্ডবাহিনী। ন্যূনতম সেনা প্রশিক্ষণ নেয়া ইরানি যুবক, এমনকি যুবতীরা অকল্পনীয় বৈরী পরিবেশের সামনে রক সলিড প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ইরাকের সুসজ্জিত সশস্ত্র বাহিনীকে হতভম্ব করে দিয়ে তারা সব এলাকা থেকে ইরাকি সেনাদের শুধু হটিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, ইরাকের নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ফেলে দেয়। ১৯৮২ সালের মাঝামাঝি এসে ইরাকের বাহিনী আক্রমণ তো দূরের কথা রক্ষণাত্মক অবস্থানেও নিজেদের সুরক্ষিত মনে করতে স্বস্তি পাচ্ছিল না।

এই পরিস্থিতিতে আমেরিকান প্রশাসন ১৯৮২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তড়িঘড়ি করে সন্ত্রাসে সমর্থনদানকারী দেশের তালিকা থেকে ইরাকের নাম বাদ দেয়। কূটনৈতিক সম্পর্ক না থাকলেও অনানুষ্ঠানিকভাবে ইরাকের সাথে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা পর্যায়ে যোগাযোগ স্থাপন করে। আমেরিকান সম্মতিক্রমে ন্যাটোভুক্ত দেশগুলো যেমন ব্রিটেন, ফ্রান্স ও জার্মানী ইরাকে সমরাস্ত্র বিক্রি শুরু করে। এর মধ্যে সে সময়ের অত্যাধুনিক মিরাজ জঙ্গিবিমান, এক্সোসেট মিসাইল অন্তর্ভুক্ত ছিল। পাশাপাশি ১৯৮৩ সালের ১২ জুলাই স্বাক্ষরিত ন্যাশনাল সিকিউরিটি ডিসিশন ডিরেক্টিভ ৯৯-এ স্বাক্ষর করেন প্রেসিডেন্ট রিগ্যান যার পরিপ্রেক্ষিতে পারস্য উপসাগর এলাকাসহ মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকান সামরিক তৎপরতা জোরদার করার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। আমেরিকা অতি গোপনে ইরাককে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে প্রাপ্ত ইরানের সৈন্য সমাবেশ, চলাচল, অবস্থান সম্পর্কিত তথ্যসহ আনুষঙ্গিক গোয়েন্দা সহায়তা দেয়া শুরু করে। কিন্তু প্রকাশ্যে দুই পক্ষের মধ্যে নিরপেক্ষ অবস্থানের কথা প্রচার করতে থাকে আমেরিকান সরকার। তবে তারা এটা ভেবে স্বস্তি বোধ করে যে ইরাকের পর্যাপ্ত আধুনিক সমরাস্ত্র ইরানের কোনো বড় আক্রমণ থেকে ইরাককে রক্ষা করবে। এই বিশ্লেষণের পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্যে তার অন্যতম মিত্র সৌদি আরবের কাছে অত্যাধুনিক অ্যাওয়াকস বিমান ও এফ-১৫ জঙ্গি বিমানসহ অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্র সরবরাহ জোরদার করে।

এদিকে ইরানি বাহিনীর হাতে মার খেয়ে সাদ্দাম হোসেন বড়ই অপমানিত বোধ করেন। তিনি দেখতে পান যে প্রচলিত যুদ্ধকৌশলে ও প্রচলিত যুদ্ধাস্ত্র যেমন



"Simply because you do not have evidence that something exists does not mean that you have evidence that it doesn't exist." 'Absence of evidence is not evidence of absence.' - ইরাকের মানববিধ্বংসী অস্ত্র সম্পর্কে সাবেক আমেরিকান প্রতিরক্ষামন্ত্রী ডোনাল্ড রামসফেল্ড - ছবি : আল জাজিরা

জঙ্গি বিমান, ট্যাংক, কামান ব্যবহার করে ইরানকে পরাস্ত করা যাবে না এবং তিনি ভীত হয়ে পড়েন এই আশঙ্কায় যে ইরানিরা ইরাকের ভূমি দখল করে নিতে পারে। সব স্বৈরশাসক সবসময় যে বিষয়টিকে ভয় পান তা হলো ক্ষমতা হারানো। যেহেতু তারা নির্বাচন বা জনসমর্থনের ওপর ভিত্তি করে ক্ষমতায় আসেন না তাই তারা চমক দেখানোর জন্য অবকাঠামো উন্নয়নসহ কথিত আধুনিকায়নের উদ্যোগ নেন শান্তিকালীন সময়ে। পাশাপাশি বিশাল সমরাস্ত্র ভান্ডার গড়ে তুলে শুধু 'বিশ্বস্ত' দলীয় লোকদের দিয়ে গড়ে তোলেন প্রয়োজনের অতিরিক্ত বৃহৎ অবকাঠামোর সশস্ত্র বাহিনী। এটা যত না যুদ্ধের জন্য তৈরি করা হয় তার চেয়ে বেশি কাজে লাগানো হয় নিজ জনগণকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে। গোয়েন্দা বাহিনীর অবস্থাও থাকে একইরূপ। লক্ষ্য সবার এক, বসকে ক্ষমতায় রাখা। তার স্বার্থ রক্ষা করা। দলের জন্য প্রয়োজনে হাজার হাজার, লাখ লাখ বিরোধী মতের মানুষ মেরে ফেলা, গুম করা হয়। কিন্তু যখন যুদ্ধ আসে তখন বোঝা যায় ওই সেনাবাহিনীর আসল ক্ষমতা। ঘুণে ধরা, বিলাস-ব্যসনে মত্ত, দলীয় ক্যাডারের মতো ওই সেনাবাহিনী তখন সাধারণ অস্ত্রে সজ্জিত শত্রুর হাতেও পিটুনি খায় খুবই সহজে। সাদ্দামের সশস্ত্র বাহিনীও তার ব্যতিক্রম ছিল না। ইরানিরা লড়েছিল আদর্শের ওপর ভিত্তি করে, দেশের সম্মানের জন্য। আর সাদ্দাম বাহিনী লড়েছে একনায়ক সাদ্দামকে রক্ষার জন্য।

এক পর্যায়ে সাদ্দাম বুঝতে পারেন যে তিনি যদি যুদ্ধে কোনোভাবে পরাজিত হন তাহলে তার পরিবারসহ পুরো বাথ পার্টি ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই যেভাবেই হোক ক্ষমতায় থাকতে হবে। তিনি তাই বেছে নেন অপ্রচলিত কিন্তু ভয়ঙ্কর পথ। ১৯৮৩ সালের শুরু থেকে ইরানের সেনাবাহিনীসহ সাধারণ জনগণের ওপর শুরু করেন বিষাক্ত গ্যাস রাসায়নিক অস্ত্রের ব্যবহার। অমানবিক এসব গ্যাস আক্রমণে মারা যায় হাজার হাজার ইরানি নারী ও শিশু। এমনকি সকালে স্কুলে যাওয়ার পথে মার হাত ধরে পথচলা শিশু রাস্তাতেই মরে পড়ে থাকে। ইরাকের রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার নিয়ে আমেরিকান আর্মি ইন্টেলিজেন্সের একজন সাবেক লেফটেন্যান্ট কর্নেল রিক ফ্রাংকোনা যিনি একসময় বাগদাদে আমেরিকান দূতাবাসে নিয়োজিত ছিলেন, ২০০২ সালে ব্রিটিশ গার্ডিয়ান পত্রিকাকে বলেন, 'ইরাকীরা যুদ্ধের প্রতিটি ধাপে মাস্টার্ড গ্যাস ব্যবহার করেছে... তারা ১৯৮৩-৮৪ সালের দিকে টাবুন নামের নার্ভ গ্যাস ব্যবহার শুরু করে... এবং ১৯৮৮ সালের মধ্যে সারিন গ্যাস উৎপাদনে সক্ষম হয়।' এমনকি ১৯৮৩ সালের ১ নভেম্বর তদানীন্তন আমেরিকান পররাষ্ট্রমন্ত্রী জর্জ শুলজকে গোয়েন্দা সংস্থা 'প্রায় প্রতিদিন ইরাকি বাহিনীর রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহারের' তথ্য প্রদান করে।

ইরানের কয়েকটি বড় শহরে যখন ইরাকি বাহিনী রাসায়নিক অস্ত্র নিক্ষেপ করে হাজার হাজার নিরীহ বেসামরিক মানুষ হত্যা করে তখন ১৯৮৩ সালেই ইরান জাতিসংঘের কাছে এ নিয়ে বিস্তারিত তথ্য দেয়। কিন্তু তখন প্রায় সব বৃহৎ শক্তির সাথে ইরান কূটনৈতিক পর্যায়ে অনেকটা বিচ্ছিন্ন থাকায় সেসব অভিযোগ খুব একটা পাত্তা পায়নি। এমনকি ১৯৮৩ সালের নভেম্বর মাসে আমেরিকান গোয়েন্দা সংস্থার এক মেমোতে উল্লেখ করা হয় যে, সাদ্দাম হোসেন তার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ কুর্দিদের বিরুদ্ধেও ব্যাপক হারে রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করছেন। আমেরিকানরা এসব ঘটনায় প্রকাশ্যে আনমুভড থাকলেও ভিতরে ভিতরে অনেকটা নার্ভাস হয়ে পড়ে এই ভেবে যে ইরাক যদি এভাবে রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করে তাহলে মধ্যপ্রাচ্যে সঙ্কট আরো বেড়ে যাবে, মার্কিনীদের ইমেজ ক্ষতিগ্রস্ত হবে যা কিনা তখন আফগানিস্তানে চলমান সোভিয়েতবিরোধী যুদ্ধে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। এমনও হতে পারে যে মুসলিম বিশ্ব যারা কিনা প্রায় একচেটিয়াভাবে আফগানিস্তান ইস্যুতে আমেরিকানদের পক্ষাবলম্বন করেছে তারা সমর্থন প্রত্যাহার করতে পারে।

এসব বিবেচনায় প্রেসিডেন্ট রিগ্যান সিদ্ধান্ত নেন ইরাকী কর্তৃপক্ষের সাথে উচ্চপর্যায়ে সরাসরি যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার। তখন বেছে নেয়া হয় প্রেসিডেন্ট ফোর্ডের সময়ে ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত প্রতিরক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব পালনকারী ডোনাল্ড রাফসফেল্ডকে প্রেসিডেন্টের বিশেষ প্রতিনিধি হিসাবে ইরাকে পাঠানোর জন্য। রামসফেল্ডকে পাঠানোর উদ্দেশ্য ছিল: ১. সাদ্দাম হোসেন ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী তারিক আজিজের সাথে সরাসরি বৈঠক করা, ২. ইরান ও সিরিয়ার প্রতি দুই দেশের একইরূপ নীতিমালায় সমন্বয় সাধন করা, যৌথভাবে পদক্ষেপ নেয়া, ৩. ইরাকের তেল রফতানিতে বিকল্প পথ নিশ্চিত করা, কারণ ইরান পারস্য উপসাগর দিয়ে ইরাকের তেল রফতানিতে বাধা দিয়ে আসছিল, ৪. ইরাকের রাসায়নিক অস্ত্রের ব্যবহার সীমিত করা। রামসফেল্ড এভাবেই তার ঐতিহাসিক বাগদাদ সফর শুরু করেন ১৯৮৩ সালের ডিসেম্বর মাসে। কিন্তু পরে ডিক্লাসিফাইড মার্কিন ডকুমেন্ট থেকে দেখা যায়, রামসফেল্ড সাদ্দামের সাথে রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার নিয়ে কোনো প্রসঙ্গই উত্থাপন করেননি!

আরো আশঙ্কার কথা যে, ১৯৯৫ সালে রিগ্যান প্রশাসনের ইরাক সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ হাওয়ার্ড তেইচার এক অ্যাফিডেভিটে উল্লেখ করেন যে, তদানীন্তন সিআইএ পরিচালক উইলিয়াম কেসি কার্দোয়েন নামে চিলির একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে গোপনে ইরাকে ক্লাস্টার বোমা সরবরাহের ব্যবস্থা করেন সেই ১৯৮৩ সালেই। এর আগে ১৯৯৪ সালে ইউএস কংগ্রেসের এক অনুসন্ধানে বেরিয়ে আসে যে আমেরিকান বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের লাইসেন্স নিয়ে কয়েকটি আমেরিকান কোম্পানি ইরাকে বিভিন্ন ধরনের অ্যানথ্রাক্সসহ ডজনখানেক জৈব এজেন্ট সরবরাহ করে অতি গোপনে। এসব কিছুই সেসময় আমেরিকান আইনপ্রণেতাদের অগোচরে রাখা হয়।

বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, নানামুখী চাপে হোক বা বিশ্বে নিজের ভাবমূর্তি ঠিক রাখতেই হোক যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসন ১৯৮৪ সালের মার্চ মাসের ৫ তারিখে ইরাকি বাহিনী দ্বারা রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহারের নিন্দা জানিয়ে বিবৃতি দেয়। এমনি অবস্থায় ওই একই মাসের শেষে রামসফেল্ড যখন বাগদাদে যান আলোচনার জন্য, তখন তিনি ইরাকি নেতৃবৃন্দের মধ্যে ক্ষোভের প্রকাশ দেখতে পান। তারা আমেরিকানদের ওইভাবে প্রকাশ্যে দেয়া বিবৃতি নিয়ে তীব্র আপত্তি উত্থাপন করেন। কথিত আছে যে, বৈঠককালে সাদ্দাম হোসেন এক পর্যায়ে রামসফেল্ডকে অপমানসূচক কথাও বলেন ও অসৌজন্যমূলকভাবে আলোচনা চালিয়ে যেতে অস্বীকৃতি জানান। অর্থাৎ এক কথায় রামসফেল্ডকে অপমান করেন সাদ্দাম হোসেন। যদিও ওই বছরের নভেম্বরে ইরাকের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়। রামসফেল্ড ব্যক্তিগতভাবে সাদ্দামের সেই অপমানসূচক ব্যবহারের কথা কখনো ভোলেননি। তবে সাদ্দাম ভুলে গিয়েছিলেন রামসফেল্ড কোনো সাধারণ মানের মানুষ ছিলেন না। তিনি অত্যন্ত মেধাবী, চতুর একজন রাজনীতিবিদ- যিনি ছিলেন দু-নয়াখ্যাত প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট। আর মার্কিনিরা কখনো অপমান ভোলে না। শত বছর পরে হলেও প্রতিশোধ নেয়। অনেকটা পাঠানদের মতো।

আমেরিকার অত্যন্ত অভিজাত প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ পাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। শুধুমাত্র এক্সট্রাঅর্ডিনারি মেধাবীরাই এখানে পড়তে পারেন। বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার দিয়েও যোগ্য নয় এমন কেউ এখানে ভর্তি হতে পারেন না। প্রিন্সটন থেকে যারা গ্র্যাজুয়েশন করে বের হন তাদের বেশির ভাগই সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে আমেরিকার চালিকাশক্তি হিসাবে পরবর্তী জীবনে আবির্ভূত হন। সদ্য পরলোক-গমনকারী সাবেক আমেরিকান প্রতিরক্ষামন্ত্রী ডোনাল্ড রাফসফেল্ডও ছিলেন এমনি একজন। প্রিন্সটন থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গ্র্যাজুয়েট রাফসফেল্ড শুধু বুদ্ধিমানই ছিলেন না, তিনি বিশ্ব ইতিহাস পর্যন্ত পাল্টে দিয়ে গেছেন। এতে যুক্তরাষ্ট্রের বা পৃথিবীর কোনো লাভ হয়েছে কিনা তা বিতর্কের বিষয়। তবে রাফসফেল্ড যেন ঝড়ের গতিতে যুদ্ধের দেবতা হয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন এই শতকের প্রথম দিকে ও গত শতকের আশির দশকে।

বিশ শতকে পৃথিবী দুটি বিশ্বযুদ্ধ প্রত্যক্ষ করেছে, সমাজতন্ত্রের ক্রুরতা থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করেছে। কিন্তু একুশ শতক শুরুই হয়েছে নতুন ধারার ভয়াবহ যুদ্ধ বিগ্রহ, এসিমেট্রিক ওয়ার, আত্মঘাতী বোমা হামলার তান্ডব, বিশ্বের এক নম্বর পরাশক্তির হৃৎপিন্ডে নন স্টেট অ্যাক্টর কর্তৃক অকল্পনীয় সন্ত্রাসী হামলার মধ্য দিয়ে।

রামসফেল্ড দ্বিতীয়বার আমেরিকান প্রতিরক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত হন জর্জ বুশের আমলে। নাইন-ইলেভেনের সন্ত্রাসী ঘটনার প্রেক্ষিতে আফগানিস্তানে আগ্রাসনে রামসফেল্ড পালন করেন মুখ্য ভূমিকা। এর মাত্র দুই বছরের মাথায় ২০০৩ সালে ইরাকের কাছে উইপন্স অব মাস ডিস্ট্রাকশনস-ডব্লিউএমডি মজুদ আছে এই অভিযোগ তুলে ইরাকে আগ্রাসনের পথ উন্মুক্ত করেন। আমেরিকান জেনারেলদের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও তিনি ইরাকে আগ্রাসন চালাতে প্রেসিডেন্ট বুশকে রাজি করান। ইরাকে পতন হয় সাদ্দাম হোসেনের। তিনি গ্রেফতার হন মাটির নিচের এক গুহা থেকে। দাড়ি গোঁফ আবৃত, নোংরা কাপড় পরিহিত সাদ্দামকে পৃথিবীর সামনে উপস্থাপন করা হয় গর্তে লুকানো এক ইঁদুরের মতো করে। তার চুল, দাড়ি, দাঁত পরীক্ষার সেই ঐতিহাসিক ছবি দেখানো হয় বিশ্বের সব টিভি চ্যানেলে। এক সময় তাকে ঝুলানো হয় ফাঁসিতে। রামসফেল্ড অবশ্যই তার অপমানের প্রতিশোধ নিয়েছিলেন। সাদ্দাম হোসেন যেকোনো ভাবে ক্ষমতায় থাকার জন্য, প্রায় দশ লাখ ইরাকিকে হত্যা করেছিলেন নানাভাবে। আরো কয়েক লাখ ইরানি কোনো দোষ না করেও যুদ্ধে ও রাসায়নিক অস্ত্রের আঘাতে মারা যায়। রামসফেল্ড ইরাকে আগ্রাসন চালানোয় ইরাকে নিহত হয় প্রায় চার লাখ মানুষ। এ এক অদ্ভুত পৃথিবী। রামসফেল্ডকে যখন পরে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেছিল ইরাকের কথিত মানববিধ্বংসী মারণাস্ত্রের সত্যতা ও ইরাক আগ্রাসনের যৌক্তিকতা নিয়ে তখন তিনি নির্লিপ্তভাবে তার সেই বিখ্যাত উক্তি করেছিলেন :

'আপনার কাছে কোনো কিছুর অস্তিত্বের পক্ষে প্রমাণ নেই শুধু এই কারণে আপনি বলতে পারেন না আপনার কাছে প্রমাণ আছে যে তার অস্তিত্ব নেই।'

'প্রমাণের অনুপস্থিতি অনুপস্থিতির প্রমাণ নয়।'

আল্লাহ তাই হয়তো বলেছেন, তিনি এক জালেমকে আরেক জালেম দিয়ে ধ্বংস করেন!

বাংলাদেশ কম্যুনিটিতে এখন সবচেয়ে বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজন্সি

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া



SUPER WINTER SALE

আমরা IATA অনুমোদিত

ফোন: 718-721-2012

উমরাহ্ স্পেশাল

★ হোটেল ★ ভিসা ★ ট্রান্সপোর্টেশান

KUWAIT AIRWAYS

QATAR AIRWAYS

Emirates

TURKISH AIRLINES

السعودية SAUDIA

আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া

Digital Travel Astoria

2578, 31st Street, Astoria, NY 11102

সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station

Cell: 917-459-7181

We are on Facebook

website: www.digitaltraveltour.com

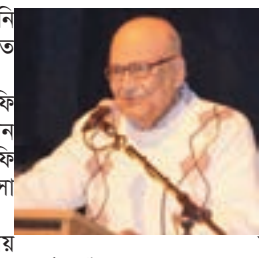
প্রবীণ অভিনেতা ও বেতার ব্যক্তিত্ব কাফি খান আর নেই

(৩ পাতার পর)

(২ জুলাই) জুমার নামাজের পর সুগারল্যান্ড রোডের অ্যাডামস সেন্টার মসজিদে তার জানাজা শেষে স্থানীয় মুসলিম গোরস্থানে তার মরদেহ দাফন করা হয়।

দুই ছেলে ও দুই মেয়ের জনক কাফি খান ভয়েস অব আমেরিকার বাংলা বিভাগ থেকে অবসর নেন ১৯৯৪ সালে। তারপর যুক্তরাষ্ট্রেই পরিবার ও স্বজনদের সান্নিধ্যে অবসর জীবন কাটাচ্ছিলেন।

মেরিল্যান্ডের বাসিন্দা বিশিষ্ট লেখক-বিজ্ঞানী ড. আশরাফ আহমেদ গণমাধ্যমকে বলেন, "দুদিন আগেও (২৯ জুন, মঙ্গলবার) প্রবাসীদের এক ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে অসুস্থ কাফি খান বিছানায় শুয়েই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শাহজাহান' কবিতাটি আবৃত্তি করেন। তিনি বলেন, "সে সময় তাকে বিমর্ষ দেখালেও এত তাড়াতাড়ি তিনি চলে যাবেন সেটা কেউ বুঝতে পারিনি।"



২০১৯ সালের নভেম্বরে কাফি খানের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন ড. আশরাফ। সে সময় কাফি খান ক্যান্সারের চিকিৎসা নিচ্ছিলেন।

কাফি খান সে সময় বলেছিলেন, "আমি ২০২০ সাল পর্যন্ত বেঁচে থাকতে চাই। ট্রাম্পের মত একজন খারাপ লোক যাতে আবার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হতে না পারে সেই ব্যালট যুদ্ধে অংশ নিতে চাই।"

কাফি খানের জন্ম ব্রিটিশ ভারতের পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশপরগনা জেলার বারাসাত এলাকার কাজীপাড়া গ্রামে। সার্টিফিকেট অনুযায়ী তার জন্ম ১৯২৯ সালের ১ মে।

গ্রামের স্কুলে প্রাথমিক ও মাধ্যমিকের পাঠ চুকিয়ে বারাসত গভার্নমেন্ট হাই স্কুল থেকে তিনি পাস করেন ম্যাট্রিক। তারপর কলকাতার রিপন কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক করে বিকমে ভর্তি হন।

স্কুল-কলেজে পড়াশোনাকালে তিনি আবৃত্তি চর্চার সঙ্গে জড়িত হন। ১৯৪৭-এ দেশবিভাগের পরপরই ঢাকায় চলে আসেন কাফি খান, সরকারি চাকরির পাশাপাশি যুক্ত হন নাট্যচর্চায়। এরপর নিয়মিত হন বেতার ও টিভি নাটকে। তার পরিবারের অন্য সদস্যরা ভারতেই থেকে যান।

ওই সময়কার বেতারের প্রযোজক মহিউদ্দিন পরিচালিত 'মাটির পাহাড়' ছবিতে সুলতানা জামান ও ড. রওশন আরার বিপরীতে নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেন কাফি খান। এরপর করেন তোমার আমার, অনেক দিনের চেনা, রাজা সন্ন্যাসী, দুই দিগন্ত প্রভৃতি ছবি।

ঢাকায় এসে পাকিস্তানের রাজস্ব বিভাগে কেরানির চাকরি দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন কাফি। পাশাপাশি ১৯৫১ সালে পাকিস্তান রেডিওর ঢাকা শাখায় বেতার-নাটকে কণ্ঠদানও শুরু করেন। এছাড়া ঢাকায় মঞ্চনাটকের অন্যতম সংগঠক হিসেবেও কাজ করতে থাকেন।

১৯৬৬ সালে কাফি খান প্রথমবার ভয়েস অব অ্যামেরিকার বাংলা বিভাগের কর্মী হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রে আসেন। ১৯৬৬ সালে ওয়াশিংটনে ভয়েস অব আমেরিকাতে সংবাদ পাঠক হিসেবে যোগ দেন কাফি। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি ওয়াশিংটন ডিসিতে কর্মরত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে ওয়াশিংটনে তৎকালীন কিছু প্রবাসীর সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গঠন আর বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন কাফি খান। ১৯৭৩ সালে দেশে ফিরে তিনি বাংলাদেশ টেলিভিশনে সংবাদ পাঠ শুরু করেন। সত্তরের দশকের শেষ থেকে আশির দশকের প্রথম দিক পর্যন্ত তিনি প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের প্রেস সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ জাতীয় টেলিভিশন পুরস্কার অর্জন করেন। ১৯৭৫ এর সাতই নভেম্বরের পর জিয়াউর রহমান প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নিলে কাফি খানকে তার প্রেস সচিব হিসেবে কাজ করার আমন্ত্রণ জানান। কাফি খান সেই প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এরপর ১৯৮২ সালের ফেব্রুয়ারীতে আবার ভয়েস অব আমেরিকার চাকরি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী হন কাফি খান। ১৯৯৪ সালে অবসর নেন। তবে ১৯৯৯ সাল থেকে বেশ কিছুদিন খন্ডকালীন বেতার সম্প্রচারক হিসেবে ভয়েস অব আমেরিকায় যুক্ত ছিলেন তিনি।

মঞ্চনাটক, কবিতা আবৃত্তি ও বেতার অনুষ্ঠান ছাড়াও, ষাটের দশকে ঢাকায় বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন তিনি।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মোমেনের শোক

'কাফি খান ছিলেন এক জীবন্ত কিংবদন্তি'

ভয়েস অব আমেরিকার বাংলা বিভাগের এক সময়ের সংবাদ পাঠক এবং অভিনেতা ও বাচিক শিল্পী কাফি খানের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন।

এক শোক বার্তায় ড. মোমেন বলেন, কাফি খান ছিলেন এক জীবন্ত কিংবদন্তী। পররাষ্ট্রমন্ত্রী মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা

EFFICIENT MEDICAL CARE DHAKA DENTAL P.C.

ডা. বর্ণালী হাসান এমডি ও ডেন্টিস্ট মাহফুজুল হাসান ডি.ডি.এস
দুটি অফিসের মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসা সেবা দিয়ে আসছেন


DR. MAHFUJUL HASAN D.D.S


DR. BORNALI HASAN MD

চিকিৎসা সেবায় আগ্রহী ব্যক্তিরা যেকোন একটি অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন।
প্রায় সব ধরনের মেডিকেইড, প্রাইভেট এবং ইউনিয়ন ইনসিওরেন্স গ্রহণ করা হয়।

মেডিকেইড, ফিডালিস কেয়ার, হেলথ ফার্স্ট ও এ্যাফিনিটি ইনসিওরেন্সের গ্রাহকেরা তাৎক্ষণিক ভাবে দাঁতের চিকিৎসা নিতে পারেন।

উভয় অফিসে এপয়েন্টমেন্টের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

আমাদের শাখা দু'টি

JAMAICA
170-09 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432
Tel: (718) 291-2710 (MEDICINE),
(718) 480-8877 (DENTAL)

SUNNY SIDE
40-14 Green Point Ave. Sunnyside, NY 11104
Tel: (718) 392-2858 (MEDICINE),
(718) 779-1300 (DENTAL)

General Dentist :
Dr. Hatim Gandhi, D.D.S
Dr. Frederik Fisher, D.D.S

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী



● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন

সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।

মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ

অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।



অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় নূন্যতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এসে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এসে আপনার বিনিয়োগের অর্থ অনায়াসে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

সেসে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হয়ে আপনি ও আপনার পরিবার ৮ বছরের সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিগ্যালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

SHARIF TAX SERVICE



IRS Authorize e-file provider
37-47 77th Street,
Jackson Heights, NY 11372
PH: 917-547-7298
917-858-4249
e-mail: shariftaxservice@gmail.com

SHARIF Q. ALAM (HIRA)
B.Sc. (Hons), MS, DU
20 Years experience
Tax Prepare
NYS-Lic! Real Estate Sale agent

SERVICES:
● Tax Service
● Immigration
● Real Estate

যৌথ সংবাদ সম্মেলনে আমেরিকান রাষ্ট্রদূত

মডার্নার ২৫ লাখ ডোজ টিকা আমেরিকার জনগণের উপহার

ঢাকা ডেস্ক: বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত আর্ল আর মিলার বলেছেন, শুক্রবার রাতে এবং শনিবার সকালে বাংলাদেশে আসা মডার্নার টিকার ২৫ লাখ ডোজ আমেরিকার জনগণের পক্ষ থেকে উপহার। জীবন রক্ষা করাই এর একমাত্র উদ্দেশ্য। গতরাতে মডার্নার টিকার প্রথম চালান গ্রহণের পর হযরত শাহ-জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেকের সঙ্গে যৌথভাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন।

মিলার বলেন, আমেরিকার জনগণের কাছ থেকে আসা বিনামূল্যের একটি উপহার এটি। শুধুমাত্র জীবন বাঁচানোর উদ্দেশ্যেই এসব টিকা দিচ্ছি আমরা। কারণ, এটিই সঠিক কাজ। প্রয়োজনের সময় আমেরিকানরা এ কাজটিই করে। বাংলাদেশে কোভিড-১৯ মোকাবিলায় যুক্তরাষ্ট্রকে সবচেয়ে বড় সহায়তাকারী বলে উল্লেখ করেন মিলার। এর আগে কোভ্যাক্স সুবিধার আওতায় বাংলাদেশকে এক লাখের বেশি ফাইজারের টিকা সরবরাহ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। মহামারিতে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশকে ভেন্টিলেটর, অক্সিজেন সিলিন্ডারসহ ৮৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি অর্থ অনুদান দিয়েছে দেশটি। মডার্নার টিকার ২৫ লাখ ডোজ অনুদানকে 'কেবল শুরু' হিসেবে উল্লেখ করে মার্কিন রাষ্ট্রদূত বলেন, বাংলাদেশের দ্রুত নিরাপদ ও কার্যকর টিকা পাওয়ার প্রয়োজনীয়তা যুক্তরাষ্ট্র বোঝে। তিনি বলেন, জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে কাজ করার ক্ষেত্রে গত পাঁচ দশক ধরে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ অংশীদার। আজ ইতিহাসের এ অনন্য চ্যালেঞ্জিং মুহূর্তে, আমাদের অংশিদারিত্ব যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET
$500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration
Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

37-47 73 ST. #215, JAKSON HEIGHTS NY 11372

TEL: 718-701-2666

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis:
196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423

Jackson Heights Office:
7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372

Brooklyn Office:
486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218

Alam Podiatry, P.C.

Ozone Park Office:
530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208

Bronx Office:
3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467

Parkchester Office:
1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড়
কুপন সহ
যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার
কুপন সহ
ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.





নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।





আমাদের কোন শাখা নেই

❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ (347) 851-2688

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি" শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইলো আগামী ৪ জুলাই আমেরিকার স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আশাকরি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ কারণে এই বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু হলে আমরা আনন্দিত হবো।

প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহে আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইলো আমাদের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশাকরি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ কারণে এই বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু হলে আমরা আনন্দিত হবো।

প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহে আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

ইউএসসিআইএস'র ন্যাচারালাইজেশন নীতিমালাঃ

নির্বাহী আদেশ ১৪০২ঃ এদেশের বৈধ ইমিগ্রেশন ব্যবস্থায় আস্থা পুনঃ প্রতিষ্ঠা এবং নিউ আমেরিকানদের অখন্ডতা ও অন্তর্ভূক্তকরণ প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করা।

প্রেসিডেন্ট বইডেন ন্যাচারালাইকেঝমন প্রক্রিয়া উন্নয়নের মাধ্যমে ন্যাচারালাইজেশনকে এগিয়ে নিতে একটি নির্বাহী আদেশ জারী করেছেন। এই আদেশ জারীর ৬০ দিনের মধ্যে সেক্রেটারি অব স্টেট, এটর্নী জেনারেল এবং সেক্রেটারি অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটিকে এই নির্বাহী আদেশের ধারায় কোন এজেন্সির পদক্ষেপ গ্রহণ এবং এই নীতিমালায় আরও সংযোজন প্রয়োজন আছে কিনা সে সম্পর্কে একটি পরিকল্পনা তুলে ধরতে বলা হয়েছে। যার মধ্যে থাকবেঃ (১) এন-৪০০ এর উপর গুরুত্ব দিয়ে আবেদন, ফিঙ্গারপ্রিন্ট, ব্যাকগ্রাউন্ট এবং সিকিউরিটি চেকিং, সাক্ষাতকার গ্রহণ, সিভিক ও ইংরেজি ভাষার পরীক্ষা এবং শপথগ্রহণের বর্তমান ন্যাচারাইজেশন প্রক্রিয়া উন্নতকরণ এবং বাধাসমূহ দূরকরা;

২) বর্তমান ন্যাচারাইলেজশন প্রক্রিয়াকরণের সময় উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনা:

৩) ন্যাচারাইজেশন ফিস হ্রাস, পিস মুক্ত করার প্রক্রিয়া পুনর্বহালসহ উপযুক্তদের জন্য ন্যাচারাইজেশন প্রক্রিয়া আরও সহজলভ্য করা।

যারা উপযুক্ত তাদের জন্য ন্যাচ-ারালাইজেশন প্রক্রিয়া সহজীকরণে এবং তাদের স্বাগত জানাতে বাইডেন-হ্যারিস প্রশাসন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে বাইডেন-হ্যারিসের দায়িত্ব গ্রহণের শুরু থেকেই নির্বাহী আদেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইউএস সিআইএস নিচের ন্যাচারাইজেশন নীতিমালা জারী করেছে।

ন্যাচরালাইজেশন সিভিক এডুকেশনাল শর্ত (পিডিএফ, ৭৯ কেবি) সম্পর্কিত ২০০৮ সালের সিভিক টেস্ট সংশোধনী গাইডেন্স পুনর্বহালঃ

২০২১ সালের ২২ ফেব্রুয়ারী ইউএসসিআইএস ২০০৮ সালের সিভিক টেস্ট পুনর্বহালের ঘোষণা দেয় যা ২০২১ সারের ১ মার্চ থেকে কার্যকর হয়েছে। অবশ্য স্বল্প সময়ের জন্য ইউএসসিআইএস ২০২০ সালের টেস্ট ভার্সনও কার্যকর রেখেছে।

যুক্তরাষ্ট্রে বাইরে ধর্মীয় কর্তব্য পালনের জন্য অবস্থানের কারণে (পিডিএস.৩১৬.৩ কেবি) অব্যাহত থাকা এবং শারীরিক উপস্থিতির নিয়ম রক্ষা করাঃ

২০২১ সালের ২৫ ইউএসসিআইএস গাইডেন্স প্রকাশ করেছে। যাতে রয়েছেঃ ইউএস এর বাইরে ধর্ম প্রচারে ব্যস্ত থাকার কারণে ১ বছর বা তার বেশি অবস্থান করলেও সেই সময়কে ন্যাচারাইজেশন প্রক্রিয়া নীতি অনুযায়ী দেশের ভেতরে অবস্থান হিসেবেই গণ্য হবে।

স্টেটের বেনিফিট আবেদন প্রক্রিয়ায়র (পিএসফ ৩৩২.৬৭ কেবি) মাধ্যমে ন্যাচারাইজেশন যোগ্যতা এবং ভোটার রেজিস্ট্রেশনঃ

২০২১ সালের ২৭ মে ইউসেআইএস স্টেটের মটর ভোইকেল অথবা অন্য কোন আবেদন প্রক্রিয়ায় আবেদনকারীর ভোটার রেজিষ্ট্রেশনের আবেদন সংক্রান্ত এবং আবেদনকারীর সৎ চরিত্র সম্পর্কিত গাইডেন্স প্রকাশ করেছে।

গাইডেন্স এটাও পরিস্কার করেছে যে, কেউ অজান্তে বা অনিচ্ছাকৃতভাবে ভোট রেজিষ্ট্রার করে এবং তার অজান্তে ভোটর রেজিস্ট্রেশন সেকশনে স্বাক্ষর না করে তবে ইউএসসিআইএস তাদের কোন জরিমান করবে না।

ভোটারান যারা যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে থাকেন তাদের জন্য ন্যাচারাইজেশন (পিডিএস. ৪৩৬.৮৭ কেবি)



২০২১ এর ২৮ মে ইউএসসি-সআইএস বৈরি সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের সশস্ত্রবাহিনীতে যে সব ভোটারান কাজ করেছেন এবং ন্যাচারাইজেশনের অন্য সব শর্ত পূরণ করেছেন তারা ইউএস ইমিগ্রেশন আইন অনুযায়ী ন্যাচ-ারালাইজেশনের মাধ্যমে নাগরিকত্ব লাভের বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছে।

টেকিনিক্যাল আপডেট -শিশুদের নাগরিকত্ব চার্ট ৩এ নতুন ইস এনএ ৩২০ (সি) অন্তর্ভুক্ত করা।

২০২১ সালের ২৪ মে ইউএসসি-সআইএস দেশের বাইরে সামরিক সদস্য এবং সরকারী কর্মকর্তাদের জন্ম নেয়া শিশুদের সেকশন ২ ধারায় সংশোধিত নতুন আইন-এ ৩২০ (সি) চার্ট ৩এ স্বাভাবিকভাবে আমেরিকান নাগরিক হিসেবে গণ্য হবে মর্মে টেকনিক্যাল আপডেট প্রকাশ করেছে।

কোভিড -১৯ এর প্রেক্ষাপটে এজেন্সির অনুরোধে সাড়া দেয়ার ব্যাপারে নমনীয়তার সময় বৃদ্ধি করেছে -ইউএসসিআইএস।

করোনা ভাইরাস (কোভিড -১৯) মহামারি কারণে আমেরিকান নাগরিকত্ব ও ইমিমেগ্রশন সার্ভিস ৩০ মে, ২০২০ আবেদনকারীদের কতিপয় বিষয়ে সহায়তাদানে নমনীয় হয়েছে। বিষয়গুলো হচ্ছেঃ

প্রমানের আবেদন

প্রমানের অনুরোধ (এন-১৪) চলমান রাখা

প্রত্যাখানের ইচ্ছা প্রকাশ করে নোটিশের মেয়াদ

বাতিল করার নোটিশ

প্রত্যাহারের নোটিশ

আঞ্চলিক সেন্টারসমূহের বাতিল করার নোটিশ এবং

৮ সিএফআর ৩৩৫.৫ গ্রহিতাদের কেন রি-ওপেন করার মোশান।

এছাড়াই ইউএসসিআইএস ফর্ম আই-২৯০ বি আপলি বা মোশান নোটিশ, বা ফর্ম এন-৩৩৬, ন্যাচ-ারাইজেশন সিদ্ধান্ত নিয়ে শুনানীর অনুরোধ (আইএনএ'র ৩৩৬ ধারার অধীন) বিবেচনা করবে, যদিঃ

কোন সিদ্ধান্ত ৬০ ক্যান্ডোর দিবসের মধ্যে কর্ম ফাইল করা হয়; এবং সিদ্ধান্তটি ২০২০ এর ১ মার্চ থেকে ২০২১ এর ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে গৃহীত হয়।

নোটিশ/ অনুরোধ/ সিদ্ধান্তর ইস্যুর তারিখঃ

নমনীয়তা প্রযোজ্য হবে কেবল মাত্র ২০২০ এর ১ মার্চ থেকে ২০২১ এর ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে নোটিশ, অনুরোধ ও সিদ্ধান্ত ঐসব প্রমাণপত্র ইস্যু করা হয়।

বিস্তারিত জানতে uscis.gov/coronavirus যোগাযোগ করতে হবে।

এসব বিষয়ে কোন কারণে আপনার কেস প্রত্যাখান হলে প্রয়োজনবোধে একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন এটর্নীর অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করে বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। আমরা সব সময় যে পরামর্শ দেই তা হচ্ছে যে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার আগে প্রয়োজনবোধে একজন এটর্নিও সাথে কথা বলতে পারেন।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের করোনামুক্ত সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪

ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০

ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদ: হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।

অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

ভ্যাকসিন কূটনীতি : কৌশল পুনর্বিবেচনার দাবি রাখে



ড. প্রণব কুমার পান্ডে

কভিড-১৯ থেকে কার্যকর সুরক্ষায় বিভিন্ন দেশের বেশ কয়েকটি সংস্থা ভ্যাকসিন তৈরি করেছে। এর মধ্যে অক্সফোর্ড এবং অ্যাস্ট্রাজেনেকার ভ্যাকসিন সবচেয়ে বেশি আলোচিত হয়েছে। এরপরে রয়েছে ফাইজার-বায়োএনটেক এবং মডার্নার ভ্যাকসিন। এ ছাড়া রয়েছে রাশিয়ান স্পুটনিক-ভি এবং চীনের সিনোফার্মের ভ্যাকসিন। ভারতীয় একাধিক সংস্থাও কভিড-১৯ ভ্যাকসিন তৈরির চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। রাশিয়ান ভ্যাকসিন স্পুটনিক-ভি অনেক আগে আবিষ্কৃত হলেও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে এর বাজারজাতকরণ হয়নি। কারণ এই ভ্যাকসিন শুধু রাশিয়ান নাগরিকদের বিতরণ করা হয়েছে। অন্যদিকে ফাইজার-বায়োএনটেক এবং মডার্নার ভ্যাকসিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ড্রাগ প্রশাসন কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণকে প্রদান করা হয়। পরবর্তী সময়ে এই সংস্থা যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে যুক্তরাজ্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে টিকার বাজারজাতকরণ শুরু করে। অন্যদিকে ফাইজার-বায়োএনটেকের ভ্যাকসিন সংরক্ষণ করা কঠিন। কারণ এটি ৭০ ডিগ্রি নিচের তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করতে হয়। ফলে বাংলাদেশে এই টিকা প্রদান করা অত্যন্ত কঠিন।



বিভিন্ন ভ্যাকসিনের সুবিধা এবং অসুবিধা বিবেচনায় বাংলাদেশের মতো দেশে অক্সফোর্ড এবং অ্যাস্ট্রাজেনেকার ভ্যাকসিন ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত। এর পক্ষে প্রথম যুক্তি হলো- এই টিকার ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে অংশগ্রহণকারী মানুষের সংখ্যা অন্যান্য ভ্যাকসিনের তুলনায় বেশি ছিল বিধায় ভ্যাকসিন প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান দাবি করে, এই ভ্যাকসিন কার্যকরভাবে কভিড-১৯-এর সংক্রমণের বিরুদ্ধে মানুষকে রক্ষা করতে সক্ষম। দ্বিতীয় যুক্তি হলো, এই ভ্যাকসিন সংরক্ষণ করা তুলনামূলকভাবে সহজ। কারণ এটি সাধারণ তাপমাত্রায় (২ থেকে ৪ ডিগ্রি) সংরক্ষণ করা যায়। তৃতীয় যুক্তি হলো, ফাইজার-বায়োএনটেক ভ্যাকসিনের তুলনায় এই ভ্যাকসিনের দাম কম। সর্বশেষ যুক্তি হলো, অক্সফোর্ড ও অ্যাস্ট্রাজেনেকা ভ্যাকসিন উৎপাদনের জন্য ভারতের সেরাম ইনস্টিটিউটের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ রয়েছে। ফলে এই ভ্যাকসিন আমাদের কাছে সহজলভ্য। বাংলাদেশের একশ্রেণির মানুষ ভ্যাকসিন ক্রয়ের প্রাথমিক পর্যায় থেকেই পর্যাপ্ত ভ্যাকসিন ক্রয়ে সরকারের সক্ষমতা সম্পর্কে সন্দিহান ছিল। এমনকি সরকার এই ভ্যাকসিন বিনা খরচে জনগণকে প্রদান করবে কিনা, তা নিয়েও তাদের সন্দেহ ছিল। তবে তাদের সব সন্দেহের অবসান ঘটিয়ে সরকার ভ্যাকসিন কূটনীতির ক্ষেত্রে যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে।

চুক্তি অনুযায়ী, সেরাম ইনস্টিটিউট তাদের চালান বাংলাদেশে পাঠানো শুরু করেছিল। সেরামের চালানের সঙ্গে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি এবং জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসেবে ৩.৩ মিলিয়ন ডোজ ভ্যাকসিন দেশে আসে। এরই ধারাবাহিকতায় সরকার ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে গণটিকা প্রদান কর্মসূচি শুরু করে। টিকাদান কর্মসূচি খুব ভালোভাবেই চলছিল। তবে কভিড-১৯-এর দ্বিতীয় তরঙ্গে ভারতের পরিস্থিতি অবনতি হওয়ায় দেশটির সরকার ভ্যাকসিন রপ্তানির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। তাতে সেরাম ইনস্টিটিউট বাংলাদেশে ভ্যাকসিনের চালান স্থগিত করতে বাধ্য হয়। ফলে বাংলাদেশে টিকাদান প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতা সম্পর্কে মানুষের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়। সেরাম ইনস্টিটিউট থেকে ভ্যাকসিন না আসায় বাংলাদেশ সরকার অন্যান্য ভ্যাকসিন সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের সন্ধান শুরু করে। বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আলোচনার পর সরকার রাশিয়ার স্পুটশিক-ভি এবং চীনের সিনোফার্মের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করে। চীনের সঙ্গে বেশ কয়েক দফা আলোচনার পর বাংলাদেশ সরকার ১৫ মিলিয়ন টিকা ক্রয়ের জন্য সিনোফার্মের সঙ্গে আলাদা চুক্তি স্বাক্ষর করে। এর মধ্যে চীন সরকার উপহার হিসেবে বাংলাদেশকে ১.১ মিলিয়ন টিকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিশেষ বিমান উপহারের টিকাগুলো দেশে নিয়ে আসে এবং বিশেষ ক্ষেত্রে টিকা প্রদান পুনরায় শুরু করে। তবে চীন থেকে ক্রয় করা ভ্যাকসিন দেশে আনার ক্ষেত্রে কিছুটা জটিলতা সৃষ্টি হয় টিকা ক্রয়ের মূল্য প্রকাশ হওয়ার ফলে। বাংলাদেশের তরফ থেকে চীন সরকারের কাছে এ বিষয়ে দুঃখ প্রকাশ করা হলেও টিকা পাঠানোর ব্যাপারে চীনের সিদ্ধান্ত এখনও জানা যায়নি। একটি বিষয় পরিস্কার যে, ডব্লিউএইচও ভ্যাকসিন বিতরণে সমতা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাজ্য এবং চীনসহ বিশ্বের বৃহৎ অর্থনীতির দেশগুলো এ পর্যন্ত উৎপাদিত টিকার সিংহভাগ ব্যবহার করেছে। এখন টিকা বিতরণের ক্ষেত্রে সমতা নিশ্চিত করার বিষয়টি জরুরি ভিত্তিতে বিবেচনা করা প্রয়োজন। ইতোমধ্যে ভারতের বিদেশমন্ত্রী ইঙ্গিত দিয়েছেন, আঞ্চলিক দেশগুলোয় ভ্যাকসিন রপ্তানির বিষয়ে ভারত সরকার তাদের সিদ্ধান্ত জুলাই-আগস্টে পুনর্বিবেচনা করতে পারে। বাংলাদেশ সরকারের উচিত ভারত থেকে ইতোমধ্যে ক্রয়কৃত টিকা দেশে আনতে এ সুযোগ কাজে লাগানো। অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকা ভ্যাকসিনের কার্যকারিতা আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত হওয়ায় এই টিকার প্রতি বাংলাদেশের জনগণের আস্থা তৈরি হয়েছে। ভ্যাকসিন কূটনীতিতে আমরা ইতোমধ্যে শেখ হাসিনা সরকারের সাফল্য প্রত্যক্ষ করেছি। বিশ্বজুড়ে অনেক সরকার যখন টিকার সংগ্রহের জন্য লড়াই করছে, তখন বাংলাদেশে ১০ মিলিয়নের বেশি মানুষ ইতোমধ্যে ভ্যাকসিনের দ্বিতীয় ডোজ গ্রহণ করেছে। আমরা প্রধানমন্ত্রীর ওপর আস্থা রাখতে চাই। আমরা প্রত্যাশা করি, বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিবেশী দেশ দুটি খুব শিগগিরই ভ্যাকসিন-সংক্রান্ত চুক্তির বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছাবে। অতিমারি চলাকালীন একটি দেশের জাতীয় নীতির সম্প্রসারণ হিসেবে বিপর্যয়কর পরিণতি মোকাবিলায় সরকারের পররাষ্ট্রনীতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভ্যাকসিন কূটনীতির কৌশল পুনর্বিবেচনা করে ভারতের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে দেশে টিকার সরবরাহ নিশ্চিত করে গণটিকাদান কর্মসূচি পুনরায় চালু করার মধ্যমে দেশের জনগণকে করোনার ভয়াল থাবা থেকে রক্ষা করার এটাই মোক্ষম সময়।

লেখক: অধ্যাপক, লোক প্রশাসন বিভাগ, রাজশাহী

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'



এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইনক.

917-282-9256

Moin Choudhury, Esq

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC



এক্সিডেন্ট কেইসেস

বিনামূল্যে পরামর্শ

কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা

গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে

বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম

ফেডারেল ডিজএবিলিটি

(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)

Immigration

(To Schedule Appointment Only)



Timothy Bompart
Attorney at Law

Call:917-282-9256

E-mail: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372

Manhattan Office By Appointment Only.

Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

বাইডেন, ইমরান খান ও তালেবান আমিরাত



মোঃ বজলুর রশীদ

প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন 'হিলালে পাকিস্তান' তকমা পাওয়া ব্যক্তিত্ব এবং ৫০ বছর ধরে রাজনীতির সাথে জড়িত। ওবামার সময় ২০০৮ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত দুইবার ভাইস প্রেসিডেন্টের দায়িত্বও পালন করেন। পাকিস্তানের সাথে বাইডেনের যোগাযোগ ও সম্পর্ক ট্রাম্পের মতো নয়। পাকিস্তানের সাথে কূটনৈতিক ও কৌশলগত সম্পর্কের জন্য বাইডেন উৎসাহিত করতেন। সিনেট বিদেশ সম্পর্ক কমিটিতে কাজ করার সময় তিনি ২০০৮ সালে পার্টনারশিপ অ্যাক্ট করেন যা ২০০৯ সালে কেরি-লুগার-বার্গম্যান অ্যাক্টে পরিণত হয়। এই আইনে যুক্তরাষ্ট্র-পাকিস্তান দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক জোরালো করা হয়। এই বিধির বলে বেসামরিক খাতে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার দেয়া হয় ২০১০ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত। দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে বাইডেন বেশ কয়েকবার পাকিস্তান সফর করেছেন। প্রধানমন্ত্রী ইউসুফ রাজা জিলানী, নওয়াজ শরীফ ও আসিফ আলী জারদারির সাথে একান্তে কথা বলেছেন। পাকিস্তানের শীর্ষ নেতাদের সম্পর্কে বাইডেনের স্বচ্ছ ধারণা রয়েছে। পাকিস্তান সম্পর্কে বাইডেনের 'ইনসাইট' ট্রাম্পের চেয়ে অনেক প্রখর। তিনি 'কাশ্মির ইস্যু' এবং আফগানিস্তানের 'ইনটিগ্রিটি' নিয়ে আন্তর্জাতিক মজলিসে কথা উঠিয়েছিলেন। এসব কারণে বাইডেনকে পাকিস্তানের সর্বোচ্চ বেসামরিক খেতাব 'হিলালে পাকিস্তান' বা 'পাকিস্তানের চাঁদ' উপাধি দেয়া হয়। ২০১১ সালে বাইডেনের পাকিস্তান সফরের সময় তিনি বলেছিলেন, 'পাকিস্তানের সাথে আমাদের সম্পর্ক অতীব গুরুত্বপূর্ণ, আমি মনে করি, পাকিস্তানের জন্যও বিষয়টি তেমন।' মিডিয়ার সাথে বলতেন, 'আপনারা মনে করেন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের সার্বভৌম মর্যাদায় আঘাত করে, আপনাদের প্রতি সম্মান ও আস্থা রেখেই বলছি, এসব চরমপন্থীরাই করছে এবং পাকিস্তানের সুনাম নষ্ট করছে। যারা মনে করে আমরা ভারতের স্বার্থই দেখছি, সেটি সঠিক নয়।'

ওয়াশিংটনের পররাষ্ট্রনীতিতে দেখা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের কাছে পাকিস্তান ও ভারত উভয় দেশ গুরুত্বপূর্ণ। একদিকে বিশাল চীন অন্য দিকে রাশিয়া ও ইরান। চীনের সাথে ভারতের চিরন্তন বিরোধ থাকায় ওয়াশিংটনের পররাষ্ট্রনীতিতে ভারতের বিশেষ মর্যাদা। ভারত কোয়াডের অন্যতম সদস্য। সম্প্রতি জি-৭ জোটের চীনবিরোধী প্রকল্পে ভারত যোগ দিতে সম্মত হয়েছে। অপর দিকে, পাকিস্তান হাতছাড়া হয়ে গেলে আফগানিস্তান, মধ্য এশিয়ার দেশগুলো এবং ইরানের সাথে পাকিস্তান জোটবদ্ধ হবে, যা ওয়াশিংটনের কাছে কৌশলগত দিক দিয়ে লাভজনক হবে না। ট্রাম্প পাকিস্তান সম্পর্ককে যতটুকু ক্ষতি করেছেন বাইডেন সেগুলো কাটিয়ে উঠতে চান। ট্রাম্পের আমলে কাশ্মির পরিস্থিতির কোনো উন্নতি হয়নি। কিন্তু কাশ্মির বিষয়ে বাইডেনের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন, ভারত তা বুঝতে পারে। তাই বিশ্লেষকরা মনে করছেন, মোদি কাশ্মির বিষয়ে কিছু একটা ছাড় দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ককে সঠিক রাখতে চান।

বাইডেন পাকিস্তানের সাথে বন্ধুত্বের কথা বলেছেন অনেকবার, আঞ্চলিক শান্তি ও অর্থনৈতিক প্রগতির বিষয়েও কথা বলেছেন। ২০০৭ সালে তিনি ঘোষণা দেন, 'পাকিস্তান দুনিয়ার সবচেয়ে সম্ভাব্য বিপদসঙ্কুল দেশ।' ২০০৮ সালে বলেন, 'আমি শপথ করে বলছি, যদি আপনাদের ওপর কোনো আক্রমণ হয়, সেটি হবে আফগানিস্তানের পাহাড়ে বসে থাকা আলকায়েদার কাছ থেকে। কোনো ড্রোনের আক্রমণে নয়।' ওবামা প্রশাসনের সময় পাক সীমান্তের অভ্যন্তরে ড্রোন আক্রমণ ৬৩১ শতাংশ বেড়ে গিয়েছিল। পাকিস্তানি জনগণ ও সেনাবাহিনী ড্রোন আক্রমণে ত্যক্ত বিরক্ত হয়ে পড়ে। অথচ এই ড্রোন আক্রমণ নির্দেশনা-ব্যবস্থাপনায় ছিলেন জো বাইডেন! পরিস্থিতির পরিহাস, আজ বাইডেনের পালা পাকিস্তানে নিরাপদ ড্রোন ঘাঁটি বানানোর জন্য ইমরানকে অনুরোধ করায়। পাকিস্তান ঘাঁটি বানাতে না দিলে যদি সেটি মধ্য এশিয়ার কোনো দেশে পেন্টাগন বানায় সেটিও আঞ্চলিক সমস্যা ও বিরোধের নতুন দুয়ার খুলে দেবে; ইরান, পাকিস্তান, রাশিয়া ও চীন সবাই বিপক্ষে যুক্ত হয়ে পড়বে। তবে ভারত সীমান্তে ড্রোন ঘাঁটি করা যাবে কি না এবং কতটুকু সুবিধা হতে পারে সেটি নয়াদিল্লি, কাবুল ও ওয়াশিংটনের রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে। আর কোনোটিই সম্ভব না হলে আমেরিকা সব সেনা কাবুল থেকে উঠিয়ে নেবে বলে মনে হয় না এবং তুরস্কও সেনা প্রত্যাহার করবে না। ২০২০ সালের চুক্তি অনুযায়ী ন্যাটোর সব সেনা প্রত্যাহার করতে চাপ দিচ্ছে তালেবানরা। তুরস্ক প্রস্তাব দিয়েছে, আমেরিকান সেনা প্রত্যাহারের পর কাবুলের বিমানবন্দরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আফগানিস্তানে থেকে যেতে। আফগানিস্তানে কোনো সমুদ্রপথ সংযুক্ত না থাকায় বিমানবন্দর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তুরস্ক বিমানবন্দর পাহারা দিতে পারলে তালেবান ও যুক্তরাষ্ট্র উভয়ের কাছে আরো মর্যাদা পাবে। আফগানিস্তানে সার্বিক শান্তির জন্য তুরস্ক পাকিস্তানের সহায়তাও চেয়েছে। ইরাকেও তুর্কি সেনাদের বড় ঘাঁটি রয়েছে এবং বিদেশী সেনারা চলে গেলেও তুর্কিরা থেকে যাবে।

তালেবানরা চায় আফগানিস্তানে 'প্রকৃত ইসলামী ব্যবস্থা' প্রতিষ্ঠিত হোক। তারা মনে করে, একটি প্রকৃত ইসলামী শাসন আফগানদের সব সমস্যা সমাধানের সর্বোত্তম উপায়। তালেবান নেতা মোল্লা আবদুল গনি বারাদার উল্লেখ করেন, প্রকৃত ইসলামী ব্যবস্থার অধীনে নারী ও সংখ্যালঘুদের সুরক্ষিত করা হবে এবং কূটনীতিক ও এনজিওকর্মীরা নিরাপদে কাজ করতে সক্ষম হবে। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং ধর্মীয় বিধি অনুসারে নারীদের অধিকারের বিধান তৈরি করা হবে।

এখন তালেবানরা বুঝে 'শান্তি' কী জিনিস। শান্তি আলোচনার ধীরগতি নিয়ে কর্মকর্তারা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং বলছেন, তালেবানরা এখনো কোনো লিখিত শান্তি প্রস্তাব জমা দেয়নি। আফগান সরকার তালেবানের সাথে আলাপ করে সুবিধা করতে পারছে না। সেনা প্রত্যাহারের পর যদি কাবুলে 'ইসলামী আমিরাত' প্রতিষ্ঠিত হয় তবে পাকিস্তানি তালেবানরা রাজনৈতিক



অঙ্গন উত্তপ্ত করে তুলবে। ইমরান সরকারের জন্য সেটি আরো একটি বড় ধরনের ঝুঁকি। কয়েক বছর ধরে এমনিতেই পাকিস্তানী তালেবানরা বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে সরকারকে বিব্রত করে আসছে এবং চীন পাকিস্তান করিডোরের কাজে বাধা দিচ্ছে।

সুপার পাওয়ার আমেরিকা ২০ বছরের যুদ্ধ ফেলে চলে যাওয়াকে পরাজয় বলছে না। তারা বলছে, 'আরো বড় সমস্যা' দেখভাল করার প্রয়োজন হচ্ছে; তা ছাড়া এই দীর্ঘ সময়ে ধ্বংস ছাড়া কিছু অর্জিত হয়নি। সেনা চলে গেলেও বাইডেন প্রশাসন চায় কোনো এই নয় যে, যুক্তরাষ্ট্র-আফগানিস্তান সমস্যায় পাকিস্তান নিজেকে জড়িয়ে ফেলবে। এটা পাকিস্তানের ইতিহাসে আর দেখা যায়নি। পাকিস্তানের জনগণ খানের এই মনোবলকে বিজয় হিসেবে ধরে নিয়েছে। বলা হচ্ছে, সব জয়ের জন্য যুদ্ধের দরকার পড়ে না। সামরিক ও বিমানঘাঁটি করার এমন প্রস্তাব একেবারে নতুন নয়। ১৯৬০ সালে পেশোয়ার বাদাবের বিমানঘাঁটি যুক্তরাষ্ট্র ব্যবহার করেছিল গোপনে। একটি নজরদারি বিমান রাশিয়ানরা গুলি করে ভূপাতিত করার পর ঘাঁটির কার্যক্রম আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যায়।

না কোনোভাবে কাবুল প্রশাসনের ওপর কর্তৃত্ব রাখতে। প্রসঙ্গত, বেনজির ভুট্টো প্রধানমন্ত্রী থাকার সময় বই লিখেছিলেন 'ডটার অব দ্য ইস্ট'। সেখানে তিনি বলেছিলেন, 'যুক্তরাষ্ট্রের মদদ ছাড়া পাকিস্তানে ক্ষমতার শীর্ষে থাকা সম্ভব নয়।' তবে এখন অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে। কাছাকাছি কোনো সামরিক ঘাঁটি ছাড়া কাবুলের ওপর ক্ষমতা চালানো সম্ভব নয়। এ রকম সেনা ঘাঁটির জন্য সিআইএর প্রথম পছন্দ পাকিস্তান। এমন কি যুক্তরাষ্ট্র যদি মধ্যপ্রাচ্যের কোনো ঘাঁটিও ব্যবহার করে সেগুলোকেও পাকিস্তানের আকাশপথ ব্যবহার করতে হবে। এই জরুরি প্রয়োজনে সিআইএ ডাইরেক্টর উইলিয়াম বার্নসকে পাকিস্তানে পাঠায় বাইডেন প্রশাসন। ইমরান খান এমন সাহসী যে, তিনি বার্নসকে সাক্ষাৎকার দিতেও অসম্মতি প্রকাশ করেছেন। পাকিস্তান সরকার তাদের মাটিতে সিআইএর কোনো ঘাঁটির অনুমোদন দেবে না। এইচবিওর টেলিভিশনে জোনাথন সোয়ানের সাথে সাক্ষাৎকারে ইমরান খান এ কথা বলেন। তিনি আরো জানান, আফগানিস্তানে পাকিস্তান শান্তি চায় তার মানে

এসব ঘাঁটি থেকে ন্যাটোবাহিনী পরিচালিত আক্রমণে ২৪ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত হওয়ার পর ২০১১ সালে পাকিস্তান শামসি বিমানঘাঁটি যুক্তরাষ্ট্রের জন্য বন্ধ করে এবং শামসি থেকে যুক্তরাষ্ট্রের বৈমানিক ও ক্রুদের বের করে দেয়। পাকিস্তান এয়ার ফোর্স বেজ নূর খান, শাহবাজ, এমন কি বাণিজ্যিক বিমানবন্দর পাসনিও যুক্তরাষ্ট্রের বিমানবাহিনীর অপারেশনের জন্য দেয়া হয়েছিল। অথচ এসব ঘাঁটি দেয়ার পর পাকিস্তানের অভ্যন্তরে, সীমান্তে ও বেলুচিস্তানে সারা বছর ধরে সিআইএ ড্রোন আক্রমণ চালিয়েছে। বারবার অনুরোধ-হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেও কোনো লাভ হয়নি। আফগানিস্তানে সিআইএর ড্রোন ঘাঁটি থেকে এসব আক্রমণ পাকিস্তানে চালানো হতো। ২০০৮-২০১৩ সালে ৩৪০টি এবং ২০১৩-২০১৭ সালে ৬১টি ড্রোন আক্রমণ হয়। ২০১৮ সাল থেকে কোনো আক্রমণ হয়নি।

ঘাঁটি দেয়ার বিনিময়ে পাকিস্তান ২০১১ সাল থেকে মোটা দাগে সহায়তা হিসেবে ২৫.৯১ বিলিয়ন ডলার পেয়েছিল। তা ছাড়া প্রতি বছর যুক্তরাষ্ট্র থেকে পাকিস্তান মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার সহায়তা পেয়েছে। কোনো কোনো বছর অনুদান ৬৯১ মিলিয়ন ডলার পর্যন্ত উঠে। আমেরিকান সহায়তার তালিকায় ইসরাইলের পর পাকিস্তান দ্বিতীয় অবস্থানে। ২০১৮ সাল পর্যন্ত ফি বছর সহায়তা পায়। ইমরান সরকারের দুঃখ, ফি বছর এই অনুদানের টাকা ভালো কাজে লাগানোর আগেই দুর্নীতির হাত পৌঁছে যায় বলতে টাকাগুলো ধোঁয়ার মতো উড়ে গেছে।

ইমরান খান বলে আসছেন, আফগানিস্তান সমস্যার কোনো সামরিক সমাধান নেই, কাশ্মিরেও তাই। তথাপি ভারত কাশ্মিরিদের অধিকার না দিলে পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু করবে। উপজাতীয় বেল্টে পাকিস্তান সেনাবাহিনী রাদ-উল ফাসাদ এবং জার-ই-আজাব নামে অভিযান চালিয়ে টেরোরিস্টদের নির্মূল করছে। এসব অভিযান দেশে-বিদেশে প্রশংসিত হয়েছে। আরেকটি বড় কাজ পাকিস্তান সেনাবাহিনী করছে। সেটি হলো সীমান্তে বেড়া দেয়া। পাক-আফগান ২৬৪৯ কিলোমিটার সীমান্তে বেড়া দেয়া সোজা নয়। গভীর বন, অসমতল ভ্যালি ও প্রকান্ড পবর্তমালা বড় বাধা। তা সত্ত্বেও চার বছর কঠোর পরিশ্রম করে বেড়া নির্মাণ শেষ পর্যায়ে।

পাকিস্তান যদি কোনো ঘাঁটি যুক্তরাষ্ট্রকে দেয় তবে আফগানিস্তান ও পাকিস্তান উভয় দেশের বিরুদ্ধে তালেবানরা আবার অস্ত্র উঠাবে। পাকিস্তানী তালেবানরাও ব্যাপকভাবে অংশ নেবে, তখন ইমরান সরকারের পতন হবে। তখন যুক্তরাষ্ট্রকে তালেবান দমন করতে উভয় দেশে সেনাবহর পাঠাতে হবে। পুরো সমস্যাটি নতুন করে শুরু হবে। চীন সিইপিসির মাধ্যমে উন্নয়ন অবকাঠামো তৈরি করেছে। পাকিস্তান ঘাঁটি দিলো বা না দিলো তা নিয়ে চীন এখনো কোনো উচ্চবাচ্য করেনি। সিইপিসি ক্ষতিগ্রস্ত না হলে চীন সহজে নাক গলাবে না মনে করা হচ্ছে। পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্রের আফগানিস্তানে থাকা না থাকা উভয়ই সঙ্কট।

বাইডেনের ঘোষণা অনুযায়ী, ১ মে আফগানিস্তান থেকে আমেরিকান সেনা প্রত্যাহার শুরু, আগামী ১১ সেপ্টেম্বরের আগেই সব অমেরিকান সেনা ফিরে যাবে। ইতোমধ্যে ৫০ শতাংশ সেনা কাবুল ছেড়েছে। সেনা প্রত্যাহার হলে পার্শ্ববর্তী দেশগুলো বিশেষ করে পাকিস্তান বিপদাপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। আঞ্চলিক এই অবস্থানকে পাকিস্তান শান্তি ও স্থায়িত্বের জন্য 'মারাত্মক স্তর' মনে করছে। আফগানিস্তানের জন্যও এই স্তর আরো মারাত্মক হবে, আঞ্চলিক নিরাপত্তাও বিঘ্নিত হতে পারে। পাকিস্তান এমনিতেই দীর্ঘ দিন ধরে আফগানিস্তানে শান্তির জন্য নিজের দেশে অশান্তি ও বোমাবাজির খপ্পরে পড়ে চরমমূল্য দিয়েছে, যা এখনো চলমান। এক লাখ মানুষের মৃত্যু হয়েছে, অর্থনৈতিক দুর্যোগ ঘাড়ে চেপে বসেছে।

স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের হিসাব মতে, ২০০২-২০১৬ সালে ১১৮ বিলিয়ন ডলার হারিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রও কিছু অর্থ দিয়েছে সর্বসাকুল্যে ১৪ বিলিয়ন যার কথা ট্রাম্প পই পই করে বলে পাকিস্তানের সব সাহায্য খাত বন্ধ করে দিয়েছিলেন। পাকিস্তান তখন আফগানিস্তানে সেনাদের রসদ সরবরাহের খরচ দাবি করে এবং যোগাযোগের রাস্তা বন্ধ করে দেয়। ভারতের সাথে কাবুলের কোনো যোগাযোগের সড়ক নেই। এই জন্য ট্রাম্প রাগ করে বলেছিলেন, 'আফগানিস্তানে ভারতের কাজ কী?' অপর দিকে ইকনোমিক করিডোর মহাপ্রকল্পে পাকিস্তান-আফগানিস্তান-চীন অর্থনৈতিক দিক দিয়ে লাভবান হতে শুরু করেছে।

আসলেই সব সেনা ন্যাটো প্রত্যাহার হবে কি-না সেটি অবস্থার ওপর নির্ভর করছে। আফগান প্রেসিডেন্ট গনি বাইডেনের সাথে বিদায়ী সাক্ষাৎ করেছেন! যারা বিদেশী সেনাদের সাথে এই দীর্ঘ সময় কাজ করেছে তারা এখন নিরাপত্তার অভাবজনিত 'জ্বরে ভুগছে'। তালেবানরা যদি বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ তোলে তাহলে কি অবস্থার সৃষ্টি হবে তা শুধু কল্পনা করা যায়। যুক্তরাজ্য তিন হাজার আফগানকে সে দেশে নিয়ে যাবে। বাইডেন প্রশাসন আরো কিছু দেশ খুঁজছে যাতে আফগান সহযোগীদের সেখানে সরিয়ে নেয়া যায়। তালেবানরা সংশ্লিষ্ট সবাইকে হুঁশিয়ার করেছে, যেকোনো সময় তারা রাজধানী কাবুল দখল করতে পারে। বাইডেন প্রশাসন হুঁশিয়ারি দিয়েছে যদি কাবুল দখল করা হয় তবে ওয়াশিংটন সেটি মেনে নেবে না এবং পুরো সেনা প্রত্যাহার বিঘ্নিত হবে।

সেনা প্রত্যাহারে আফগানিস্তানে ক্ষমতার শূন্যতা আঞ্চলিক অশান্তির যেমন জন্ম দিতে পারে, তেমনি পাকিস্তানের জন্য অনেক সম্ভাবনার দুয়ারও খুলে যেতে পারে। সঠিক পরিকল্পনা পুরো অঞ্চলে অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির সোনালি প্রভাত-আলোতে ঝকমকে হতে পারে। বাইডেনের কাছে পুরনো পাকিস্তান আর নেই। অর্থের বিনিময়ে বিমানঘাঁটি দিলে সেটি আফগানিস্তান, ইরান ও লাদাখ সীমান্তে চীনের বিরুদ্ধেও ব্যবহৃত হতে পারে। ওই পরিস্থিতি ইমরান সরকারের আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে, ইমরান খান সেটি বুঝতে পেরেছেন। কাবুলের সাথে কাশ্মিরেও তিনি শান্তি চান। শান্তির জন্য সঠিক উদ্যোগ চাই। প্রেসিডেন্ট বাইডেনের মতোই ইমরান খান মনে করেন, আঞ্চলিক শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগের এখন শুভলগ্ন।

লেখক: অবসরপ্রাপ্ত যুগ্ম সচিব ও গ্রন্থকার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঠিক থাকলেই ঠিক পথে বাংলাদেশ

মোস্তফা মামুন

আগেও কোথাও কোথাও লিখেছি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে ওঠার সময় একটা ইন্টারভিউ দিতে হয়েছিল। এক পাতি ছাত্রনেতার কাছে। সংলাপগুলো এ রকম,

'এই প্যান্টে চলবে না। জিন্সের প্যান্ট নেই?'

'আছে ভাই।'

'আর এই চুলেও হবে না।'

'চুলে কী সমস্যা ভাই?'

'এই তেল দেওয়া আঁচড়ানো চুল বদলাতে হবে। দুটি স্টাইল আছে। একটি হচ্ছে সাইড পাতলা, আর্মি স্টাইল। আরেকটি লম্বা চুল, পাংকু স্টাইল।'

'পাংকুটা পারব না, আর্মি স্টাইলই ভালো।'

'আর এভাবে দাঁড়ালে হবে না। বুক থাকতে হবে ফোলা।'

'বুক ফুলাব।'

কাজেই জিন্সের প্যান্ট চাপিয়ে, চুল যথাসাধ্য আর্মি স্টাইল বানিয়ে, বুক ফুলিয়ে এক সন্ধ্যায় হলে উঠে পড়লাম। কিছুক্ষণ পর ঠিক আমারই মতো জিন্স-চুল-বুকের শর্ত মানা আরেকজন এসে হাজির। তাতেও সমস্যা ছিল না। হলের সিঙ্গল সিটে প্রথম বর্ষে দুজন করে থাকতে হয় তা তখন ভালোমতো জানি। সমস্যা দেখা দিল যখন তৃতীয় আরেকজন এসে অবাক হয়ে আমাদের দুজনকে অবাক চোখে দেখতে থাকল। আমরাও তাকে দেখতে থাকলাম। দেখাদেখি শেষে জানা গেল, এটা তারই সিট। প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক গ্রুপ এখানে দুজনকে তুলে দিয়েছে।

সেই ছাত্রটির মধ্যে ভালোমানুষি লক্ষ করে আমাদের একটু বাধোবাধো লাগল। বললাম, 'আপনি প্রতিবাদ করেন।'

'আরে আমাকে অত বোকা ভেবেছ?'

'মানে...'

'ওরা তো সেটাই চাইছে। আমি প্রতিবাদ করি আর আমাকে মার দেয়। আর মার মানে বোঝো তো...ওদের হাতে জিনিসপত্র আছে প্রচুর।'

জিনিসপত্র মানে পিস্তল-বন্দুক। কাজেই সেই বড় ভাইটি কোনো ঝামেলায় না গিয়ে আত্মসমর্পণ করে নিজের বালিশটা সঙ্গে নিয়ে আত্মগোপনে চলে গেলেন। আমরা রয়ে গেলাম। আর বীরবিক্রমে মিছিল-মিটিং করে সিট ধরে রাখলাম।

এই হলো সাধারণভাবে হলে ওঠার প্রক্রিয়া। প্রভোস্ট আছেন, হাউস টিউটর, হল ছাত্র সংসদ কত কী! কিন্তু প্রথম দিনেই বুঝে গেলাম এরা সব কেতাবের গরু। বাস্তবে অস্ত্রধারী ক্যাডাররাই হলের মালিক। এদেরই শাসন মেনে চলে হল প্রশাসন নিধিরাম হয়ে (বাকি অংশ ১৪ পাতায়)

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন

$২১ প্রতি ঘন্টা

নিউইয়র্ক ষ্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

আজই যোগাযোগ করুন:

গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮

Corporate Office
37-05 74st, 2nd Fl
Jackson Heights, NY 11372
917-744-7308, 718-457-0813

Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11731
718-406-5549

Bronx Office
2148 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-744-7308, 718-457-0813

Ozone Park Office
175 B Forbell Street
Brooklyn, NY 11208
Tel: 917-744-7308

Buffalo Office
642 Walden Avenue
Buffalo, NY 14211
Tel: 347-837-1162

সাম্রাজ্যবাদ : সবচেয়ে বেশি ‘আর্থিক রক্ত’ ঝরেছে বাংলায়



অমর্ত্য সেন

গত শতকের ত্রিশের দশকে বার্মায় শৈশব কাটানোর সময় মা ও বাবা আমাকে বাহাদুর শাহ জাফরের সমাধি দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন, রেঙ্গুনের বিখ্যাত সোয়েডাগন মন্দিরের কাছেই। সমাধিতে টিনে মোড়ানো গতানুগতিক পাথরের স্থাবের বাইরে আর কিছু যোগ করতে দেওয়া হয়নি। মনে পড়ে, বাবার সঙ্গে আলোচনা করছিলাম- শেষ মোগল সম্রাটের দেহাবশেষের স্মৃতিজাগানিয়া শক্তির ব্যাপারে ভারত ও বার্মার ব্রিটিশ শাসকরা দৃশ্যতই সন্ত্রস্ত ছিল। সমাধিফলকে শুধু এটা লেখা ছিলও বাহাদুর শাহ ছিলেন দিল্লির সাবেক রাজা। সেখানে ‘সম্রাট’ শব্দটি পর্যন্ত ছিল না! অনেক পরে, নব্বইয়ের দশকে এসে সমাধিক্ষেত্রে আরও কিছু যোগ করা হয়, যা মোটামুটি ভদ্রস্থভাবে শেষ মোগল সম্রাটের সম্মান প্রদর্শনের কাছাকাছি যেতে পারে।

ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশরাজ প্রতিষ্ঠা না হলে মোগলদের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় উত্তরসূরি হতে পারত সম্ভবত বোম্বে এলাকায় নতুন করে মাথা তোলা হিন্দু মারাঠা শক্তিগুলো। তারা নিয়মিত বিরতিতে মোগল রাজধানী দিল্লিতে হানা এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে আগ্রাসনের মহড়া দিত। ১৭৪২ সালেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কলকাতার সীমান্ত এলাকায় বিস্তৃত এলাকাজুড়ে ‘মারাঠা পরিখা’ খনন করেছিল, যাতে মারাঠা ঘোড়সওয়ারদের বিদ্যুৎ গতির হানা শ্লথ করে দেওয়া যায়। তারা ঘোড়ার পিঠে করেই দ্রুতগতিতে হাজার মাইল পাড়ি দিতে পারত। কিন্তু মারাঠারা তখন পর্যন্ত এমন অবস্থান থেকে যথেষ্ট দূরে ছিল যে, ভারতব্যাপী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে পারবে।

অন্যদিকে, ব্রিটিশরা উপমহাদেশের বড় অংশজুড়ে প্রভাবশালী শক্তি হিসেবে আবির্ভূত না হওয়া পর্যন্ত সন্তুষ্ট ছিল না। এ ক্ষেত্রে তারা অখন্ড ভারতের জন্য বিদেশ থেকে কোনো নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আসেনি। তারা বরং পূর্ববর্তী দেশীয় সাম্রাজ্যেরই উত্তরসূরি হিসেবে ভূমিকা পালন করেছে। পলাশীর যুদ্ধের পরপরই কলকাতার ঘাঁটি থেকে ব্রিটিশ শাসন ভারতের বাকি অংশে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শক্তি ভারতজুড়ে সম্প্রসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা হয়ে ওঠে নতুন উদ্ভূত সাম্রাজ্যের রাজধানী। আঠারো শতকের মাঝামাঝি থেকে ১৯১১ সালে রাজধানী দিল্লিতে স্থানান্তর হওয়া পর্যন্ত কলকাতার এই অবস্থান অব্যাহত ছিল। কলকাতা থেকেই ভারতের অন্যান্য অংশ দখলের পরিকল্পনা ও নির্দেশনা যেত। ঔপনিবেশিক সম্প্রসারণ চলাকালে বাংলায় পরিচালিত ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে যে আয় হতো, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তার একটি বড় অংশ ব্যয় করত ভারতের অন্যান্য অংশে যুদ্ধ পরিচালনায়। যাকে বলা হতো ‘বাংলার আর্থিক রক্তপাত’, সেটা পলাশীর যুদ্ধের পরপরই শুরু হয়েছিল। বাংলার নবাবরা যেহেতু তাদের নিয়ন্ত্রণে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভূমিকর ছাড়াও বিত্তশালী বঙ্গীয় অর্থনীতিতে শুল্কমুক্ত বাণিজ্য থেকেও মোটা অঙ্কের আয় করত। এর বাইরে তথাকথিত ‘নজরানা’ তো ছিলই, যা কোম্পানির লোকজন স্থানীয় ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে নিয়মিত আদায় করত।

ইতিহাসবিদ উইলিয়াম ডার্লিমপলের পর্যবেক্ষণ, ‘অর্থনৈতিক তথ্য-উপাত্তই কথা বলে। সতেরো শতকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন গঠিত হয়, ব্রিটেন বৈশ্বিক জিডিপির ১ দশমিক ৮ শতাংশ উৎপাদন করত। তখন ভারত উৎপাদন করত বৈশ্বিক জিডিপির ২২ দশমিক ৫ শতাংশ। ভারতে ব্রিটিশ শাসন যখন তুঙ্গে, জিডিপির হার কমবেশি বিপরীত হয়ে



গিয়েছিল। বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় উৎপাদক থেকে ভারতীয়রা পরিণত হয়েছিল দুর্ভিক্ষ ও বঞ্চিতের প্রতীক হিসেবে।’

বঙ্গের আর্থিক রক্তপাত থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মকর্তারা যে লুণ্ঠন চালাত, তাতে ব্যাপকমাত্রায় ভাগ বসাত ব্রিটেনের রাজনৈতিক ও ব্যবসায়ী নেতৃত্ব। পলাশীর যুদ্ধের পর ব্রিটিশ আইনসভার এক-চতুর্থাংশ ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সুবিধা এভাবে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর গহিন অন্দরে গিয়ে পৌঁছাত।

এই ডাকাত-শাসকব্যবস্থা শেষ পর্যন্ত যেদিকে যায়, তা হলো ধ্রুপদি উপনিবেশবাদ। আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার স্বীকৃতি এবং যুক্তিসংগত সামান্য সুশাসন। কিন্তু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আগেই রাষ্ট্রক্ষমতার যে অপব্যবহার করেছে, সেটা বাংলার অর্থনীতিকে ব্যাপক চাপের মুখে ফেলে। মানচিত্রবিদ জন থর্টন ১৭০৩ সালে প্রকাশিত তার বিখ্যাত মানচিত্রে যে অঞ্চলটিকে ‘দ্য রিচ কিংডম অব বেঙ্গল’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন, সে অঞ্চল ১৭৬৯-৭০ সালে এক ব্যাপক দুর্ভিক্ষের মুখোমুখি হয়। সমসাময়িক হিসাবে দেখা যায়, এতে বাংলার এক-তৃতীয়াংশ জনগণ প্রাণ হারায়। এটা নিশ্চিতভাবেই বাড়িয়ে দেখানো হিসাব। কিন্তু এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই, যে অঞ্চলে আগের দীর্ঘ সময় ধরে কোনো দুর্ভিক্ষ দেখেছি, সেখানকার জন্য অনাহার ও ক্ষুধায় মৃত্যু ছিল এক বিরাট বিপর্যয়।

এ দুর্যোগের অন্তত দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ছিল। প্রথমত, ভারতে গোড়ার দিককার ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার বৈষম্য খোদ ব্রিটেনেই উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক সমালোচনার বিষয় হয়ে ওঠে। অ্যাডাম স্মিথ তার ‘দ্য ওয়েলথ অব নেশনস’ বইয়ে মোটাদাগে লেখেন যে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ‘তার আওতাধীন এলাকা শাসনে সম্পূর্ণ অযোগ্য’। এডমুন্ড বার্কের মতো আরও অনেক ব্রিটিশ ব্যক্তিত্ব একই সমালোচনা শুরু করেন। দ্বিতীয়ত, বাংলায় অর্থনৈতিক পরিস্থিতির অবনতি পরিণামে কোম্পানির ব্যবসাতেও আঘাত হানে। এতে করে ব্রিটিশ বিনিয়োগকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং লন্ডনে অবস্থিত ক্ষমতাচক্রগুলোকে ভারত শাসনব্যবস্থায় পরিবর্তনের কথা ভাবায়। কোম্পানির বদলে নিয়মিত রাষ্ট্রপরিচালিত ব্যবসাব্যবস্থা।

আঠারো শতকের শেষদিকে তথাকথিত ‘পলাশী-পরবর্তী পাল্টা’, যা দিয়ে ব্রিটিশ শক্তির ভারত শাসন শুরু হয়েছিল, সেটা ঔপনিবেশিক প্রজাস্বত্বের দিকে অগ্রসর হয়। সেখান থেকে দ্রুতই ‘ইমপেরিয়াল স্ট্যান্ডার্ড’ প্রতিষ্ঠা হয় এবং পরবর্তী দেড় শতাব্দীজুড়ে উপমহাদেশের মানুষ এর সঙ্গে ক্রমবর্ধমান হারে পরিচিত হতে থাকে।

ব্রিটিশ ভারতে আঠারো শতকের শেষভাগ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত দীর্ঘসময় স্থায়ী ‘ধ্রুপদি সাম্রাজ্যবাদ’ কতটা সফল ছিল? ব্রিটিশরা অনেক অর্জন দাবি করে- গণতন্ত্র, আইনের শাসন, রেলওয়ে, জয়েন্ট স্টক কোম্পানি ও ক্রিকেট। কিন্তু ক্রিকেট ছাড়া বাকি বিষয়গুলোতে তত্ত্ব ও চর্চার মধ্যে বিরাট ফাঁক থেকে গেছে। স্বাধীনতা-পূর্ব হিসাব একত্র করলে এটা সহজেই দেখা যায় যে, অর্জনের বাগাড়ম্বর থেকে প্রকৃত অর্জন কতটা পিছিয়ে। এই বাস্তবতা থেকে আমরা দৃষ্টি ফেরাতে পারি না যে, ব্রিটিশ শাসনের অবসানের সময় ভারতের গড় আয়ু ৩২ বছরের বেশি ছিল না।

শাসিত দেশের জন্য মৌলিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে ঔপনিবেশিক শাসনামলে যে দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করা হতো, তাতেই অনেক কিছু প্রতিফলিত হয়। শাসক ও শাসিতের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে ছিল ব্যাপক বৈষম্য। উনিশ শতকের ব্রিটিশ সরকার তার জনগণের জন্য সর্বজনীন সাক্ষরতা অর্জনে ক্রমেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠেছিল। বিপরীতে ভারতে ওই সময় সাক্ষরতার হার ছিল খুবই নিম্ন। ব্রিটিশ শাসনের যখন ইতি ঘটে, ভারতে বয়স্ক শিক্ষার গড় হার ছিল বড়জোর ১৫ শতাংশ। ওই সময় যে দুটি অঞ্চলে শিক্ষার হার ছিল অপেক্ষাকৃত বেশি-ট্রাভেঙ্কোর ও কোচিন- সেই দুইদেশীয় রাজ্য ছিল আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাইরে।

দুই শতকের ঔপনিবেশিক শাসন ছিল অর্থনীতির জন্যও ব্যাপক স্থবিরতার কাল, মাথাপিছু মোট জাতীয় উৎপাদন সামান্যই বেড়েছে। ব্রিটিশরা চলে যাওয়ার পর নতুন মুক্তি পাওয়া সংবাদমাধ্যমে এই হতাশাজনক চিত্র নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা হতো। স্বীকার করতে হবে যে, সংবাদমাধ্যমের এই সংস্কৃতি ব্রিটিশ নাগরিক সমাজেরই উত্তরাধিকার। যদিও ভারতের সংবাদমাধ্যমের ব্রিটিশ শাসনামলে মুখ চেপে রাখা হতো। যেমন ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের সময় সাম্রাজ্যবাদী শাসনের সমালোচনা করা যেত না।

ব্রিটিশরা দাবি করে থাকে যে, ভারতের মতো ‘নির্ভরশীল’ দেশগুলো থেকে ঔপনিবেশিক শাসন দুর্ভিক্ষ দূর করেছে। বাস্তবে ভারতে ব্রিটিশ শাসন শুরু হয়েছিল ১৭৬৯-৭০ সালে দুর্ভিক্ষ দিয়ে এবং পরবর্তী দুই শতকে ভারতের নানা অঞ্চলে নিয়মিত দুর্ভিক্ষ হতো। শুধু তাই নয়, ব্রিটিশ শাসনের অবসানও ঘটেছিল ১৯৪৩ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের মধ্য দিয়ে। অন্যদিকে, ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশরা চলে যাওয়ার পর থেকে স্বাধীন ভারতে কোনো দুর্ভিক্ষ হয়নি।

মজার ব্যাপার হলো, যেসব প্রতিষ্ঠান স্বাধীন ভারত থেকে দুর্ভিক্ষ দূর করেছে- গণতন্ত্র ও স্বাধীন সংবাদমাধ্যম; সেগুলো এসেছিল ব্রিটেন থেকেই। এসব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের সম্পর্ক বোঝা খুবই সহজ। দুর্ভিক্ষ দেখা দেওয়ার আশঙ্কা থাকলেই মুক্ত সংবাদমাধ্যম তা তুলে ধরতে পারে। আর গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় কোনো সরকারই তেমন পরিস্থিতি অগ্রাহ্য করতে পারবে না, অন্তত পরেরবার ভোট পাওয়ার স্বার্থে হলেও।

ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বিপক্ষে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৪১ সালে শক্তিশালী যুক্তি তুলে ধরেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, ব্রিটেনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ভারত অনেক কিছুই অর্জন করেছে। যেমন শেকসপিয়রের নাটক, বায়রনের কবিতাকেন্দ্রিক আলোচনা। আরও বড় বিষয়, উনিশ শতকের ইংরেজ রাজনীতির বৃহৎ-হৃদয় উদারতাবাদ। কিন্তু ট্র্যাজেডি হচ্ছে, এগুলো তাদের নিজেদের সভ্যতার জন্য সত্যিকার অর্থে উত্তম। এর মধ্য দিয়ে মানুষে মানুষে সম্পর্কের মর্যাদা সমুন্নত থাকে। কিন্তু ব্রিটিশ শাসিত ভারতে এসবের কোনোই স্থান নেই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই পর্যবেক্ষণ সত্য। সত্যিই তো, নিজেদের সাম্রাজ্য হুমকির মুখে না ফেলে ব্রিটিশরা তাদের ভারতীয় প্রজাদের এসব স্বাধীনতা দিতে পারত?

ব্রিটেন ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভূমিকার পার্থক্যে কোনো অস্পষ্টতা থাকার কথা নয়। ভারতীয় উপমহাদেশজুড়ে ইউনিয়ন জ্যাক নামিয়ে ফেলার পর এ ব্যাপারে আমরা আরও গভীরভাবে সচেতন।

লেখক: নোবেল বিজয়ী বাঙালী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের প্রকাশিতব্য গ্রন্থ ‘হোম ইন দ্য ওয়ার্ল্ড : আ মেমোয়্যার’ থেকে সংকলিত। দ্য গার্ডিয়ান থেকে অংশবিশেষ ভাষান্তর শেখ রোকন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঠিক থাকলেই ঠিক পথে বাংলাদেশ

(১২ পাতার পর)

বসে। সেই নিধিরামরা স্যুটটুট পরে ঘুরে বেড়ান আর ক্ষমতাসীন দলের নানা রকম তেলবাজি করে আত্মরক্ষা করে চলেন।

হলে ওঠার কিছুদিন পরই দেখলাম দুই-তিন ব্যাচ সিনিয়র একজন প্রতিদিন সন্ধ্যায় কোথায় যেন সেজেগুজে যান। সেই সময় কোনো ছাত্রের সেজেগুজে সন্ধ্যায় বের হওয়া মানেই প্রেমে পড়ার ব্যাপার। খোঁচানোর জন্য এর চেয়ে আদর্শ কোনো বিষয় হয় না। কাজেই সহপাঠীরা ধরল তাঁকে। চলুন, শুনে আসা যাক সেই সংলাপগুলো–

‘প্রতি সন্ধ্যায় কোথায় যাওয়া হয়? আমরা কী বুঝতে পারি না!’

‘না, তোমরা যা ভাবছ বিষয়টা সে রকম নয়।’

‘তাহলে কী রকম?’

‘আমি যাই অমুকের বাসায় (যিনি তখনকার আমলের প্রখ্যাত একজন রাজনৈতিক নেতা)।’

‘প্রতি সন্ধ্যায় যাওয়ার দরকার কী? রাজনীতিতে তো তোমার আগ্রহ দেখি না।’

‘না, না, রাজনীতি করব না তো?’

তাহলে! চিন্তায় পড়ে গেলাম। এবং বিস্মিত হয়ে জানলাম, তাঁর লক্ষ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়া। তার জন্য শুধু ভালো রেজাল্ট করলেই হবে না, রাজনৈতিক ছায়া দরকার। ছায়ার সন্ধানে সন্ধ্যা কাটে নেতার বাসায়।

তিনি জীবনে সফল হয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হয়েছেন। এত দূর পৌঁছেছেন যে এখন আর যোগাযোগের মধ্যেই নেই।

এবার তৃতীয় গল্প। ২০০১ সালে নির্বাচনের সময়কার। সারা দেশে নির্বাচন যেমনই হোক বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রগুলোর নির্বাচন হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মে। সর্বশেষ আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় ছিল, সেই সূত্রে হলগুলোতে ছাত্রলীগেরই আধিপত্য। ভোটকেন্দ্রেও তাই। ওরাই নৌকার ব্যাজ লাগিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হলের অনুপস্থিত ছাত্রদের ভোট নিজেরাই দিচ্ছে বা দেওয়াচ্ছে। সন্ধ্যার মধ্যে ফল আসা শুরু হতেই বোঝা গেল আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় ফিরছে না। সত্যি বললে এত বড় ভরাডুবি ছিল বিস্ময়ের বিষয়; কিন্তু তার চেয়েও বিস্ময়ের বিষয় রাতের মধ্যেই দেখি হলগুলোতে ‘স্বাধীনতার ঘোষক জিয়া লও লও লও সালাম’, ‘নেত্রী মোদের খালেদা জিয়া’ স্লোগান। ঘটনা কী! ছাত্রলীগও এভাবে দখল করেই হলে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছিল; কিন্তু তা-ও তো আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার এক-দেড় বছর পর।

দেখতে গিয়ে নিজের চোখকে বিশ্বাস করাও কঠিন ছিল। এই দুপুরেও যারা নৌকার ব্যাজ লাগিয়ে ভোট দিয়েছে, ওরাই সব এখন জিয়ার সৈনিক। ছাত্রলীগ বা আওয়ামী লীগের ছবি ভাঙচুর করছে। কৌতূহলী একজন বলল, ‘তোমরা? তোমরা না সব ছাত্রলীগ ছিলে?’

‘ছিলাম। এখন আর নেই।’

‘তাই বলে ছবি ভাঙচুর করবে? এর তো দরকার নেই।’

‘আছে। এত দিন ভুল করেছি। পাপ মোচন করতে হবে না!’

মানে, ক্ষমতার পালাবদলের পরই ছাত্রদল ক্যাম্পাস দখলে আসবে ভেবে নিজেরাই দল বদলে ছাত্রদল হয়ে গেছে। এই নিয়ে নিজেদের বৈঠকে কিছু দ্বিমত তৈরি হয়েছিল। যারা রাজি হয়নি ওদের এক কাপড়ে হল থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। এবং এর মধ্য দিয়ে ক্যাম্পাসে সম্ভবত ছাত্ররাজনীতির পতনের শেষ পেরেকটি পড়ে। এর আগ পর্যন্ত বিষয়টা ছিল এ রকম যে সরকারে যে-ই থাকুক ক্যাম্পাস বা ছাত্ররাজনীতি চলবে তার নিয়মে। ব্যত্যয় ঘটে বিএনপি ১৯৯১ সালে ক্ষমতায় আসার পর। কিন্তু আগে থেকেই ক্যাম্পাস তাদের দখলে থাকায় সেটাকে খারাপ দেখায়নি। আওয়ামী লীগ ১৯৯৬ সালে এসেও অনেক দিন সময় নিয়েছে ক্যাম্পাসে আধিপত্য প্রতিষ্ঠায়। তা-ও কত কাঠখড় পুড়িয়ে। এবার প্রথম রাতেই। ছাত্ররাজনীতি মানে যে সরকারের সঙ্গে লড়াই, ক্ষমতার বিপরীতে দাঁড়িয়ে অধিকার আদায়ের সংগ্রাম– সেই ছবিটা সেই রাতে মুছে গেল পুরোপুরি।

তিনটি গল্প শোনালাম এটা বোঝার জন্য যে এখানে হলে চলে অস্ত্রবাজদের দৌরাত্ম্য, নেতার বাসায় লাইন দিয়ে হতে হয় শিক্ষক এবং ছাত্ররাজনীতি চলে সরকারের নিয়মে। তখনো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শেষ হয়ে যায়নি, তবু এসব ছবি দেখে মনে হচ্ছিল পতনের যে পথে চলছে তাতে একদিন আসবে যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মনে হবে সোনালি অতীত, বিব্রতকর বর্তমান এবং অন্ধকার ভবিষ্যৎ। শতবর্ষের আয়োজনে আবহসংগীত হিসেবে এই কথাগুলো ব্যবহার করলেই বোধ হয় সঠিক সুর বাজানো হবে।

আর তখনই মনটা এত খারাপ হয়! মনে পড়ে, এত কটুকথা বলছি যে দেশে বসে, যে সমাজে দাঁড়িয়ে, সেটা তো এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েরই তৈরি করে দেওয়া। যে যত কথাই বলুক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় না থাকলে বাংলাদেশ এত দ্রুত বাংলাদেশ হয় না। তৈরি হয় না এই বাংলার মানুষের প্রগতির বোধ, সভ্যতার চিন্তা, মর্যাদার অধিকার। পাকিস্তান হওয়ার পর বাঙালির যত রকমের অধিকার আন্দোলন তার প্রতিটিরই কেন্দ্রবিন্দু ছিল এই বিশ্ববিদ্যালয়। বাংলাদেশের ইতিহাস লিখতে যান, নানাজন নানাভাবে লিখবে; কিন্তু খেয়াল করলে দেখবেন কোনোটা থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাদ পড়ছে না। স্বাধীনতার কথাও প্রথম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাই বলেছে। স্বাধীনতার পতাকাও তারাই উড়িয়েছে। এসব চর্চিত বিষয় বলে খুব না যাই; কিন্তু আমাদের এই বাংলার যে বাঙালি মানস সেটাও তো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েরই তৈরি করে দেওয়া। সামন্ত প্রভু এবং প্রজাভিত্তিক যে মুসলমান সমাজ, সেখানে মধ্যবিত্তের উন্মেষই তো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিয়ে। কৃষক-শ্রমিকের ছেলে এই বিশ্ববিদ্যালয়েই পেয়েছে মর্যাদা আর পরিচয়ের জায়গা। তাদের প্রভাবে যে শ্রেণি তৈরি হয়েছিল এরাই আসলে বাংলাদেশ। সত্যি বললে আজকের দেশের যে রুচি আর চিন্তার মানস, সেটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিভাবকত্বেই তৈরি। এটা জীবন বদলানোর ঠিকানা দেখায়, সাংস্কৃতিক রূপরেখা শেখায়, প্রগতি-প্রতিবাদের বোধ জাগায়; এমনকি আজও, সাধারণ পরিবারের সাধারণ সন্তানের জীবন বদলের স্বপ্ন ঘুরপাক খায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘিরে। প্রায় বিনা মূল্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ের শিক্ষা পেয়ে যাওয়ার সুযোগ পৃথিবীর আর কোথাও এমন অবারিত নয়, যখন কাছাকাছি মাপের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে লাখ লাখ টাকা গুনতে হয়। পতিত সময়েও সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে আপস করতে রাজি নয় এই বিশ্ববিদ্যালয়, যখন অন্য অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের পোয়াবারো।

আর তখনই ক্ষীণ আশা দেখি। সোনালি কাঠামোটা তো আছেই। দরকার তাতে আধুনিক চিন্তার প্রয়োজনীয় প্রলেপ। হয়তো পরিবর্তিত বাস্তবতায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যালেঞ্জ আছে, হয়তো বদলানো সমাজে সেই প্রতিবাদী-প্রতিরোধী চরিত্রের চাহিদা নেই; কিন্তু যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পরিচর্যা করলে এখনো অনেক কিছুই সম্ভব।

শুধু ভাবুন, এখানে একসঙ্গে আছে দেশের সেরা ৩৫-৪০ হাজার তরুণ। শিক্ষায় আর চিন্তায় এদের পথে রাখুন। ব্যস, বাংলাদেশ ঠিক পথেই থাকবে। যেমন ভাষা আন্দোলনের সময় ছিল, যেমন স্বাধীনতার সময় ছিল, যেমন নব্বইয়ের দশকে ছিল।

লেখক: সাংবাদিক, কথাসাহিত্যিক

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন



STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MFPD
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

গ্রেটার বাফেলোর
বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ
অন্যান্য খবর জানতে
বাফেলোর প্রথম
এবং
একমাত্র
বাংলা সংবাদপত্র

বাফেলো বাংলা

পড়ুন

www.buffalobangla.com

Homeopathy & Herbal
হোমিওপ্যাথিক এন্ড হারবাল

ডাঃ এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA) Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ণ গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ধ্বজভঙ্গ * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিস্টাইটিস *স্বরভঙ্গ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *এ্যাটাক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

মহিলাদের:* অনিয়মিত ঋতুস্রাব * স্তনের টিউমার * চুল পড়া * শ্বেতপ্রদর বা লিউকোরিহিয়া * ডিম্বাশয়ের টিউমার (Ovarian Cyst) * Endometriosis, * জরায়ুর টিউমার (Uterus Tumors), * বন্ধ্যাত্ব * ঋতুস্রাবে বিলম্ব ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন ষ্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

37-15 73rd Street, Jackson heights, NY 11372.
Cell: 917-285-4804, Ph: 718-898-0939
www.vhvshop.com
Business Hours: Monday-Friday: 12:00PM-8:00PM, Saturday-Sunday: 12PM-5PM

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21

Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

জনপ্রতিনিধিদের ওপর আমলাদের প্রাধান্য যখন অনিবার্য



গোলাম মাওলা রনি

জনপ্রতিনিধি এবং আমলাদের দ্বন্দ্ব এ দেশে যে সময়ে শুরু হয়েছিল তখন অবশ্য বাংলা ভাষায় রাতের ভোট, ভোটচোর, ভোট ডাকাত, বিনাভোটের এমপি কিংবা অটোপাসের এমপি ইত্যাদি জঘন্য শব্দমালা সংযুক্ত হয়নি। তখনকার দিনে কোনো স্বল্পশিক্ষিত ব্যক্তিত্বহীন অথবা অযোগ্য প্রকৃতির জনপ্রতিনিধি যদি আমলাদের সামনে যেতেন তবে খুব কৌশলে তাদের তাচ্ছিল্য করা হতো। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই জনপ্রতিনিধিদের অপমান করা হতো না। কারণ প্রশিক্ষিত আমলাতন্ত্র জনপ্রতিনিধিদের মর্যাদা সম্পর্কে জানতেন– কিন্তু যখন দেখতেন মর্যাদার সঙ্গে যোগ্যতার মিল নেই তখন ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও ভক্তি প্রদর্শন করতে পারতেন না। কিন্তু যারা সত্যিকার অর্থে শিক্ষিত সজ্জন এবং অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ ছিলেন তারা আমলাদের কাছ থেকে এতটা সৌজন্য পেতেন যা তিনি অন্য কারো কাছে পাওয়া তো দূরের কথা আশাও করতেন না।

স্বাধীন বাংলাদেশে জনপ্রতিনিধিরা প্রথম ব্যাপক হারে আমলাতন্ত্র দ্বারা তুচ্ছতাচ্ছিল্যের শিকার হতে থাকেন এরশাদ জমানায়। ১৯৮৬ এবং ১৯৮৮ সালে জাতীয় পার্টির টিকিটে এমন কিছু অদ্ভুত মুখচ্ছবিযুক্ত নারী-পুরুষ এমপি-মন্ত্রী-উপজেলা চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান পদে অভিষিক্ত হন যাদের দেখে সুশিক্ষিত আমলারা তো বটেই সাধারণ জনগণও নানা রকম কানাঘুষা আরম্ভ করে দেন। ভোট জালিয়াতি, ব্যালটে এক রকম এবং রেজাল্ট শিটে অন্য রকম অথবা সার্কিট হাউজগুলোতে বসে তৎকালীন গোয়েন্দা কর্তাদের তালিকা অনুযায়ী প্রার্থীদের বিজয়ী ঘোষণা করার পর মনুষ্য সমাজে যে প্রতিক্রিয়া হতো তার কারণে তথাকথিত জনপ্রতিনিধিদের সম্পর্কে ভালো ধারণা পোষণ অসম্ভব ছিল না। শুধু কি তাই– ওই আমলাদের ওইসব লোকজন যারা জীবিত রয়েছেন তারা লজ্জায় নিজেদের আড়াল করে রাখেন এবং যারা মারা গেছেন তাদের আওলাদ-আওতাদরা ভুলেও নিজেদের পরলোকগত আত্মীয়ের তথাকথিত জনপ্রতিনিধির তকমাটি উচ্চারণ করতে সাহস পান না।

জাতীয় পার্টির মতো আওয়ামী লীগের বাকশালী চরিত্র এবং বাকশালী সরকারের অধীন যারা বাকশালী কায়দায় দলীয় পদ পেয়েছিল এবং জনপ্রতিনিধির তকমা হাসিল করেছিল তাদের আওলাদ-আওতাদরা সেই থেকে আজ অবধি সব কথা বললেও বাকশালী চরিত্র এবং পদ-পদবি সম্পর্কে কিছুই বলেন না। পাকিস্তান জমানার আইয়ুব শাহীর প্রভাবশালী বিডি মেম্বররা অথবা মুক্তিযুদ্ধকালীন সীমাহীন প্রভাবশালী রাজাকার-আলবদর-আলশামস সদস্যদের আওলাদরা তাদের পূর্বসূরিদের রাজনৈতিক পদ-পদবির কথা যে কিভাবে চেপে যান তা আমরা সবাই জানি।

আমরা যদি বিএনপি আয়োজিত ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারির নির্বাচন পর্যালোচনা করি তবে দেখব, সেই নির্বাচনে ৩০০ এমপি নির্বাচিত হয়েছিলেন, পরবর্তীতে ৩০ জন মহিলা এমপিও হয়েছিলেন যাদের নিয়ে ষষ্ঠ সংসদ বসেছিল এবং সেই সংসদে যে আইন পাস হয়েছিল সেই আইনের ওপর ভিত্তি করেই একই বছর ১২ জুন সপ্তম সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তো এখন যদি সেই ১৫ ফেব্রুয়ারীর নির্বাচনে যারা এমপি হয়েছিলেন তারা কোনো আমলা তো দূরের কথা– কোনো পাগল-ছাগলের কাছে গিয়ে বড়াই করে বলেন– আমরা সাবেক জনপ্রতিনিধি! আমাদের সম্মান করো, পাত্তা দাও, মান্য করো। তবে সেখানে প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটে যাবে। অর্থাৎ পাগলরা হাসতে হাসতে মরে যাবে এবং ছাগলরাও ম্যাঁ ম্যাঁ করতে করতে কাউয়া-মুরগি ও বকে পরিণত হবে!

আপনি যদি ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারীর নির্বাচন এবং ২০১৪ সালের দশম সংসদ নির্বাচন ও ২০১৮ সালের একাদশ সংসদ নির্বাচনের তুলনা করতে চান এবং বিএনপির সেই কলঙ্ক বড় নাকি বর্তমান জমানার কলঙ্ক বড় তাহলে সাধারণ মানুষকে জিজ্ঞাসা করা লাগবে না। আপনি প্রথমে পাবনার পাগলা গারদে আটক বদ্ধ উন্মাদ-উন্মাদিনীদের মতামত গ্রহণ করুন। তারপর হাইকোর্ট মাজার, মীরপুরের শাহ আলীর মাজার প্রভৃতি এলাকায় যেসব অর্ধউলঙ্গ অথবা পরিপূর্ণ জন্মদিনের পোশাক পরিহিত জটাধারী রয়েছে তাদের বক্তব্য রেকর্ড করুন। সব শেষে নিউ মার্কেটের মুরগি পট্টিতে যান। ওখানে সাত সকালে যারা মুরগির বর্জ্য পরিষ্কার করেন তাদের মন্তব্যগুলো লিখে নিন। এরপর আপনি কোনো বুদ্ধিজীবী, রাজনীতি বিশ্লেষক বা বিশেষজ্ঞের কাছে উল্লেখিত মতামতগুলোর বিষয়ে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করুন। দেখবেন– লোকটি বোবা-বধির, অন্ধ এবং অনুভূতিহীন হয়ে পড়েছেন।

আজকের নিবন্ধের শিরোনাম প্রসঙ্গে আলোচনার সুবিধার জন্য উল্লেখিত ভূমিকা টানতে হলো। এবার মূল প্রসঙ্গে যাচ্ছি। সাম্প্রতিক সময়ে কিছু কিছু মহল থেকে গাল ফুলিয়ে প্রচন্ড অভিমানের স্বরে এবং কণ্ঠে বিষণ্ণতার বিউগল বাজিয়ে এ কথা বলার চেষ্টা হচ্ছে যে, আমলারা জনপ্রতিনিধিদেরকে পাত্তা দিচ্ছেন না অথবা জনপ্রতিনিধিরা প্রজাতন্ত্রে কর্মরত আমলাদের কাছ থেকে সামান্যতম সম্মান তো পাচ্ছেনই না বরং উল্টো এমন সব তুচ্ছতাচ্ছিল্য এবং অবমাননাকর ঘটনার মুখোমুখি হচ্ছেন, যা ভাষায় প্রকাশ করা দুরূহ। অভিযোগকারীদের মতে এমন পরিস্থিতি চলতে থাকলে দেশের রাজনৈতির সঙ্কট দেখা দেবে। কোনো ভদ্রলোক রাজনীতিতে আসবেন না এবং দেশ পরিচালনায় রাজনীতিবিদের কোনো ভূমিকা থাকবে না।

আপনি যদি উপরিউক্ত অভিযোগ সম্পর্কে পর্যালোচনা করতে চান তবে অবশ্যই আপনাকে কতগুলো প্রশ্ন করতে হবে। আর সেগুলো হলো : দেশে এখন কিসের রাজনীতি এবং কার রাজনীতি চলছে? এই দেশে আপনি কাদের রাজনীতিবিদ বলবেন এবং কেন বলবেন? সর্বশেষ প্রশ্ন হলো, রাজনীতির হালআমলের রীতিনীতি এবং চলমান রাজনীতির বাই প্রোডাক্ট পোশাকধারী রাজনীতিবিদদের কেন আমলারা অথবা জনগণ পাত্তা দেবে? এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য আপনাকে লন্ডন-আমেরিকা যাওয়ার দরকার নেই। পদ্মা সেতুর জাজিরা পয়েন্ট, নির্বাচন কমিশন অফিস এবং সচিবালয়ের গেটের সামনে ঘণ্টাখানেক ঘুরলেই সব প্রশ্নের ফকফকা উত্তর পেয়ে যাবেন এবং তখনই আপনি বুঝে যাবেন যে, চলমান সময়ে জনপ্রতিনিধিদের ওপর আমলাদের প্রাধান্য কেন অনিবার্য হয়ে পড়েছে।

আপনি যদি আজকের নিবন্ধের উপরিউক্ত অংশটুকু পড়ার পর আমার প্রতি বিরক্ত বোধ করেন এবং বলে ফেলেন, আরে মিয়া, এই দুর্দিনে পকেটের পয়সা খরচ করে নয়া দিগন্ত পত্রিকা কিনলাম। চটকদার শিরোনাম দেখে আপনার লিখিত উপসম্পাদকীয় পড়তে আরম্ভ করলাম। কিন্তু আপনি নিজে কিছু না বলে সবকিছু আকার ইঙ্গিতে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বলার চেষ্টা করছেন। দেশে কঠোর লকডাউন চলছে, অনেকের ঘরে চাল নেই, ডাল নেই, পকেটে পয়সা নেই। তার ওপর রাস্তায় রাস্তায় পুলিশের টহল। গাড়ি ঘোড়া সব বন্ধ। বাইরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। অথচ জনপ্রতিনিধিরা কেন অপমানিত হচ্ছেন সেই প্রশ্নের উত্তর জানার জন্য আপনি একবার পাবনায় পাগলা গারদে যেতে বলছেন আবার হাইকোর্ট মাজার, মিরপুর মাজারের জটাধারী ভন্ড পাগল-পাগলীদের কাছে যেতে বলছেন! এটা কোনো কথা হলো! আপনার কথাবার্তা শুনে তো মনে হচ্ছে, আপনাকেই পাবনা পাঠানো উচিত!

আপনারা যারা উপরিউক্ত কথার পাশাপাশি চরম বিরক্ত হয়ে আমাকে ভোটচোর বা ভোট ডাকাতের বাচ্চা বলে গালি দেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন এবং এ কথাও বলার চেষ্টা করছেন যে, দাঁড়াও চান্দু! তোমারে বগলের মধ্যে পেয়ে নেই, এমন চাপ দিমু! তখন বুঝবা মাইনকার চিপা কারে বলে! ব্যাটা ফাজিল! যে লোক ভোট দিতে পারে নাই তার নিকট জনপ্রতিনিধির সম্মান বয়ান করতে এসেছিস। যে অগণিত মানুষ ভোট দিতে গিয়ে পোষা কুকুরদের কামড় খেয়েছে, জেলে গিয়েছে, ভোট দেয়া তো দূরের কথা ভোটকেন্দ্রের ধারে কাছে যেতে পারেনি অথচ এখন আবার তাদের নিয়ে মায়াকান্না করছ। আপনারা যারা এমন কথা বলার চেষ্টা করবেন তাদের আমি কাগজের বাঘ, তাসের ঘর এবং ব্যাটারিচালিত রিমোট কন্ট্রোল পুতুলের কাহিনী বলে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করব। পৃথিবীর কোনো সমাজেই কাগজের বাঘকে কেউ ভয় পায় না, নেহায়েত শিশুতোষ আনন্দের জন্য কাগজের বাঘ তৈরি করা হয়। আবার মাঝে মধ্যে কোনো কোনো শিল্পী বাহারি রংচং লাগিয়ে বিভিন্ন আকৃতির কাগজের বাঘ বানিয়ে দর্শকদের আনন্দ দেয়ার চেষ্টা করেন। কাগজের বাঘে প্রাণের সঞ্চার করা অসম্ভব। এই বাঘকে কেউ সমীহ করে না। বরং ছেলে বুড়ো-গুড়ো সুযোগ পেলেই কাগজের বাঘের কানগুলো মলে দেয়, লেজ ধরে টান দেয় এবং মাঝে মধ্যে ধাক্কা দিয়ে চিৎ করে ফেলে দেয়।

একইভাবে ব্যাটারিচালিত রিমোট কন্ট্রোল পুতুলও এক ধরনের খেলারসামগ্রী। শিশুতোষ আনন্দের জন্যই এগুলো তৈরি হয় এবং দুনিয়ার শত কোটি অবুঝ শিশুকে প্রবোধ দেয়ার জন্যই দেশে দেশে অজস্র পুতুল তৈরি করা হয়। শিশুরা এসব পুতুল নিয়ে খেলে-মাঝে মধ্যে পুতুলগুলোকে আছাড় মারে এবং রিমোট দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে প্রায়ই ব্যর্থ হয়ে বিভিন্ন ভারী জিনিসপত্রের সাথে পুতুলের সংঘর্ষ ঘটিয়ে যন্ত্রগুলোর হাত-পা-নাক-কান ভেঙে ফেলে। এর বাইরে পুতুলের ব্যাটারি শেষ হয়ে গেলে বা রিমোট নষ্ট হয়ে গেলে ওগুলোর কি অবস্থা হয়, তা আমরা কমবেশি জানি।

আমরা আজকের আলোচনার একদম প্রান্তসীমায় চলে এসেছি। এবার শিরোনাম প্রসঙ্গে সংক্ষেপে কিছু বলে প্রসঙ্গের ইতি টানব। দেশের প্রচলিত বিধিবিধান অনুসারে আমলাতন্ত্রের কোনো সাধ্য নেই জনপ্রতিনিধিদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য করার। একটি আধুনিক রাষ্ট্রের জন্য– আমলাতন্ত্রের বিকল্প নেই। উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে পরবর্তীতে প্রবল প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়ে শিক্ষিত সম্প্রদায় আমলাতন্ত্রে প্রবেশ করে। প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা এবং রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য ও বিশ্বস্ততা ছাড়া আমলাতন্ত্রে টিকে থাকা অসম্ভব। ফলে রাষ্ট্রের যেকোনো শ্রেণিপেশার চেয়ে আমলাতন্ত্রের রয়েছে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য; যার কারণে তারা কখনো কারো আনুগত্য করে অথবা অন্যকে নিজেদের আনুগত্যের বেড়াজালে আবদ্ধ করে ফেলে।

আমাদের সংবিধান এবং অন্যান্য লিখিত-অলিখিত বিধিবিধান মতে, আমলা এবং জনপ্রতিনিধিদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সুনির্দিষ্ট করা আছে। সুতরাং নীতি-নৈতিকতা, আইন-কানুন এবং প্রথামতে কেউ কাউকে তাচ্ছিল্য করার সুযোগ নেই। কিন্তু যেখানে আইনের ব্যত্যয় ঘটে, নীতি-নৈতিকতার কবর রচনা হয় এবং অবৈধ ও অন্যায়ভাবে কোনো পদ-পদবি সৃষ্টি হয় তখন সেই সব পদ-পদবিধারীরা সব সময়ই অপমান-লাঞ্ছনা বা গঞ্জনার শিকার হন। দ্বিতীয়ত, যিনি নির্মাণ করেন তিনি সবসময়ই নির্মিত বস্তুর ওপর কর্তৃত্ব করেন। প্রকৃতির এই চিরন্তন সত্যকে অস্বীকার করার সাধ্য কোনো জীবের পক্ষেই সম্ভব নয়। সুতরাং যারা সম্মান দাবি করছেন বা নিজেদের জনপ্রতিনিধি বলে প্রচার করছেন তারা আল্লাহর ওয়াস্তে একটু বুকে হাত দিয়ে বলুন তো তারা কিভাবে জনপ্রতিনিধি হয়েছেন, কে তাদেরকে জনপ্রতিনিধি বানিয়েছে এবং কেন তাদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য বা অপমান করা হচ্ছে।

আমরা যদি বিএনপি আয়োজিত ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারির নির্বাচন পর্যালোচনা করি তবে দেখব, সেই নির্বাচনে ৩০০ এমপি নির্বাচিত হয়েছিলেন, পরবর্তীতে ৩০ জন মহিলা এমপিও হয়েছিলেন যাদের নিয়ে ষষ্ঠ সংসদ বসেছিল এবং সেই সংসদে যে আইন পাস হয়েছিল সেই আইনের ওপর ভিত্তি করেই একই বছর ১২ জুন সপ্তম সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : মাটি ও মানুষের পক্ষে কথা বলে

সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা ২৫ বছরে The Weekly Bangla Patrika

কাওসার চৌধুরী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলাম ১৯৭৮ সালে। আমি ছিলাম ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের ছাত্র। বিষয় হিসেবে নাট্যকলা কিংবা চলচ্চিত্র তখনও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের খাতায় স্থান পায়নি। তাই 'মনের মতো পড়াশোনা' বলতে যা বুঝি, সেটা আমার হয়ে ওঠেনি। পড়াশোনা কতখানি করেছি তা কলা ভবন, টিএসসি আর সূর্য সেন হলই জানে ভালো! তবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে 'মনের মতো পড়াশোনা' করতে না পারলেও সংস্কৃতি চর্চা কিন্তু করেছি 'মনের মতো' করে। সময়টা ছিল সামরিক শাসকের আমল! পঁচাত্তর-পরবর্তী সময়ে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ম্যানিপুলেট করে বাঙালির ইতিহাস-ঐতিহ্যের চাকাকে যখন উল্টোপথে ঘুরিয়ে দিয়েছিল, সেই বৈরী সময়ে আমরা এই জনপদের মাটি ও মানুষের কথা বলেছি আমাদের সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড দিয়ে- এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার এক বছরের মাথায় আমি হলে সিট পেয়ে গিয়েছিলাম। সেই সময়ের বাস্তবতায় এটা ছিল এক অসম্ভব ব্যাপার। সিট অবশ্য পেয়েছিলাম 'কালচারাল কোটায়'। বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস শুরু হতে না হতেই আমি সূর্য সেন হল থেকে টিভি বিতর্কে (বাংলাদেশ টেলিভিশনে) অংশ নিয়ে সেদিনের প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ বক্তার গৌরব অর্জন করি। ১৯৭৯-৮০ সালের ডাকসু আন্তঃহল নাট্য প্রতিযোগিতায় সূর্য সেন হলের নাটকে অভিনয় করে পুরো প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ অভিনেতার স্থানটি পেয়েছিলাম। নাটকের নাম ছিল 'ফণী মনসা'। নাটকটি লিখেছিলেন আমাদের হলের তখনকার ছাত্র সাজেদুল আউয়াল শামীম (কিছুদিন আগে করোনায় প্রয়াত)। এখানে একটু নিজের ঢোল নিজেই পিটিয়ে রাখি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০০ বছরের ইতিহাসে আমিই কিন্তু প্রথম সৌভাগ্যবান ছাত্র, যার পক্ষে 'ডাকসু সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা' আর 'ডাকসু সাহিত্য প্রতিযোগিতা' এ দুই বিভাগেই 'ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়নশিপ' অর্জন সম্ভব হয়েছে। এরপর আর কেউ এই গৌরব অর্জন করেছেন কিনা আমার জানা নেই (সবার প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা)।



১৯৮৩ সালে লিয়াকত আলী লাকী যখন ডাকসুর সাংস্কৃতিক সম্পাদক আর আলী রীয়াজ যখন ডাকসুর সাহিত্য সম্পাদক (দ্বিতীয়বার) ছিলেন, আমি তখনও চ্যাম্পিয়ন হয়েছি ডাকসু প্রতিযোগিতায়। অবশ্য মহিউজ্জামান চৌধুরী ময়না (ডাকসুর সাংস্কৃতিক সম্পাদক), জাফর ওয়াজেদ (ডাকসুর সাহিত্য সম্পাদক) এবং নুরুল আখতার ডাকসুর সাংস্কৃতিক সম্পাদক থাকাকালেও আমি ডাকসু প্রতিযোগিতায় অনেক বিষয়ে পুরস্কার লাভ করেছি, কিন্তু ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়নশিপ পাইনি। ডাকসু প্রতিযোগিতায় অর্জিত ক্রেস্ট, সনদ আর মেডেলগুলো আজও আছে আমার কাছে। সযত্নে রেখে দিয়েছি শোকেসের সর্বোচ্চ তাকে। 'মন খারাপে'র সময় ওগুলো আমায় উদ্ধার করে, প্রেরণা দেয়, গৌরবান্বিত করে।

সূর্য সেন হলের একটি ব্যাপার আমি ভুলতে পারব না কোনো দিন। হলে রুমমেট আকমলের সেতার বাদন, আমার আবৃত্তি শেষ হতে রাত ৩ কি ৪টা বেজে যেত কখনও-সখনও। অন্যান্য রুমের ছাত্ররা হয়তো ঘুমিয়ে গেছে অনেক আগেই। বিশাল এই হলে তখনও সুনসান নীরবতা। অনেক সময় গা ছমছম করা নিস্তব্ধতা থাকত হলের করিডোরে। সেই নীরব সময়ে হঠাৎ মিডল ব্লক থেকে কেউ একজন শিস দিয়ে পরিবেশন করত সেই গানটি- 'এই রাত তোমার আমার, ওই চাঁদ তোমার আমার, শুধু দুজনের ...।' আহা! সে কী অসাধারণ ম্যাজিক মোমেন্ট! কামরার বাতি নিভিয়ে আমরা চুপচাপ উপভোগ করতাম সেই মায়াবী সময়টা। শিস বন্ধ হলে লাইট জ্বালিয়ে বহুদিন খুঁজেছি শিস দেওয়া সেই জাদুকরকে। কিন্তু ধরা দেয়নি সে কোনো দিন। আমরা লাইট জ্বালালেই সে হাওয়ায় মিলিয়ে যেত যেন। ১৯৮০-৮১ সালে আমি সূর্য সেন হল ছাত্র সংসদের নির্বাচিত সাংস্কৃতিক সম্পাদক ছিলাম। সেই সংসদের ভিপি ছিলেন আতাউর রহমান ডিউক, আর সাধারণ সম্পাদক ছিলেন আব্দুস সোবহান গোলাপ (বর্তমানে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক)। হল সংসদে থাকার বদৌলতে আমি সিট পেয়ে যাই ৫২২ নম্বর সিঙ্গেল কামরায়। তার আগের বছরে আমাদের হলে সাংস্কৃতিক সম্পাদক ছিলেন আলজুস ভূঁইয়া। আমার পরের শিক্ষাবর্ষে সাংস্কৃতিক সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন ফরিদ আহমেদ রটি। তাদের দুজনকে আমি (বাকি অংশ ১৯ পাতায়)

অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন

পপুলার ড্রাইভিং স্কুল

Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)



আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
917-301-2063

OPEN 7 DAYS

6 Hours
DDC Class
Good For TLC



বাসা থেকে ফ্রি পিকআপ এন্ড ড্রপ

বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীদের ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে কি ধরনের কাগজপত্র বা ডকুমেন্টস লাগবে তা জানতে যোগাযোগ করুন: ৯১৭-৩০১-২০৬৩

- ২৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন।
- ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ৫, ১০ ও ১৫ লেসনের প্যাকেজ ডীল।
- প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা (শনিবারসহ)

প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান

- 5 Hours Class Certificate
- Road Lesson Local & H.Way
- Road Test Appointment
- Car for Road Test

যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈর্য্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান

আমাদের কাছেই পাবেন ফ্রি বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট বই

Please Call
718-426-9453, 917-301-2063

Popular Driving School Inc.
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave) ডিজিটাল ওয়াল এর উপরে

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৩ বছর উদযাপন করছে

Empire Accounting & Tax Co.



আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)

- আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
- আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
- পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
- পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
- আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।

ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি

- সিটিজেনশীপ
- ফ্যামিলি পিটিশন
- NVC Case প্রসেসিং
- স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট
- এফিডেভিট অব সাপোর্ট
- এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
- Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি

37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm

President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া



যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123

ই-মেইল :
শধফবষরেশরনস্তরগড়েমসধরষ.পড়স

ঠিকানা :
ঋৎ ঙ ইধহবব ঋধহমববঃ অপধফবসু
১৪৬ পধফধনড়ভড়ঁমযা জড়মফ
উঢ়ঢ়রষ ঊধষসু, চঙ ১৯০৮২

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

CREDIT REPAIR

যত দ্রুত সম্ভব ক্রেডিট লাইন রিপেয়ার করুন

আমরা দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পূন্য ব্যক্তিদের মাধ্যমে গ্যারান্টি সহকারে ক্রেডিট রিপেয়ার করি।



বাড়ি, গাড়ি কেনা থেকে নিজেকে কেন বঞ্চিত করছেন?

ক্রেডিট লাইনে যে কোন ঝামেলাই আমরা রিমুভ করি।

Southeast USA Group Inc.
74-09 37th Avenue, Suit # 206, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207, 917-566-1612 Fax: 718-412-3249

সাপ্তাহিক ২৫ বছরে বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika

আমরা মানুষ, তাই কথা আমাদের বলতে হবে

মইনুল হোসেন

সংবাদপত্র ও স্বাধীনতা নিয়ে লেখা মানে জনগণের কথা বলার অধিকার নিয়ে লেখা। সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে মতবিরোধের মধ্যেও সহযোগিতা ও সহাবস্থানই হলো মানুষের জগৎ- চিন্তার জগৎ। চিন্তার জগতে মতপার্থক্য থাকবে না, তা কোনো চিন্তাশীল মানুষের কথা হতে পারে না। মানুষের কথা বলা বন্ধ করে রাষ্ট্র পরিচালনার অর্থ সুস্থ চিন্তার প্রয়োজনকে অস্বীকার করা। পাগলামির রাজত্ব প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করা।

দেশ বা রাষ্ট্র পরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো মতপার্থক্যের মধ্যেও সহযোগিতা সৃষ্টি করা। জনগণের স্বার্থ ও নিরাপত্তা সমষ্টিগতভাবে শান্তি ও শৃঙ্খলার সাথে উপভোগের জন্য রাষ্ট্রব্যবস্থার জন্ম হয়েছে। চিন্তার রাজ্যে পার্থক্য না থাকাটা চিন্তাহীন অসুস্থ মানুষের কথা। যিনি ভিন্নমতের মোকাবেলা করতে জানেন না তিনি রাজ-নীতিবিদ নন।

জনগণকে কথা বলতে বাধা-নিষেধ দিতে হবে, এটা কোনো শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার বক্তব্য হতে পারে না। মানুষকে অমানুষ বানিয়ে তার উপর অন্যায় অবিচার চালানো যায়। বাকস্বাধীনতা হরণ করে কোথাও কেউ সুখী ও নিরাপদ সমাজ গড়তে পেরেছে, তা আমার জানা নেই। ভোটের নয়, অস্ত্রের শাসন তো জনগণের বিরুদ্ধে শত্রুতার শাসন।

জীবনে বাঁচার জন্য অস্ত্রের মুখে নিরাপত্তাহীন চিন্তাশীল মানুষ কেন, জন্তু-জানোয়াররাও নিরাপদ দূরত্বে থাকে। অবশ্য কোনো পক্ষই নিরাপদে থাকে না। কথা বলার স্বাধীনতা বাধাপ্রাপ্ত হলে পেশিশক্তির সঞ্চাত বাড়বে। এটাই স্বাভাবিক। জেলখানায় সাজাপ্রাপ্ত বন্দিজীবনের কথা ভিন্ন। কমিউনিস্ট দেশসমূহে সেরকম ব্যবস্থায় মুমূর্ষু ব্যক্তির মতো জীবনহীন ব্যবস্থা চালানো সম্ভব হচ্ছে। বেঁচে থাকার প্রশ্নটিকেই বড় বিষয় হিসেবে দেখা হয় মাত্র। তার অর্থ এই নয় সবাই যার যার অবস্থান থেকে সবকিছু মেনে নেবে।

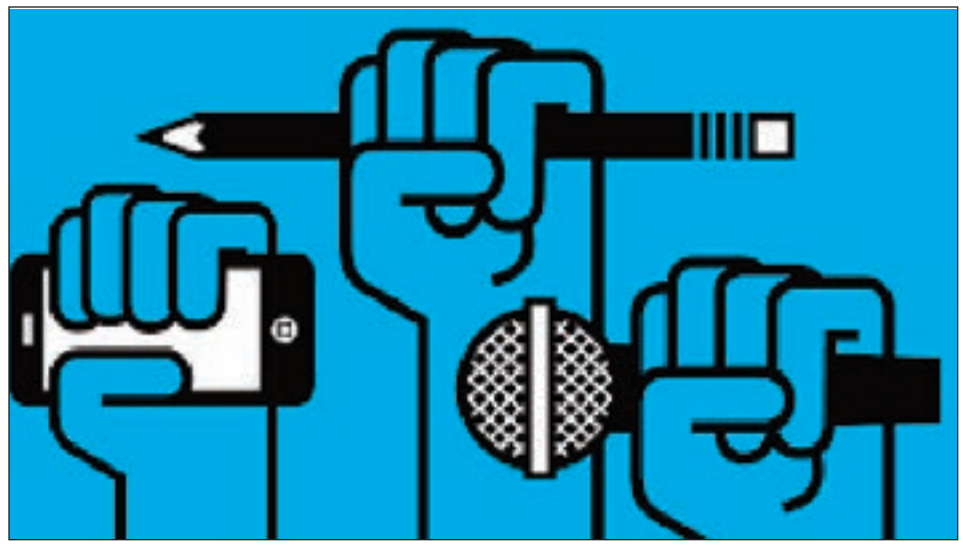
মানুষ একে অপরের সমর্থন ও সহযোগিতা লাভ করে চিন্তা-ভাবনা আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে। মানুষ মাত্রই উন্নতমানের সমাজ নির্মাণের চিন্তা-ভাবনা করে মিলে-মিশে বসবাস করতে চায়। বোবা থাকার জন্য মানুষ সৃষ্টি হয় নাই। মানুষ শুধু কথা বলে না, চিন্তা-ভাবনাও করে। বুঝতে হবে মানুষ যুক্তি-তর্কের ক্ষমতাসম্পন্ন জীব। সত্য-মিথ্যা সবকিছু মেনে নেয়া তার পক্ষে সম্ভবপর নয়।

একটু বিচার-বিশ্লেষণ করলেই বুঝতে অসুবিধা হবে না যে, বিবেক-বিদ্যাবুদ্ধিহীন লোকরাই ক্ষমতা-পাগল এক-নায়কত্বের স্রষ্টা। চিন্তাশীল সঠিক নেতৃত্বের অভাবে একটি জাতির কি বিপর্যয় হতে পারে সে সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির দায়িত্ব শিক্ষিত লোকদের। শিক্ষা ও জ্ঞান কোনোটা সোনা-দানার মতো সম্পত্তি নয় যে তা লুকিয়ে রাখতে হবে। শত্রু খোঁজাই স্বৈরশাসকদের রাজ-নীতির প্রধান করণীয় বিষয়।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণের অর্থ সবাইকে শত্রু হিসেবে গণ্য করা। জনগণকে কথা বলতে না দেয়া, কথা বলতে দিলে শত্রু হয়- এ শিক্ষা কমিউনিস্টদের। কমিউনিস্ট সরকার এই চিন্তায়ই ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে যে তারা শত্রুবেষ্টিত।

জনগণের পক্ষে কথা বলার অধিকারই সাংবাদিকতার অধিকার। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা না থাকার অর্থ সমগ্র জাতিকে বাকরুদ্ধ করে রাখা। কথা বলাই মানুষের বৈশিষ্ট্য। ভিন্নমত পোষণ করা আইনের দৃষ্টিতে কোনো অপরাধ হতে পারে না। মতামতের ভিন্নতা প্রকাশ করা ভয়-ভীতি দেখিয়ে বন্ধ রাখা যেতে পারে। কিন্তু মানুষের মতামতের ভিন্নতা বন্ধ করা যাবে না। ভিন্ন মতামত তৈরি হতে পারলে প্রকাশও হতে পারবে।

কথা বলার ব্যবস্থা শাসনতন্ত্র ও আইন দ্বারা রক্ষা করা হয় সঙ্ঘাত-সংঘর্ষমুক্ত সমাজগঠনের জন্য, শান্তি ও সুখী সমাজ গঠনের জন্য। কথা বলার অধিকার কোনো ব্যক্তির দেয়া অধিকার নয়। মানুষ কথা বলবেই, কোনো না কোনোভাবে প্রতিবাদ করবেই।



কোনো কোনো এমপি এখন বলছেন যে, রাজনীতিবিদরা দেশ চালাচ্ছেন না। দেশ শাসন করছেন আমলারা। রাজনীতিবিদদের হাতে শাসনব্যবস্থা নাই। এত বছর পর তারা এ সহজ সত্যটি উপলব্ধি করতে পেরেছেন। এমপি সাহেবরাও তো আমলাদের সাহায্যে নির্বাচিত হচ্ছেন। একজন অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ হিসেবে জনাব তোফায়েল আহমেদের অজানার কথা নয়।

জনগণ প্রদত্ত শাসনতন্ত্র ও জনগণের ভোটে নির্বাচিত এটাই রাজনীতিবিদদের পরিচয় ও শক্তি। শাসনতন্ত্র অমান্য করে, নির্বাচন চুরি করে রাজনীতিবিদরাই রাজ-নীতি ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব হারিয়েছেন বহু পূর্বেই। কবে আর কত দিনে রাজনীতি ও রাজনীতিবিদদের হাতে রাষ্ট্র পরিচালনার কর্তৃত্ব ফিরে আসবে তা এখন আর রাজ-নীতিবিদরা নির্ধারণ করতে পারবেন না। নতুন নেতৃত্ব এবং অবস্থার মূলগত পরিবর্তনের প্রয়োজন হবে। রাজ-নীতিতে এখন এমন লোকদের সমাগম হয়েছে যাদের অনেকের পক্ষে শালীন ভাষায় কথা বলাই অসম্ভব। দেশে চলছে নবীনদের মস্তানি রাজনীতি। তাদেরকে ভয় করে চলতে হবে। রাজনীতিবিদরা আমাদের সমর্থন চায় না। একনায়কত্বকে দেখা হয় ভয়-ভীতির ব্যবস্থা হিসেবে। এ ব্যবস্থায় একে অপরকে দেখা হয় ধ্বংসের ও ষড়যন্ত্রের প্রতিযোগী হিসেবে। একনায়কত্বের ধ্বংস হঠাৎ করেই আসে। তাদের সার্বক্ষণিক দুশ্চিন্তা হলো কখন সেই 'হঠাৎ সময়টি' আসবে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় ব্যর্থ রাজ-নীতিবিদদের পুনর্বাসন হবে।

বাংলাদেশে সুস্থ শাসনতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সমঝোতার চেষ্টা অনেক হয়েছে। কিন্তু সে চেষ্টা সফল হতে পারে নাই। বাংলাদেশে চলছে সম্মিলিত দুর্নীতির অপশাসন। তাই পরিস্থিতি পরিবর্তনে সমঝোতা কারও একার পক্ষে সম্ভব নয়। রাজনীতিবিদরা বহুদিন থেকে ব্যবসায়ী বনে গেছেন। আগে তো তাদের রাজনীতিবিদ হতে হবে। জানতে হবে সরকার পরিচালনার অর্থ কি। আমাদের সামনে বর্তমান যুগের এত দৃষ্টান্ত থাকতেও ক্ষমতার নেশাগ্রস্ত একনায়করা পুলিশি অস্ত্র শক্তির উপর নির্ভর করে চলেছেন। ইরানের শাহ কত ধরনের গোপন বাহিনী তৈরি করেছিল। অত্যাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত বিরাট সামরিক বাহিনী সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু যখন পতন এলো তখন সবাই তাকে মৃত ইঁদুরের মতো ছুড়ে ফেলে দিলো। দেশ থেকে তাকে পালাতে হলো। লিবিয়ার গাদ্দাফি রাস্তার পাশে গুহার মধ্যে পালাতে গিয়েও রক্ষা পায়নি। রাস্তার কুকুরের মতো তাকে হত্যা করা হয়েছে। কোনো ক্ষমা চাওয়া কাজ করেনি। হিটলারের মতো পৃথিবী কাঁপানো একনায়ককেও স্ত্রীসহ নিজের গুলিতে নিজেদের জীবন হারাতে হয়েছে। তার নিজের রক্ষার জন্য যে বাহিনী সেই বাহিনীই তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে, তাকে জীবনে শেষ করার জন্য। ফ্যাসিস্ট ডিক্টেটর মুসোলিনিকে হত্যা করে রাস্তায় টেনে নিয়ে জনগণ ফুর্তি করেছে।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটনকে চতুর্থবারের জন্য নির্বাচনে জয়ী করার জন্য প্রচুর জনসমর্থন ছিল। তিনি তাদের এই বলে বুঝালেন যে, ক্ষমতায় বেশিদিন থাকলে ক্ষমতায় থাকার নেশা ধরে যাবে। তিনি বলতে চেয়েছেন ক্ষমতায় থাকাটা নেশায় পরিণত হলে তার পক্ষে সুস্থ চিন্তা-ভাবনা করা সম্ভব হবে না। ক্ষমতার নেশা যাকে পায় সে সর্বদা ক্ষমতায় থাকার কথাই ভাবে। দেশ কোথায় গেল তা ভাববার সুস্থ চিন্তা তার থাকে না।

এমন একনায়ক পাওয়া যাবে না যে চাটুকারদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকাকে প্রশ্রয় দেননি। সকল একনায়কের ধ্বংসের কাজ বেশি করেছে তার স্তাবকরা, শত্রুরা নয়- এটা ঐতিহাসিক সত্য।

চাটুকারদের নির্বুদ্ধিতার কারণে আমাদের গণতান্ত্রিক সংগ্রাম ও নেতৃত্ব ধ্বংসের পথে গিয়েছে। সব হারিয়ে তারা এখন মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলেন। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা কি গণতন্ত্রবিরোধী চেতনা? সত্য-মিথ্যা ও প্রতারণার ঘুরপাকে আমরা আজ দিশেহারা।

আমি অস্বীকার করবো না যে আমাদের বিপর্যয়ের জন্য আমাদের শিক্ষিত লোকদের নীরব স্বার্থপর ভূমিকা অনেক দায়ী। আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীরা যখন জাগ্রত এবং ব্যস্ত তখন আমাদের বুদ্ধিজীবীরা বুদ্ধি নিয়ে ঘুমিয়ে নিস্তেজ হয়ে থাকলেন। তাদের মাথায় কাজ করলো না যে, ছলচাতুরী থেকে বাংলাদেশের গণ-আন্দোলনকে রক্ষা করার নেতৃত্ব আমাদের হাতে থাকুক। চাকরিজীবী হওয়ার শিক্ষা কোনো জ্ঞান-বুদ্ধি অর্জনের শিক্ষা নয়- কেরানিগিরির শিক্ষা। সেটাই প্রমাণিত হলো।

মানিক মিয়া পূর্ণাঙ্গভাবে সাংবাদিক ছিলেন। যারা সাংবাদিকতার স্বাধীনতার কথা বলেন তারা কি মানিক মিয়া, জহুর হোসেন চৌধুরী, আব্দুস সালাম সাহেবদের কথা মনে রেখেছেন? সাংবাদিকতা করার পাশাপাশি দলীয় রাজনীতির সুবিধা নেয়ার জন্য সাংবাদিকরা নিজেদের শক্তি ও মর্যাদা হারিয়েছেন।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা জনগণের কথা বলার স্বাধীনতা। তাই সাংবাদিকরা কে কি করলেন বা করলেন না সেটা তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। বাংলাদেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা পুরোপুরি অস্বীকার করা হয়েছে আমি বলবো না। মানা হোক বা না হোক দেশে এখনও একটি শাস-নতন্ত্র আছে। তাতে মানুষের কথা বলার ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ভেতরে ভেতরে এমন একধরনের সন্ত্রাসী তৎপরতা চলছে যে কারণে মানুষের কোনো অধিকারেরই নিশ্চয়তা নাই। কাউকে আইনের আওতায় আনার অর্থ সরকারের জন্য তাকে পুলিশের আওতায় আনা। আর পুলিশ ধরলে তার জেল অনিবার্য। অর্থাৎ জজ সাহেবদের বিচারের পূর্বেই শাস্তি শুরু হয়ে যায়। আমাদের ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্তদেরকে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পূর্বে পুলিশি বিচারের হাত থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব বিচার বিভাগকেই পালন করতে হয়। আইনেই বলা আছে কোর্টের বিচারে দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত সে নির্দোষ। আমাদের বিচারব্যবস্থায় জামিন পেতে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে হয়। এ ব্যবস্থা যে কত নিষ্ঠুর তা আমরা কতজন ভাবছি?

পাঁচ-ছয় বছর গুম থাকার পর জীবিত ফিরে আসতে দেখা যাচ্ছে। আবার অনেকে চিরদিনের জন্য গুম হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদের কারণে কাগজে লেখা আইন মানুষের কোনো কাজ করছে না, কোনো অধিকারই অধিকার হিসেবে গণ্য হচ্ছে না। সবাইকে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের অ-নিশ্চয়তার মধ্যে থাকতে হচ্ছে।

আমাদের অতীত যতই ব্যর্থতার নির্বুদ্ধিতায় আচ্ছন্ন থাকুক না কেন, আমরা নিশ্চয়ই একটি বোবা জাতির পরিচয় নিয়ে গর্ব করতে চাই না।

লেখক : সিনিয়র আইনজীবী, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট

বিদেশে অর্থপাচার কি আদৌ রোধ করা সম্ভব

(৫ পাতার পর)

অঙ্কের অর্থপাচারের ঘটনা সাধারণত উন্নত বিশ্বেই ঘটে থাকে, কেননা সেখানে কিছু মানুষের হাতে অঢেল সহজলভ্য অর্থ আছে। যখন মানুষের কাছে অজস্র সহজ অর্থ থাকে, তখনই এই অর্থপাচারের মতো ঘটনা ঘটে। আমাদের দেশে আগে খুব অল্প পরিমাণে কিছু অর্থপাচারের কথা শোনা গেলেও এখন ব্যাপক হারে দেশ থেকে অবৈধভাবে অর্থপাচারের কথা শোনা যায়। আর এটাই স্বাভাবিক। কেননা বিগত এক দশক ধরে দেশের অর্থনীতির অভাবনীয় উন্নতির পাশাপাশি কিছু মানুষের হাতে মাত্রাতিরিক্ত সহজ অর্থ চলে এসেছে। ফলে এর বড় একটি অংশ যে বিদেশে পাচার হবে এটাই স্বাভাবিক। আমাদের দেশের ফরেন এক্সচেঞ্জ রেগুলেশন যেহেতু নিয়ন্ত্রিত এবং ইচ্ছা করলেই যেকোনো পরিমাণ অর্থ বিদেশে নিয়ে আসা যায় না, তাই যাঁরা অধিক পরিমাণ অর্থ বিদেশে নিতে চান তাঁরা অবৈধ পন্থায়ই সেটি করে থাকেন। যেমন–আমাদের দেশ থেকে ব্যাংকিং চ্যানেলে বছরে ১০ হাজার ডলারের বেশি অর্থ বিদেশে পাঠানো যায় না। এই বিষয়টি উন্নত বিশ্বের অর্থ লেনদেনের সঙ্গে জড়িতরা ভালোভাবেই জানেন। আর এ কারণেই সেসব অবৈধ অর্থপাচারকারীদের পক্ষে যখন কেউ এই যুক্তিতে অর্থ প্রদান করে তখন সেই অর্থকে কোনোভাবেই অবৈধ অর্থ হিসেবে প্রমাণ করার সুযোগ থাকে না। এখানে একটি বিষয় সবারই মনে রাখা প্রয়োজন যে কোনো অর্থ বৈধ না অবৈধ তা নির্ভর করে সেই অর্থের উৎসর ওপর। অর্থের উৎস যদি অবৈধ হয় আর তা যদি বৈধভাবেও অন্য দেশে স্থানান্তর করা হয়, তাহলে সেটি হবে অবৈধ অর্থ। পক্ষান্তরে অর্থের উৎস যদি বৈধ হয়, আর তা যদি অবৈধভাবেও অন্য দেশে স্থানান্তর করা হয়, তাহলে সেটি হবে বৈধ অর্থ। সেই অর্থে সব ধরনের ব্যাংকঋণ বৈধ অর্থ, তা যেভাবেই গ্রহণ করা হোক না কেন। কেউ যদি ভুয়া কাগজপত্র দিয়ে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে থাকে, তাহলে সেটি সেই ব্যাংকের ঋণ ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা। ভুয়া কাগজপত্র দেওয়ার অপরাধে ঋণগ্রহীতার বিচার হতে পারে এবং তার উপযুক্ত শাস্তিও হতে পারে। কিন্তু সেই ঋণগ্রহীতা যদি ঋণের অর্থ বিদেশে পাচার করে নিয়ে আসে, তাহলে তাকে সেই দেশে অবৈধ অর্থ বলার সুযোগ নেই। আবার কোনো ব্যাংক কর্মকর্তা যথাযথ কাগজপত্র দেখে সত্যিকার ঋণগ্রহীতাকে ঋণ মঞ্জুর করার বিনিময়ে ১০ হাজার ডলার ঘুষ নিয়ে সেই অর্থ বৈধ পন্থায় অর্থাৎ ব্যাংকিং চ্যানেলে দেশ থেকে বিদেশে নিয়ে এলেও এই অর্থ অবৈধ হিসেবে গণ্য হবে। এমন বক্তব্য অনেকের কাছে মোটেই গ্রহণযোগ্য হবে না এবং অনেকে হয়তো হেসে উড়িয়ে দেবেন। কিন্তু তাঁরা যদি ২০০৮ সালের আমেরিকার সাবপ্রাইম মর্টগেজ কেলেঙ্কারির কথা ভেবে দেখেন, তাহলে বিষয়টা পরিষ্কার হবে। সেই সাবপ্রাইম মর্টগেজ ছিল মূলত ভুয়া কাগজপত্র দিয়ে ব্যাংক থেকে গৃহীত ঋণ। সে সময় বাড়ির অস্বাভাবিক কৃত্রিম মূল্যবৃদ্ধি দেখিয়ে তার বিপরীতে ভুয়া কাগজপত্র জমা দিয়ে ব্যাংক থেকে মাত্রাতিরিক্ত ঋণ গ্রহণ করা হয়েছিল গণহারে। এভাবে শত শত বিলিয়ন ডলার ঋণ নিয়ে তার একটি বৃহৎ অংশ বিভিন্ন দেশেও স্থানান্তর করা হয়েছিল বলে কথিত আছে। আমেরিকার ইতিহাসে এই ঋণ কেলেঙ্কারির ঘটনা আমেরিকার অর্থনীতিতে ধস নামিয়ে বিশ্বব্যাপী মন্দার জন্ম দিলেও সেই অর্থকে অবৈধ বলার সুযোগ ছিল না। এই বৈধ-অবৈধ অর্থের মারপ্যাঁচের কারণে আমাদের দেশ থেকে অবৈধভাবে পাচার হয়ে আসা অর্থ অবৈধ প্রমাণ করা কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়।

এই অবৈধ অর্থপাচারের সঙ্গে জড়িত আছে অনেক বড় বড় সংঘবদ্ধচক্র; যেমন–অনেক ল ফার্ম, হুন্ডি ব্যবসায়ী বা অপ্রাতিষ্ঠানিক অর্থ লেনদেনকারী প্রতিষ্ঠান, অনেক হেজ ফান্ড বা মানি ম্যানেজার এবং হালের ক্রিপ্টোকারেন্সি বা বিটকয়েন লেনদেনের সঙ্গে জড়িতরা। ফলে অবৈধভাবে পাচার হওয়া অর্থ এমনভাবে কয়েকবার হাতবদল হয়ে বিভিন্ন লেয়ার পার করে যখন কোনো দেশে, বিশেষ করে উন্নত বিশ্বের কোনো দেশে পাচারকারীর হিসেবে জমা হয়, তখন তাকে অবৈধ বলার কোনো সুযোগ থাকে না। এ কারণেই আমাদের মতো সাধারণদের এখানে মোটামুটি একটা চাকরি করে কোনোমতে খেয়ে-পরে বেঁচে থাকতেই যথেষ্ট হিমশিম খেতে হয়। অথচ আমাদের চারপাশে অনেকেই তেমন কিছু না করেও মিলিয়ন ডলারের বাড়িতে থেকে সবচেয়ে দামি গাড়িতে চড়ে আরাম-আয়েশে জীবন কাটালেও এটি বলা বা প্রমাণ করা সম্ভব হয় না যে তাঁরা অবৈধভাবে অর্থপাচার করে এসব করছেন।

অবৈধ অর্থপাচার বন্ধ করার ক্ষেত্রে উন্নত দেশগুলোর রয়েছে দ্বৈতনীতি। অর্থ যত অবৈধই হোক না কেন, সেটি যদি কোনো রকম আইনের ছদ্মাবরণে আনা যায় এবং তা যদি এসব দেশের অর্থনীতির উপকারে আসে, তাহলে তারা দেখেও না দেখার ভান করে। আর যদি সেই অর্থ তাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে যায়, তখন তারা আইনের কঠিন প্রয়োগ দেখাতে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করে না। তারা এই অবৈধ অর্থের লেনদেন বন্ধ করতে কঠোর আইন প্রণয়ন করেছে এবং অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োগও করছে কার্যকরভাবেই। দুর্নীতির ও মানি লন্ডারিং বা অবৈধ অর্থপাচার রোধে দুর্বল ব্যবস্থা গ্রহণের অভিযোগে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে আখ্যায়িত করে বিশেষ তালিকাভুক্ত করে রেখেছে। উন্নত দেশের ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান এখন উন্নয়নশীল দেশের ব্যাংকের সঙ্গে লেনদেন করার আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে এবং তারা এরই মধ্যে উন্নয়নশীল দেশের এ রকম অসংখ্য ব্যাংকের সঙ্গে লেনদেন সম্পর্ক ছিন্নও করেছে। আমরা এখানকার কোনো ব্যাংকে মাত্র ১০ হাজার ডলার জমা দিতে গেলে সেই অর্থের বৈধতা প্রমাণের জন্য নানা ধরনের প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় এবং প্রমাণস্বরূপ অনেক কাগজপত্রও জমা দিতে হয়। এই যেখানে অবস্থা, সেখানে অনেকেই অনায়াসে অবৈধভাবে পাচার করে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার নিয়ে এসে এখানকার ব্যাংকে জমাও করছেন এবং সেই অর্থ দিয়ে দামি বাড়ি-গাড়িও কিনছেন। এসব উন্নত দেশের ব্যাংক ও কর্তাব্যক্তিরা কি জানে না এই অর্থের উৎস কী! অবশ্যই জানে এবং জেনেও কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নেয় না। কারণ এই অর্থ তাদের বাড়ির ও গাড়ির বাজার বেশ চাঙ্গা রেখেছে। অথচ এসব উন্নত বিশ্ব যদি পাচার হওয়া অর্থ গ্রহণ করার সুযোগ না দেয় এবং এসব লেনদেনের সঙ্গে জড়িতদের কঠোর শাস্তির আওতায় আনে, তাহলে অর্থ পাচার করে নিয়ে যাওয়ার নিরাপদ স্থান কমে যাবে এবং এই অপরাধও হ্রাস পাবে। আর যত দিন পর্যন্ত উন্নত বিশ্বের দেশগুলো অবৈধ অর্থপাচার রোধে তাদের দ্বৈতনীতি পরিহার করে একমাত্র নীতি গ্রহণ করার মাধ্যমে তাদের দেশকে পাচার হওয়া অর্থের সেফ হেভেন হতে না দেওয়ার সিদ্ধান্ত না নেবে, তত দিন এই অবৈধ অর্থপাচার চলতেই থাকবে। এ নিয়ে রাজনৈতিক ও একাডেমিক আলোচনা চলতেই পারে; কিন্তু অবৈধ অর্থপাচার রোধ করা আদৌ সম্ভব হবে না।

লেখক: ব্যাংকার, টরন্টো, কানাডা

সাপ্তাহিক ২৫ বছরে বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika

অতীত ভুলে গেলে চরম মূল্য দিতে হয়

মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আলী শিকদার (অব.)

ঘুরেফিরে জুলাই মাস এলেই ২০১৬ সালের ১ জুলাইয়ের সেই বীভৎসতার কথা মনে আসে। বাংলাদেশের ইতিহাসের নির্ঘণ্টে এর থেকে বড় ভয়ংকর কলঙ্কের দিনও আছে। বহু দেশেই এ রকম রয়েছে, কিন্তু সেখানে একটির সঙ্গে অন্যটির যোগসূত্র নেই, প্রতিটিই আলাদা একেকটি ঘটনা। কিন্তু বাংলাদেশের বেলায় তা নয়।

১৯৭৫ সালে ১৫ আগস্ট 'জাতির পিতা' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যে উদ্দেশ্যে হত্যা করা হয়, ঠিক হুবহু একই উদ্দেশ্যে ভিন্ন প্রেক্ষাপট ও পন্থায় বাকি কলঙ্কিত ঘটনাগুলো ঘটানো হয়। হলি আর্টিজানসহ যারা এসব কলঙ্কিত ঘটনার মূল নেপথ্যের পরিকল্পনাকারী দেশি-বিদেশি ব্যক্তি ও গোষ্ঠী, তারা সব সময় ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যাচ্ছে এবং এখনো আরো বড় কলঙ্ক রচনার জন্য দিন-রাত ওভারটাইম কাজ করছে বিধায় হলি আর্টিজানের মতো কলঙ্কিত দিবস এলেই বাংলাদেশের ভূত-ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত যে বলিরেখা কপালে ভেসে উঠতে চায় তাতে সত্যিই শঙ্কিত হতে হয়। কিন্তু শঙ্কায় ম্রিয়মাণ হই না, কারণ আমাদের সঙ্গে একাত্তর আছে এবং বঙ্গবন্ধুর মেয়ে শেখ হাসিনা রয়েছেন। প্রসঙ্গত, ২০১৬ সালের ১ জুলাইয়ের ঘটনা এবং তার আগে-পরের কিছু ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণের পর বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যতের কিছু রূপরেখা তুলে ধরার চেষ্টা করব।

২০১৬ সালের ১ জুলাই পবিত্র রমজান মাসের শুক্রবার। এই পবিত্রতম দিনে বাংলাদেশের ইসলামিস্ট সশস্ত্র জঙ্গিরা ঢাকার গুলশানে হলি আর্টিজান বেকারিতে আহ-াররত নিরীহ ও সম্পূর্ণ নিরাপদ ২২ জন মানুষকে হত্যা করে। মানুষ হত্যা করছে, আর মুখে আল্লাহু আকবার স্লোগান দিচ্ছে। নাউজুবিল্লাহ। মহান আল্লাহর নামের এর থেকে বড় অবমাননা আর হতে পারে না। কয়েক দিন পর ২০১৬ সালের ৭ জুলাই কিশোরগঞ্জের শোলাকিয়ায় ঈদের জামাতে আগত মুসল্লিদের ওপর তারা আক্রমণ চালায় এবং তাতে পুলিশসহ চারজন নিরীহ মানুষ নিহত হয়। হলি আর্টিজানের আক্রমণসহ বাংলাদেশে যত জঙ্গি আক্রমণ হয়েছে তার মূল উদ্দেশ্য বোঝার জন্য আগের ঘটনাবলির ওপর একটু নজর বোলাতে হবে। দেখার বিষয়, যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের রায় ট্রাইব্যুনাল থেকে ২০১৩ সালে বের হওয়া শুরু হতেই সশস্ত্র জঙ্গিরা আবার নতুন করে মাঠে নামে। এ যাত্রায় ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারীতে গণজাগরণ মঞ্চের কর্মী রাজীব হায়দার তাদের প্রথম শিকার হন। মনে রাখতে হবে, ওই সময়ই হেফাজতের আবির্ভাব ঘটে। ধর্ম সম্পর্কীয় বা কোনো ধর্মের বিরুদ্ধেই গণজাগরণ মঞ্চের কোনো মন্তব্য ছিল না। তাদের একমাত্র স্লোগান ও দাবি ছিল যুদ্ধাপরাধীদের সঠিক বিচার। তাহলে হেফাজত গণজাগরণ মঞ্চের বিরুদ্ধে এত প্রচন্ডভাবে খেপে গেল কেন? উত্তর সহজ ও সরল। যেকোনো মূল্যে জামায়াতি নেতাদের বাঁচাতে হবে। কারণ বাংলাদেশে জামায়াতই একমাত্র সুসংগঠিত দেশব্যাপী বিস্তৃত নেটওয়ার্ক রক্ষাকারী কট্টর ওয়াহাবিপন্থী রাজনৈতিক দল, যে ওয়াহাবিতন্ত্রে বিশ্বাসী হেফাজতসহ সব ইসলামিস্ট পক্ষ। এ ছাড়া বিদেশে জামায়াতের শক্তিশালী কানেকশন রয়েছে। জামায়াত ফিনিশ হয়ে গেলে অন্য ওয়াহাবিবাদী কোনো পক্ষই বাংলাদেশে টিকতে পারবে না। তাই যুদ্ধাপরাধীদের বিচার শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হেফাজত যেমন বড় ফণা তোলে, তেমনি সশস্ত্র জঙ্গিদের দেশব্যাপী গোপন ও অকস্মাৎ টার্গেট কিলিং শুরু হয় রাজীব হায়দারকে হত্যার মধ্য দিয়ে। এক পর্যায়ে ২০১৫ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর গুলশানে ইতালীয় নাগরিক সিজারে তাবেল্লাকে হত্যা করা হয়। তার কিছুদিন পর রংপুরে হত্যার শিকার হন জাপানি নাগরিক কুনিও হোশি। কয়েক দিনের ব্যবধানে ২০১৬



সালের প্রথম দিকে পাবনার সেবায়েত নিত্যরঞ্জন পান্ডে, ঝিনাইদহের আনন্দ গোপাল, পঞ্চগড়ের গোপাল চন্দ্রকে হত্যা করা হয়। হত্যার শিকার হন খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মানুষ নাটোরের মুদি দোকানদার সুনীল গোমেজ এবং টাঙ্গাইলের দরজি শ্রমিক নিখিল জোয়ার্দার। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য অনলাইনে প্রচারে সোচ্চার খিলগাঁওয়ের নীলাদ্রি চট্টোপাধ্যায়, সিলেটের অনন্ত বিজয় দাস ও ঢাকার ওয়াশিকুর রহমানকে তারা হত্যা করে। জামায়াত-হেফাজতের উগ্রবাদী ধর্মান্ধতার চরম বিরোধী ও উদারপন্থী ইসলামী প্রবক্তা নুরুল ইসলাম ফারুকীকে ঢাকায় তাঁর নিজ বাসায় কুপিয়ে মারা হয়। হত্যার হুমকি দেওয়া হয় সুধীসমাজের সেই সব ব্যক্তিকে, যাঁরা পত্রিকার কলামে, কথায় ও টেলিভিশনের টক শোতে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের পক্ষে ছিলেন উচ্চকণ্ঠ। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার শুরুর অব্যবহিত পর থেকে ২০১৬ সালের ১ জুলাইয়ের আগ পর্যন্ত ৫০ জনেরও অধিক নিরীহ মানুষকে তারা হত্যা করে।

হলি আর্টিজানে নিহতদের মধ্যে ১৭ জনই ছিল পশ্চিমা বিশ্বের নাগরিক। যাঁরা হত্যার শিকার হয়েছেন বিভিন্ন দৃষ্টিতে তাঁদের শ্রেণিভেদটি বোঝার জন্য মাত্র কয়েকজনের নাম ওপরে উল্লেখ করেছি। হিন্দু পুরোহিত হত্যা করলে ভারতের মোদি সরকার এবং পশ্চিমাদের হত্যা করলে ইউরোপ-আমেরিকা যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বন্ধে আওয়ামী লীগ সরকারকে চাপ দেবে– এটাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। আর বাংলাদেশের অন্য যাদের হত্যা করা হয়েছে তারা সবাই ছিল যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য সোচ্চার এবং জামায়াত-হেফাজত বিরুদ্ধ। এখানে ধর্মীয় প্রলেপ লাগলেও ধর্মীয় কোনো ব্যাপার ছিল না এবং আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠনের লক্ষ্যের সঙ্গে এদের লক্ষ্যের কোনো মিল ও সামঞ্জস্য ছিল না। বাংলাদেশের বৃহত্তর জনমতের তোড়ে জামায়াত-হেফাজতের কৌশল এবং জঙ্গিদের লক্ষ্য ব্যর্থ হয়, যুদ্ধাপরাধীদের ফাঁসির দন্ড কার্যকর হয়। এই ফাঁকে অন্য একটি পক্ষকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করতে দেখা যায়। সে সময়ে সমান্তরাল এই অন্য পক্ষটি জঙ্গিদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেও অত্যন্ত কৌশলে ২০০৭-০৮ মেয়াদে তাদের যে এজেন্ডা ছিল সেটি পুনরায় বাস্তবায়নের জন্য আদাজল খেয়ে কাজে নেমে পড়ে। তাদের পক্ষ থেকে ব্যাপক প্রচারণা ছিল, মধ্যপ্রাচ্য থেকে আইএস ও আল-কায়েদা বাংলাদেশে এসে গেছে। তাই তাদের পরাজিত ও দেশকে রক্ষা করতে হলে বিদেশি বড় বড় শক্তির সহায়তা নেওয়া একান্ত অপরিহার্য। কিন্তু শেখ হাসিনার অসাধারণ রাজনৈতিক সাহস এবং দেশের স্বার্থে বঙ্গবন্ধুর মতো আপসহীন অবস্থানই সে সময়ে বাংলাদেশকে রক্ষা করে। কিছু মানুষ সে সময়ে নিজের জীবনের মায়া ত্যাগ করে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের পক্ষে, জঙ্গিদের বিরুদ্ধে এবং আইএস-নামীয় ষড়যন্ত্রের মুখোশ উন্মোচনে পত্রিকার কলামে, সেমিনারে ও টেলিভিশনের টক শোতে সোচ্চার থেকে শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করেছেন।

২০১৬ সালের ১ জুলাইয়ের পরও বহুবার একই ধরনের বড় আক্রমণ চালানোর চেষ্টা জঙ্গিরা করেছে। কিন্তু তারা সফল হয়নি। গত আড়াই-তিন বছর সশস্ত্র জঙ্গি তৎপরতা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রয়েছে। তাই বলে বাংলাদেশ জঙ্গিমুক্ত হয়েছে এ কথা বলা যাবে না। কারণ জঙ্গিবাদের যে সামগ্রিকতা এবং তার সঙ্গে ধর্মাশ্রয়ী রাজনীতির প্রত্যক্ষ সম্পৃক্ততা, এদের সঙ্গে পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআইয়ের কানেকশন, ভূ-রাজনীতির খেলা এবং আইএস-আল কায়েদা বাংলাদেশে এসে গেছে বলে ২০০৭-০৮ মেয়াদের এজেন্ডা যারা বাস্তবায়ন করতে চেয়েছিল, তারা সবাই নিজ নিজ অবস্থানে আগের লক্ষ্যে অটুট রয়েছে এবং পরবর্তী সুযোগের অপেক্ষায় আছে। মার্চ মাসের শেষের দিকে হেফাজত যা শুরু করেছিল তার আরেকটু বিস্তৃতি ঘটলেই এদের সবার চেহারা আবার স্বরূপে দেখা যেত। সশস্ত্র জঙ্গি তৎপরতা দমনে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী অনেকটা সফলতা পেলেও সামগ্রিকভাবে জঙ্গিবাদের কবল থেকে সমাজ ও রাষ্ট্রকে মুক্ত করার জন্য সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কার্যকর পদক্ষেপ, আন্দোলন, ক্যাম্পেইন ও কর্মসূচি নেই। বিপরীতে জঙ্গিবাদের নেটওয়ার্ক ও জঙ্গিবাদী অর্থনীতি ক্রমেই ব্যাপক ও বিশালতর হচ্ছে। ফলে সমাজ ও রাষ্ট্রের সব শ্রেণি, স্তর ও পর্যায়ের মানুষ ধর্মের সংবেদনশীল বিষয়াদির অপব্যাখ্যায় ভীষণভাবে প্রভাবিত হচ্ছে এবং অযৌক্তিক, অসমর্থিত ও অবৈজ্ঞানিক চিন্তা-চেতনা মানুষের মধ্যে তৈরি হচ্ছে। আপাতদৃষ্টিতে এর উপস্থিতি চলমান সময়ে টের পাওয়া যায় না, কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদে যখন সেটি বোঝা যায় তখন আর প্রতিকারের সময় থাকে না। রাজনৈতিক পন্থা আবশ্যক, কিন্তু শুধু রাজনীতি ও প্রশাসনিক পন্থায় ধর্মীয় অপব্যাখ্যাজনিত মতাদর্শকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করা যায় না।

স্বাধীনতার শুরু থেকে পরিপূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র কেন এবং কিভাবে ও কী কারণে উগ্রবাদী কট্টর ওয়াহাবি পন্থার দিকে ঝুঁকে গেছে ও যাচ্ছে তার জ্বলন্ত উদাহরণ তিউনিশিয়া, আলজেরিয়া, মিসর ও তুরস্ক। তিউনিশিয়ার স্বাধীনতার স্থপতি হাবিব বারগুইবার মতো ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রনেতা বিশ্বের কোনো মুসলিম দেশ পায়নি। কিন্তু বারগুইবার আদর্শ এখন শুধুই ইতিহাস। ব্রাদারহুডকে ক্ষমতা থেকে হটাতে সামরিক একনায়কতন্ত্রের কবলে এখন মিসর। তুরস্কে কামাল আতাতুর্কের আদর্শ এখন ক্রমেই ধুলায় ঢেকে যাচ্ছে। রোমান সাম্রাজ্য ও অটোমানদের শোচনীয় পতনের সিঁড়িতেই তরতর করে উঠছে এসব দেশ। ইতিহাসের শিক্ষা নীরবে-নিভৃতে কাঁদে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর পশ্চিমা বিশ্বের অনেক নামজাদা পন্ডিত ব্যক্তি নতুন শত্রুর সন্ধানে ক্লাস অব সিভিলাইজেশন তত্ত্ব সামনে এনেছেন। তাহলে মুসলিমপ্রধান রাষ্ট্রগুলো কি সেই ফাঁদে পা দিচ্ছে?

বাংলাদেশের কথায় ফিরে আসি। ১৯৭২ সালে আমাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক খাতের সূচকগুলোর যে অবস্থান ছিল তার থেকে আজ অনেক অগ্রগতি হয়েছে। তাতে কি আমরা বলতে পারছি সামগ্রিকভাবে সমাজ ও রাষ্ট্রযন্ত্র অধিকতর উদার ও যৌক্তিক হয়েছে, মনোজগতের উন্নতি ঘটেছে, আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত হয়েছে? এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজা জরুরি। একই সঙ্গে ২০১৬ সালের ১ জুলাইয়ের আগে ও পরের বহুমুখী ষড়যন্ত্র ও ঘটনাবলি স্মরণে রাখা জরুরি। ইতিহাস ভুলে গেলে তার চরম মূল্য দিতে হয়।

লেখক: রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা বিশ্লেষক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : মাটি ও মানুষের পক্ষে কথা বলে

(১৬ পাতার পর)

শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। হলের পাশাপাশি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আরও তিনটি জায়গা ছিল আমার অত্যন্ত প্রিয়। টিএসসি, হাকিম চত্বর এবং কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি। মধুর ক্যান্টিনে যাওয়া-আসা ছিল, তবে খুব একটা আড্ডা দেইনি সেখানে। লাইব্রেরি চত্বর আর হাকিম চত্বরে বেশ আড্ডা হতো শিক্ষার্থীদের। প্রধানত সাহিত্য আর সংস্কৃতিমনা শিক্ষার্থীরাই এখানে জড়ো হতেন অবসরে। উল্লেখযোগ্যদের মাঝে রুদ্র মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ, কামাল চৌধুরী, জাফর ওয়াজেদ, আলী রীয়াজ, মোহন রায়হান, লুৎফর রহমান রিটন, তুষার দাশ, ইসহাক খান- তারা চায়ের ফাঁকে আড্ডা দিতেন ওই চত্বরে। তাদের আড্ডাটা ছিল মূলত সাহিত্যকেন্দ্রিক। রাজনীতি অবশ্যই ছিল আলোচনায়, তবে সাহিত্য এদের যেন তাড়িয়ে নিত সামনের দিকে। সলিমুল্লাহ খানকেও মাঝেমধ্যে দেখা যেত ওই আড্ডায়।

আমাদের সময়ে ছাত্র রাজনীতিতে অনেকেই তখনও সক্রিয় ছিলেন। বাংলাদেশ ছাত্রলীগের ওবায়দুল কাদের (বর্তমানে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক), বাহলুল মজনুন চুন্নু, জাসদ (পরে বাসদ) ছাত্রলীগের মাহমুদুর রহমান মান্না, আখতারুজ্জামান, আলী রীয়াজ, আব্দুল মালেক রতন, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের মাহবুবুল মোকাদ্দেম আকাশ (এম এম আকাশ), মেজবাহ কামালসহ আরও অনেকেই তখনও ছাত্র রাজনীতিতে প্রোজ্জ্বল ছিলেন। প্রাচ্যের অক্সফোর্ড এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গোড়া থেকেই রাজনীতি-সচেতন ছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার বরাবরই এই জনপদের মাটি ও মানুষের পক্ষে কথা বলেছে, লড়াই-সংগ্রাম করেছে। সাতচল্লিশ-পরবর্তীকালে পাকিস্তানের নিষ্পেষণের সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবাদে উজ্জ্বল ছিল। সেই সময়ে নেতৃত্ব দেওয়া মানুষগুলো আজ স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রকের আসনে আসীন। অনেকেই অবশ্য এর মাঝে বিদায় নিয়েছেন পৃথিবী থেকে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিজেই তো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিলেন বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও। অসামান্য এই মানুষগুলো তাদের উপস্থিতি দিয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়কে করেছেন মহিমান্বিত, আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ও তার ঐতিহ্য দিয়ে তাদের করেছে সম্মানিত। আজ যারা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, আজ যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সদস্য, তারা এই মহান ঐতিহ্য আর গৌরবের উত্তরসূরি। বর্তমানে এই জনপদে রাজনীতি-সংশ্লিষ্ট মানুষগুলোকে ভিন্ন চোখে দেখার সুযোগ করে দিয়েছে কুচক্রী মহল। তারা ছাত্র-শিক্ষকসহ ভালোমন্দ সবার গায়ে কলঙ্ক লেপনের চেষ্টায় রত। গোটা সমাজকে তারা রাজনীতিবিমুখ করে তুলতে চায়। গোটা রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে এলোমেলো করে কায়েমি স্বার্থ চরিতার্থ করতে সক্রিয়। এই ষড়যন্ত্রের কাছে আত্মসমর্পণ করা যাবে না কিছুতেই। অতীতে এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অশুভ আর অনিয়মের কাছে মাথা নোয়ায়নি, আত্মসমর্পণ করেনি কোনো দিন। এখন নিজেদের দিকে ফিরে তাকানোর দিন। নিজেদের ভুলত্রুটিগুলো শনাক্ত করে শুধরে নেওয়ার দিন। সব ত্রুটিবিচ্যুতি আর সীমাবদ্ধতাকে মেনে নিয়েই কাঁটামুক্ত করতে হবে আগামীর পথ। তবেই হয়তো মিলবে মুক্তি।

লেখক: প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতা ও অভিনেতা

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও আধুনিক মানুষ

(২০ পাতার পর)

গুগল ডিপমাইন্ড 'আলফা-গো' কম্পিউটার প্রোগ্রামটি তৈরি করেছে। এটি অ্যালগারিদম মেশিন লার্নিং ও ট্রি সার্চিং প্রযুক্তির সমন্বয়ে করা হয়েছে। এতে পলিসি ও ভ্যালু নেটওয়ার্ক হিসেবে দুটি নিউরাল নেটওয়ার্ক আছে। পলিসি নেটওয়ার্কটি সম্ভাব্য সেবার চাল দ্রুত হিসাব করতে পারে এবং ভ্যালু নেটওয়ার্ক প্রতিটি চালের শুরুতে অপ্রয়োজনীয় চালগুলে বাদ দিয়ে সম্ভাব্য চালের পরিমাণ কমিয়ে ফেলে মানুষের এই অপ্রয়োজনীয় চাল বাদ দেওয়ার সক্ষমতায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার জোরে অবশেষে ভাগ বসাল আলফাগো। আলফাগোর প্রাথমিক পর্যায়ে এক ভিন্ন এক্সপার্ট গেমেও ঐতিহাসিক গেমের চালগুলো মনে রাখতে বলা হয়েছিল। ৩০ মিলিয়ন চালের একটি ডাটাবেস থেকে পরে একটি নির্ধারিত পর্যায়ের দক্ষতা অর্জনের পর রি-ইনফোর্সমেন্ট লার্নিংয়ের সাহায্যে আলফা-গোর সক্ষমতা এমনভাবে বৃদ্ধি করা হয় যে এটি নিজে নিজে খেলার দক্ষতা অর্জন করে। আলফাগো বনাম লি সেডলের গুগল ডিপমাইন্ড চ্যালেঞ্জ ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছিল দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিউলে। মজার বিষয় ছিল, আলফাগোর ক্ষমতা যাচাই করার জন্য বেশ বড়সড় একটি ভুল করে বসেন লি সেডল, যিনি ১৮টি আন্তর্জাতিক পুরস্কার বিজয়ী পেশাদার গো খেলোয়াড়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গুগল ডিপমাইন্ড চ্যালেঞ্জে বিজয়ী হয়েছিল আলফাগো। ম্যাচ শেষে দক্ষিণ কোরিয়া গো অ্যাসোসিয়েশন আলফাগোকে 'গো গ্র্যান্ডমাস্টার' পদবি প্রদান করে।

মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাপন সহজতর করতেই রোবট, মেশিন বা ড্রোনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার হতে পারে। কিন্তু যেমনটা সিনেমায় দেখা যায়, মানুষের কাজের সুযোগ কমিয়ে দিয়ে বেকারত্ব ডেকে আনতে পারে এর ব্যবহার। ফলে কাজ হারানো মানুষের বিষণ্নতা, অবসাদে ডুবে যাওয়ার দৃশ্য সৃষ্টি হবে। এর শুরুটা দেখতে হলে যেতে হবে ১৯৫৬ সালে। ডর্টমুথ কলেজের একদল গবেষক দেখতে চেয়েছিলেন, যন্ত্রপাতি মানুষের মাতোই কাজ করতে ও সাড়া দিতে পারে কি না। তারা ধরে নিয়েছিলেন, যন্ত্রকে সঠিক নির্দেশ দিতে পারলে তারা মানুষের মতোই যুক্তি ও বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে কাজ করতে পারবে। আর এ থেকেই এসেছে আজকের অ্যাপলের সিরি, কিনিট, আইবিএমের ওয়াসন। ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বিশ্বের প্রথম বায়োনিক মানুষ রেক্স আবিষ্কৃত হয়। কৃত্রিম অঙ্গ, রক্ত ও রোটিক হাত-পা আছে এর। রেক্স হাঁটতে পারে, শুনতে পায় এবং বুদ্ধিমত্তাসহকারে কথোপকথন চালাতে পারে। সম্ভবত এসব ধারণা থেকেই আজকের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিষয়টি চলে এসেছে।

ব্রিটিশ বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং এ বিষয়ে কিছুট সংকেত দিয়েছেন যে, আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্স মানুষের ধ্বংস ডেকে আনতে পারে ভবিষ্যতে, যখন এটিকে বেশি উন্নত করা হবে। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যখন তৈরি করা হবে, তা মানব জাতির বিলোপ ডেকে আনতে পারে। এমন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করতে পারবে বা দ্রুতগতিতে নিজেকে পরিবর্তন করতে পারবে। তার সঙ্গে মানুষ পাল্লা দিতে পারবে না, কারণ মানুষের বিবর্তন হয় ধীরগতিতে। তবে এটিও সত্য যে, মানুষের রয়েছে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স, যা যন্ত্রের নেই। মানবসৃষ্ট কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যন্ত্র ব্যবহৃত হলে সেই যন্ত্র কি এগুলো অর্জন করতে সমর্থ হবে?

লেখক: প্রেসিডেন্ট, ইংলিশ টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ইট্যাব)

বাংলাদেশের রাজনীতি কতটা আমলানির্ভর?



ড. মাহবুব উল্লাহ্

গত বেশ কিছুদিন ধরে দেশের রাজনীতি নিয়ে কোনো কলাম লিখিনি। লেখার আগ্রহ নির্ভর করে লেখার স্বাধীনতার ওপর। বাংলাদেশে কোনো রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে লিখতে গেলে খুব বেশি দূর যাওয়া যায় না। কারণ এ দেশে পরমতসহিষ্ণুতার বড়ই অভাব।

গত বেশ কিছুদিন ধরে দেশের রাজনীতি নিয়ে কোনো কলাম লিখিনি। লেখার আগ্রহ নির্ভর করে লেখার স্বাধীনতার ওপর। বাংলাদেশে কোনো রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে লিখতে গেলে খুব বেশি দূর যাওয়া যায় না। কারণ এ দেশে পরমতসহিষ্ণুতার বড়ই অভাব।

পাকিস্তান আমলে দৈনিক ইত্তেফাক সম্পাদক মরহুম তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া তার মতপ্রকাশের জন্য শাসকগোষ্ঠীর রোষানলে পড়ে কারারুদ্ধ হয়েছেন এবং তার পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি যেসব কলাম লিখতেন, সেসব কলাম ছিল বম্বশেলের মতো। তার লেখার নিজস্ব একটা শৈলী ছিল। সাধারণ মানুষ তার লেখা পড়ে সহজেই বুঝতে পারত।

কিন্তু তার লেখায় শাসকগোষ্ঠীকে যেভাবে বিদ্রুপের হুল ফোটানো হতো, তা ছিল অতুলনীয়। ক্ষুরধার কলম দিয়ে তিনি যেভাবে শাসকগোষ্ঠীর মুখমন্ডলে আঁচড় কেটে বিধ্বস্ত করে তুলতেন, তার দ্বিতীয় কোনো নজির ছিল না। এতদসত্ত্বেও শাসকগোষ্ঠী তার বিদ্রুপের হুল থেকে যে বিষ-ক্রিয়া হতো তা সহ্য করেছে।

আজকের বাংলাদেশে মানিক মিয়ার ভাষার তুলনায় অনেক কোমল ও সহনীয় ভাষায় শাসকগোষ্ঠীর কর্মকান্ডের সমালোচনা করলে রোষানলে পড়তে হয়। সেজন্য অনেকেই লিখতে গিয়ে নিজের ওপর সেন্সরশিপ প্রয়োগ করেন। তারপরও নানা ঝামেলায় পড়তে হয়। দেশে সংবাদপত্রের সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর তুলনায় সেল্ফ সেন্সরশিপ আরও কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। অহেতুক কারাযন্ত্রণা অথবা উঠকো ঝামেলায় কেউ পড়তে চান না।

গত ২৮ জুন সংসদ অধিবেশনে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ও বিরোধী দলের সংসদ সদস্যরা বলেছেন, দেশে এখন রাজ-নীতি নেই, দেশ চালাচ্ছেন আমলারা। সংসদ একটি নিরাপদ স্থান। সংসদের মেঝেতে দাঁড়িয়ে সরকারের সমালোচনা করলে এর জন্য কোনোরূপ আইনি ব্যবস্থার সম্মুখীন হতে হয় না।

এটি সংসদ সদস্যদের ইমিউনিটি। তবে সরকার যদি কাউকে ঝামেলায় জড়াতে চায়, তাহলে সরকারের হাতে থাকা হাজার রকমের অস্ত্র দিয়ে যে কাউকে হেনস্তা করা যায়।

এ কারণে আমার মনে হয়, সংসদ সদস্যরা সংসদের ভেতরে দাঁড়িয়ে মন খুলে কথা বলতে পারেন না। সরকার ৭০ অনুচ্ছেদের বলে সুরক্ষিত হলেও সরকারি দলের সংসদ সদস্যরা অন্য কোনো বিষয়ে কথা বলে নেতৃত্বের বিরাগভাজন হতে চান না। দেখা গেছে, বাজেট অধিবেশনে সরকারদলীয় সদস্যরা বাজেটের নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর আলোচনায় যে সময় ব্যয় করেন, তার চেয়েও দ্বিগুণ বা তিনগুণ সময় ব্যয় করেন নেতৃত্বের গুণকীর্তন বা তোষামোদিতে। এটি একটি অপসংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে।

'দেশে এখন রাজনীতি নেই'-এ সত্যটি প্রকাশ পেল সংসদ সদস্যদের বক্তব্য থেকে। সংসদ সদস্যদের অভিযোগ হলো, সংসদ সদস্যসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের



চেয়ে সরকারে এখন আমলাদের গুরুত্ব বেশি। সংবাদমাধ্যম থেকে জানা গেছে, এবার জাতীয় সংসদেই সরকারের আমলানির্ভরতা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টির একাধিক সদস্য।

তাদের মতে, দেশে এখন রাজনীতি নেই, দেশ চালাচ্ছেন আমলারা। কেন এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো সেটি তলিয়ে দেখা এ মুহূর্তের কর্তব্য। গত ২৮ জুন সোমবার জাতীয় সংসদে ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটের ওপর সাধারণ আলোচনায় অংশ নিয়ে ক্ষমতাসীন দল ও জাতীয় পার্টির তিনজন জ্যেষ্ঠ সদস্য দেশ পরিচালনায় আমলাদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ার সমালোচনা করে বক্তব্য দেন। তারা হলেন আওয়ামী লীগের তোফায়েল আহমেদ, জাতীয় পার্টির কাজী ফিরোজ রশীদ ও রুস্তম আলী ফরাজী। এছাড়া গণফোরামের সংসদ সদস্য মোকাব্বির খানও একই বিষয়ে কথা বলেছেন।

তাছাড়া অনির্ধারিত আলোচনায় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয়হীনতা ও অস্থিরতার বিষয়টি উল্লেখ করেন জাসদের হাসানুল হক ইনু। এ সমালোচনার প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছে গত এপ্রিলে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে জারি করা অফিস আদেশ থেকে।

এ প্রসঙ্গে সংসদে তোফায়েল আহমেদ বলেছেন, 'মাফ করবেন, কথা বলাটা কতটা যুক্তিসঙ্গত জানি না, এখন আমাদের জেলায় জেলায় দেওয়া হয়েছে প্রশাসনিক কর্মকর্তা, মানুষ মনে করে আমরা যা দেই (ত্রাণ সহায়তা), এটি প্রশাসনিক কর্মকর্তারাই দেন। অথচ প্রশাসনিক যারা কর্মকর্তা, তারা কিন্তু যানই (এলাকায়) নাই। যাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তিনি এখন পর্যন্ত যাননি। একটা রাজনৈতিক সরকার এবং রাজনীতিবিদদের যে কর্তৃত্ব, কাজ, সেটা কিন্তু ম্লান হয়ে যায়।'

গত বছরের মে মাসে করোনা প্রতিরোধ এবং জেলা পর্যায়ে ত্রাণ কার্যক্রম সমন্বয়ের লক্ষ্যে সরকারের জ্যেষ্ঠ সচিব, সচিব এবং সচিব পদমর্যাদার ৬৪ কর্মকর্তাকে একটি করে জেলার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তখনো এমন সিদ্ধান্তের সমালোচনা হয়েছিল। মজার ব্যাপার হলো, তোফায়েল আহমেদের বক্তব্য থেকে জানা যায়, পরিকল্পনামন্ত্রী বলেছেন, ফেরাউনের সময়ও আমলা ছিল।

তোফায়েল আহমেদের মতে, যারা রাজনীতিবিদ, যারা নির্বাচিত প্রতিনিধি, তাদের জন্য নির্ধারিত যে স্থান আছে, সেখানে তাদের থাকা উচিত। জেলায় একজন সচিব যাবেন। তাকে বরণ করে নেওয়া হবে, ঠিক আছে। কিন্তু তারা যান না। তারা একদিনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত।

তিনি আরও বলেছেন, ১৯৯৬ সালে শেখ হাসিনা যখন প্রথম প্রধানমন্ত্রী হন, তখন মন্ত্রীরা জেলার দায়িত্ব পালন করতেন। জেলায় গেলে কর্মীরা আসতেন। মন্ত্রীরা গ্রামে-গঞ্জে যেতেন। তোফায়েল আহমেদের বক্তব্যকে সমর্থন করে জাতীয় পার্টির কাজী ফিরোজ রশীদ বলেছেন, 'প্রত্যেকটি জেলার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সচিবদের। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডিসিদের সঙ্গে কথা বলেছেন। আর এমপি সাহেবরা পাশাপাশি বসে থাকেন, দূরে। তারপর বলেন, ডিসি সাহেব, আমি একটু কথা বলব প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে। এই হচ্ছে রাজনীতিবিদদের অবস্থা। মান-নীয় প্রধানমন্ত্রী ডিসিদের সঙ্গে যখন কথা বলেন, তখন এমপিদের কোনো দাম থাকে না।'

কোনো রাষ্ট্রই আমলাতন্ত্র ছাড়া চলতে পারে না। চীনের দার্শনিক কনফুসিয়াস আমলাতন্ত্রের কর্মপদ্ধতি ও দায়িত্ব নিয়ে কথা বলে গেছেন। রাষ্ট্রীয়ভাবে পরীক্ষা নিয়ে আমলাতান্ত্রিক পদগুলো পূরণ করার পরামর্শ দিয়েছেন। আমলাতন্ত্রের জ্ঞান ও প্রতিভার ওপর নির্ভর করে শাসনব্যবস্থার ভালো-মন্দ। সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স বেভার বলেছেন, আমলাতন্ত্রকে অবশ্যই নৈর্ব্যক্তিকভাবে কাজ করতে হবে।

তারা কখনই পক্ষপাতদুষ্ট হবেন না। দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমাদের দেশে আমলাতন্ত্রকে দলীয়করণ করার তীব্র চেষ্টা করা হয়। যে দল রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকে সেই দল আমলাতন্ত্রে নিজেদের লোক খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তারা মনে করে, এ ধরনের আমলা দিয়েই তাদের লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে।

এ লক্ষ্য হতে পারে দুর্নীতি, হতে পারে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের দমন, আরও হতে পারে নির্বাচন জয়ে সহায়তা লাভ। রাজনীতির চরিত্র যদি এ রকম হয়, তাহলে রাজ-নীতিবিদরা আমলাদের হাতে বন্দি হয়ে পড়বেন এবং হয়ে পড়বেন তাদের ওপর নির্ভরশীল। এর ফলে দেশের মারাত্মক ক্ষতি হয়। অদক্ষ আমলাদের হাতে পড়ে দেশীয় প্রশাসন জরাজীর্ণ হয়ে যায়। এসব আমলাও হয় দুর্নীতিপরায়ণ।

এখন রাজনীতিবিদরাই বলছেন, কানাডার বেগমপাড়ায় বেশির ভাগ বাড়ির মালিক আমলারা। রাজনীতিবিদদের অসহায়ত্বের একটি উৎস হলো শাসনব্যবস্থার গণতান্ত্রিক চরিত্র বিনষ্ট করে একে কর্তৃত্ববাদী করে তোলা। কর্তৃত্ববাদের অন্যতম প্রধান উৎস হলো নষ্ট রাজনীতিবিদ এবং নষ্ট আমলাদের টহযড়ষু ধষষরধহপব. বাংলাদেশে নির্বাচনব্যবস্থা বিতর্কিত হয়ে পড়েছে। এ কথা সত্য যে, এ দেশে শুরু থেকে আজ পর্যন্ত দু-একটি বাদ দিলে কখনোই সুষ্ঠু নির্বাচন হয়নি। নির্বাচন দিনে দিনে কলুষিত হয়েছে। এই কলুষতার পরিমাণ যতই দিন যাচ্ছে, ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত আমরা শুনছি দিনের ভোট পূর্বদিনের রাত্রিতে হওয়ার কথা। এসব কারণে আমলাতন্ত্রের ওপর রাজনীতিবিদদের নির্ভরতা বেড়ে থাকতে পারে। এ অবস্থায় রাজনীতিবিদরা সংসদের মেঝেতে দাঁড়িয়ে আহাজারি করতে পারেন। কিন্তু এতে কোনো কাজ হবে না।

এ দেশের জনগণ বহুবার প্রবঞ্চিত ও প্রতারিত হয়েছেন। এর অন্যতম কারণ হলো নিজ পছন্দমতো ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে না পারা। এর মূলে রয়েছে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের অনৈতিকভাবে ক্ষমতা ধরে রাখার বাসনা।

গণতন্ত্রের ব্যঞ্জনা বহুধা বিস্তৃত। এটি নিছক একদিন ভোট-াধিকার প্রয়োগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো, গণতন্ত্রের অতি প্রাথমিক শর্ত ভোটাধিকার প্রয়োগের স্বাধীনতা না থাকলে অনির্বাচিত ব্যক্তিদের হাতে দেশের শাসনক্ষমতা চলে যাবে। রাজনীতিবিদরা হয়ে পড়বেন রাষ্ট্রের বিভিন্ন সংস্থার হাতের পুতুল। কাজেই বলব, রাজনীতিবিদরাই একটু ভাবুন নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে। দেশের সব রাজনৈতিক দল সম্পর্কে বলব, অনুশোচনা করতে শিখুন। তাহলে তারা নিজেরাও বাঁচবেন এবং দেশও বাঁচবে।

লেখক: শিক্ষাবিদ ও অর্থনীতিবিদ

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও আধুনিক মানুষ



মাছুম বিল্লাহ

২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বিশ্বের প্রথম বায়োনিক মানুষ রেক্স আবিষ্কৃত হয়। কৃত্রিম অঙ্গ, রক্ত ও রোটিক হাত-পা আছে এর। রেক্স হাঁটতে পারে, শুনতে পায় এবং বুদ্ধিমত্তাসহকারে কথোপকথন চালাতে পারে। সম্ভবত এসব ধারণা থেকেই আজকের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিষয়টি চলে এসেছে

বিজ্ঞানের এক চরম উন্নতির যুগে আমরা বাস করছি। আমাদের জীবন সহজ, আরামদায়ক ও শান্তিময় করার জন্য আবিষ্কার করছি বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি, ডিভাইস। যেগুলো পূর্বে আবিষ্কৃত হয়েছে, সেগুলোর আরো উৎকর্ষ সাধনের জন্য চলছে অবিরাম গবেষণা ও প্রচেষ্টা। এসব করে আমরা কোনো কোনো সময় নিজেদের তৈরি যন্ত্রপাতির কাছে আমাদের প্রাকৃতিক বুদ্ধিমত্তাকে হার মানাচ্ছি। ইদানীং কয়েকটি বহুল আলোচিত বিষয়ের মধ্যে 'কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা' কিংবা আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্সের কথা শুনতে পাচ্ছি চারদিকে। বিষয়টি যদিও কম্পিউটারের সঙ্গে সম্পর্কিত, তার পরও মানুষকে ভাবিয়ে তুলছে– 'কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা' কি মানুষের চিন্তাধারা ও কাজকে প্রতিস্থাপন করবে? কেউ কেউ বিষয়টি নিয়ে খুবই চিন্তিত, কারণ তাহলে কি অফিসে, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে, ব্যাংকে, ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানে সর্বত্রই মানুষের স্থান 'কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা' দিয়ে তৈরি যন্ত্রপাতি দখল করবে? মানুষ বেকার হয়ে পড়বে? যে কোনো প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি চায় কম লোকবল খাটিয়ে বেশি লাভ, বেশি পুঁজির কিছু করতে। ২০, ৫০ কিংবা ১০০ কিংবা হাজার হাজার মানুষের কাজ একটি মেশিন যেহেতু করতে পারে; কাজেই হাজার হাজার, লাখ লাখ মানুষ বেকার হয়ে যাওয়ার কথা। বিষয়টি কি তাই হতে যাচ্ছে?

আবার কেউ কেউ বলছেন, ব্যাপারটি নিয়ে চিন্তার তেমন কিছু নেই। মানুষ তার প্রয়োজন, উপকার এবং সুবিধার জন্যই 'কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা' ব্যবহার করবে। সেটি কোনোক্রমেই মানুষের বুদ্ধিকে ছাড়িয়ে যাবে না। মানুষের

বিজ্ঞানের এক চরম উন্নতির যুগে আমরা বাস করছি। আমাদের জীবন সহজ, আরামদায়ক ও শান্তিময় করার জন্য আবিষ্কার করছি বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি, ডিভাইস। যেগুলো পূর্বে আবিষ্কৃত হয়েছে, সেগুলোর আরো উৎকর্ষ সাধনের জন্য চলছে অবিরাম গবেষণা ও প্রচেষ্টা।

নিয়ন্ত্রণ থাকবেই। কম্পিউটার মানুষের সৃষ্টি, মানুষের বুদ্ধি খাটিয়ে তৈরি করা হয়েছে, কিন্তু তা মানুষের চেয়ে দ্রুতগতিতে এবং নির্ভুলভাবে কোনো হিসাব বের করে দেয়। একইভাবে 'আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স' মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করা হবে, মানুষের বিরুদ্ধে যাবে না। আবার কেউ কেউ বলেছেন, বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র, ডিন-ামাইট মানববুদ্ধি খাটিয়ে তৈরি করা হয়েছে, সেটি মানুষ ব্যবহার করছে নিয়ন্ত্রণে রেখে, কিন্তু সামান্য কারণে মানুষ বিগড়ে গেলে বা মানুষ ভুল করলে যন্ত্র বিগড়ে যায় কিংবা মানুষ রাগান্বিত হলে সেটি ব্যবহার করে প্রতিপক্ষকে ধ্বংস করার জন্য, নিশ্চিহ্ন করার জন্য, যেখানে কোনো ধরনের মানবতা পরিলক্ষিত হয় না। আর তা নিয়ন্ত্রণে থাকে যতক্ষণ ট্রিগারে চাপ দেওয়া না হয়। কিন্তু চাপ দেওয়ার পর শত চেষ্টা করেও মানুষ তা আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। 'আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের' ক্ষেত্রেও সেরকম হবে, নাকি আরো ভয়ংকর কিছু হবে– বিষয়টি মানুষকে ভাবিয়ে তুলছে। 'কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা' মানবসভ্যতার ধ্বংস ডেকে আনবে না তো? এই বিশ্বে মানুষই সৃষ্টি করেছে সমাজ, সভ্যতা, বিজ্ঞান এবং সাধন করেছে চরম উৎকর্ষ। আজ মানুষের বুদ্ধি যদি সেই মানুষকেই অপ্রয়োজনীয় করে ফেলে, তাহলে সেই ইন্টেলিজেন্স বা বুদ্ধিমত্তা সবকিছুতে ব্যবহার করা কতটা যুক্তিযুক্ত বা যুক্তিসংগত, সেটি গভীরভাবে ভেবে দেখতে হবে।

ভবেশ রায়ের সায়েন্স ফিকশন 'মহাকাশ ও একটি মানব-শিশু'র অন্তর্গত 'কারাগার গৃহ' নামক সায়েন্স ফিকশনে আমরা দেখতে পাই, নবনীতা সেনগুপ্তা ছয় কুঠরির একটি ফ্ল্যাটে বাস করেন, যা মাটির নিচে। ঘরটি চারদিক দিয়ে আটকানো, কোনো দরজা-জানালা নেই। সব কাজকর্ম নিয়ন্ত্রিত হয় তার ফ্ল্যাটে সেট করা বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতির দ্বারা। তার ছেলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসে পড়াশোনা করে, অথচ সেই ছেলেই তার মায়ের এমন চরম যান্ত্রিক জীবন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে– 'আমি তোমাকে যন্ত্রের মধ্য দিয়ে দেখতে চাই না। সরাসরি দেখতে চাই।'

'কী বাজে বকছ তুমি?' ছেলের কথায় নবনীতা সেনগুপ্তা যেন প্রচন্ড ধাক্কা খেলেন, দুঃখও পেলেন। বিরক্ত হলেন এমন ছেলেমানুষি দেখে। বলতে লাগলেন, 'তুমি নিশ্চয়ই আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তির বিরুদ্ধে কথা বলতে পারো না। এ সবই বিজ্ঞানের অবদান। আমরা তার সুফল ভোগ করছি। যান্ত্রিক সভ্যতার সুফল।'

-কিন্তু, মেশিনের বিরুদ্ধে কথা বলতে পারব না কেন?

কথাগুলো বলতে বলতে ফোনের অপর প্রান্ত থেকে টিটো নিজেও প্রচন্ডভাবে প্রতিবাদ করে উঠল– 'যখন তোমার মন খারাপ হয়, মনে কষ্ট হয়, তখন কি তুমি ঈশ্বরকে ছেড়ে মেশিনগুলোকে পূজা করো? ওদের কাছেই আশীর্বাদ প্রার্থনা করো? ভুলে যেও না, এই মেশিনগুলোকে তৈরি করেছে মানুষ। ঈশ্বর নন। মানুষ শক্তিশালী, বুদ্ধিমান এবং মহানও বটে। কিন্তু তবু তারা মানুষই, ঈশ্বর নন। যন্ত্র হয়তো অনেক কিছু করতে পারে, কিন্তু সবকিছু পারে না। এই যে আমার ভিডিও স্ক্রিনে আমি এই মুহূর্তে তোমার মুখের ছবি দেখছি, এটা কি সত্যি তুমি? এটা তো তুমি নও। তোমার ছবি বা প্রতিকৃতিমাত্র। আমি ফোনে তোমার কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু আমি সত্যিকার অর্থে তোমার গলা শুনছি না। যান্ত্রিক গতির মধ্য দিয়ে তোমার কৃত্রিম কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি।'

আমরা যখন দেখি যে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে যন্ত্রপাতি ইতিমধ্যে মানুষের মতো বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শন করতে শুরু করেছে, তখন আমরা খুশি না হয়ে হতাশ হয়ে পড়ি। তখনই মনে হয়, আমরা কি প্রতিস্থাপিত হতে যাচ্ছি তাদের দ্বারা? 'গো' নামক কয়েক হাজার বছরের পুরোনো গেমের উদ্ভব হয় চীনে। খেলাটি অনেকটা আমাদের দেশের ষোলোঘুঁটি খেলার মতো। উদ্দেশ্য থাকে প্রতিপক্ষের ঘুঁটি আটকে রেখে বোর্ডের দখল নেওয়া। যে বোর্ডের অর্ধেকের বেশি এলাকা দখল করতে পারবে, সে-ই বিজয়ী। 'গো' খেলার জন্য (বাকি অংশ ১৯পাতায়)

এখন আপনাদের আরো কাছে এবং ব্যাপক পরিসরে কাবাব কিং এর পার্শ্বে

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট

Bangla Travel

JACKSON HEIGHTS NEW YORK

আপনার নিশ্চিত ভ্রমনের বিশ্বস্ত আয়োজক

আমরা IATA অনুমোদিত

আমরা ARC অনুমোদিত

KUWAIT AIRWAYS

Biman BANGLADESH AIRLINES

সবচেয়ে কমদামের গ্যারান্টি আমরাই দিচ্ছি

$৬৪৯+

JFK-Dhaka-JFK Return

Emirates

ETIHAD AIRWAYS

QATAR AIRWAYS

DELTA AIR LINES

AmericanAirlines



ঢাকা এয়ারপোর্টে আমাদের রয়েছে নিজস্ব Help Office
যারা ইমিগ্রেশন, লাগেজ পিকআপ সহ সকল সহযোগিতা করবে।

Mohammad B Hossain (Belal)
President & CEO



আমরা সকল এয়ারলাইন্সের টিকেট সরাসরি আমাদের অফিস থেকে ইস্যু করে থাকি।

বাংলাদেশ থেকে আসার টিকেট
সবচেয়ে কম দামে
আমাদের কাছেই পাবেন।

উত্তর আমেরিকার ট্রাভেল ব্যবসায়
সবচেয়ে অভিজ্ঞ ট্রাভেল টিম
শুধুমাত্র ডিজিটাল ওয়ান ট্রাভেল-এ
পাবেন, যারা সর্বদা আপনাদের সেবায় প্রস্তুত



আবু তাহের খান
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
২৬ বছরের অভিজ্ঞ



কাঞ্চন
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
১২ বছরের অভিজ্ঞ



পুষ্প
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
৫ বছরের অভিজ্ঞ

7305 37th Road, Jackson Heights, NY 11372
(কাবাব কিং এর পার্শ্বে, ডাইভারসিটি প্লাজায়)

Phone: 917-396-4140, 917-592-7828

Price Can Be Change Anytime. digitalonetravel@gmail.com www.digitalonetravel.com OPEN 7 DAYS: 11AM -10PM *Terms & Condition may apply. See store for details.



SPECIAL FARE

Fly to Dhaka With
Emirates Via Dubai

From

New York | Chicago
Washington | Houston
Boston | Los Angeles

718-200-2655
718-406-9745

World Tours and Travel

MD. Shamsuddin, MBA CEO

37-12 75th Street, 2nd Floor, Suite # 206
Jackson Heights, NY 11372

IJ CREATIVE SOLUTIONS
Building Brilliant Brands

১ ঘন্টায় ব্যানার
বিজনেস কার্ড এবং ফ্লায়ার
SAME DAY PICKUP

এখন জ্যামাইকাতে

আপনার ব্যবসা প্রসারে আমাদের ফ্রি পরামর্শ নিন



- ডিজিটাল ব্যানার
- বিজনেস কার্ড
- পোস্টকার্ড
- ফ্লায়ার
- ক্যালেন্ডার
- ডিজিটাল প্রিন্ট অন প্লাস্টিক বোর্ড
- সাইন
- পোস্টার
- ম্যাগাজিন
- স্টিকার প্রিন্ট
- লেমিনেশন
- টি-শার্ট
- আইডি কার্ড
- মেন্যু
- রিসিট বুক
- লেটার হেড
- ইনভাইটেশন কার্ড
- রোল আপ ব্যানার
- সাইড ওয়াক সাইন
- পাসপোর্ট ফটো

WEB DESIGN
PASSPORT PHOTOS
CONSTRUCTION JOB PROPOSAL WRITTEN



আমরা বিয়ে, জন্মদিন বিজনেস পার্টি, কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠানের ফটোগ্রাফী এবং ভিডিওগ্রাফী করি

100% BEST QUALITY

929-372-7445, 845-793-4580
www.ijcreative.solutions
159-07 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432
callijventures@gmail.com



খলিলের
খাবার দিয়ে আপনার
অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক
জমজমাট



সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে প্রস্তুত

2062 McGraw Ave
Bronx, NY 10462
Phone: 347-621-2884

1457 Unionport Rd.
Bronx, NY 10462
Phone: 718-409-6840

www.KHALILSFOOD.com

PEOPLE TECH

DevOps | Scrum Master & Product Owner

(100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied)

Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019

Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019

Software Testing (QA) Training & Job Placement

New York In Class Batches

Weekend Morning	Weekdays Evening
9:00 AM To 2:00 PM Selenium Starting from October 19, 2019	6:00 PM To 11:00 PM Selenium Starting from October 22, 2019

VA In Class Batches

Weekend Morning	Weekdays Evening
9:00 AM To 2:00 PM Selenium Starting from November 16, 2019	6:00 PM To 11:00 PM Selenium Starting from November 26, 2019

www.piit.us

GOLDEN AGE HOME CARE

Licensed Home Health Care Agency



HHA/ PCA Service

CDPAP Service

Skilled **Nursing**

Most Popular Home Health Care Agency

প্রশিক্ষণ ছাড়াই ঘরে বসে
আপনজনকে সেবা দিয়ে
অর্থ উপার্জন করুন

MAKE MONEY BY SERVING
YOUR RELATIVES AT HOME
WITHOUT TRAINING

JACKSON HEIGHTS HEAD OFFICE
71-24 35th Avenue Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
831 Burke Avenue
Bronx, NY 10467
Ph: 347-449-5983
Fax: 347-275-9834

BROOKLYN OFFICE
509 Mcdonald Ave
Brooklyn, NY 11218
Ph: 347-781-2778
Fax: 917-396-4115

JAMAICA OFFICE
164-05 Hillside Ave
Jamaica, NY 11432
Ph: 718-674-6002
Fax: 917-396-4115



Email: info@goldenagehomecare.com
www. goldenagehomecare.com

Shah Nawaz MBA
President & CEO
Ph: 646-591-8396

সাহিত্য সাময়িকী

রাত পোহালে রোদে যাব

ওমর কায়সার

রাত পোহালে রোদে যাব ছিটকিনিটা দাও না খুলে
হাওয়া দিচ্ছে প্ররোচনা মন হয়েছে বাউন্ডুলে ।
এই ঘরেতো মন টেকে না, বাজছে শোনো আরেকটি স্বর
সুযোগ পেলে বাঁধব নিজে দেয়াল ছাড়া সুরম্য ঘর ।
রাত পোহালে রোদে যাব, ধান কুড়াবো গুমাই বিলে
লোনা ঘামে ভিজলে জামা উড়িয়ে দেব মস্ত নীলে ।
ঘোরের ভেতর কখন যেন পৌঁছে যাব শিল্পকলায়
দশটি ছেলে দশটি মেয়ে গান ধরবে দরাজ গলায় ।
ঘর থেকে আজ ছুটি পেলে ঠোঁট ভেজাব গরম চায়ে
চেরাগীতে আড্ডাবাজির হাওয়া লাগাই নিজের গায়ে ।
শুনছি নাকি শুশুক এসে ডিগবাজি খায় পতেঙ্গাতে
জ্যোৎস্না খেলে লুকোচুরি ঢেউয়ের সঙ্গে রাতবিরাতে ।
পথ বিছিয়ে দাওনা শহর একটু যাব নিজের গ্রামে
ওখানে সব পাতাবাহার রঙ মেলেছে বাবার নামে
মানুষটিতো ঘুমিয়ে আছে, গাছের ছায়ায় ওই নিরালায়
সন্ধ্যাবেলা ফেরেশতারা জোনাক হয়ে আলো জ্বালায় ।
বিষমাখা রাত কখন যাবে, ত্রস্ত শরীর উঠছে দুলে
মুখের বসন আলগা করে মন হয়েছে বাউন্ডুলে ।

স্ট্রেস টার্মিনাল

আশরাফ হাসান

বিষণ্নতার আকাশ থেকে রাত নেমে এলে
তুমি জেগে ওঠো বিষাদের পাঠশালে
আমাকে শেখাও ভাঙা নিঃশ্বাসের নিন্দ্র উপধারা
তোমার হাতে তেজস্ক্রিয় দূষণের নীল বোতল
দ্বিধাহীন ঢেলে দাও অনুভূতির হেমলক-পেয়ালায়

বয়োবৃদ্ধ শিশুর কান্না বাতাসে মিশে গেলে
বিগত মায়ের মুখ নড়েচড়ে ওঠে
যেনো দূর থেকে তুলে দেবে অমৃত খাবার
নীলান্ত কষ্টমেঘ ভেঙে ঝরাবে বর্ষার জল
আঁচলে জড়িয়ে নেবে উদ্বাস্তু সময়

মায়েরা ডাকে সবুজ স্বদেশের মতো
শুকনো পাতার মর্মরে বেজে ওঠে বিবাগী গজল
শৈশবমাঠে খেলা করে সতীর্থ প্রেমিক
যদিও বিস্বাদ শর্বরী গিলেছে ডাহুকের গান

প্রীতিহীন প্রলয়ে উড়ে যায় রাতের পেখম
তারাদের বাগান দখলে নিয়েছে স্ট্রেস টার্মিনাল
চাঁদের খানাখন্দক আছড়ে পড়েছে মাটির দেহে

অথচ তুমি মায়ের বয়োবৃদ্ধ শিশুকে
যুগপৎ রেখে দিলে এঙ্জাইটি সেন্টারের রেড জোনে..

রঙের আবাস

হোসাইন কবির

আকাশজুড়ে বিশাল এক চোখ-
মেঘ আর রোদের আয়না
শূন্যে তাকালেই ভেসে ওঠে ঝলমলে সোনালী অতীত

কার যেন প্রশ্নবাণ
কতটা দূরত্বে থাকা- কতদিন আর?
এবার আহ্বান
ক্ষতবিক্ষত ফুলের মূর্ছনায় রৌদ্রস্নানে ফিরবার
নাহয় ছিন্নভিন্ন রেখায়-
বিবিধ পথে, প্রস্থানে, সূর্য ডোবার রঙে, বিবর্ণ লাবণ্যে
বেহালা বাদক হওয়ার

ভাবি, স্মৃতিগুলো যার যার একান্ত নিজের
হয়তোবা অস্তিত্বের মুগ্ধ নদীর বয়ানে-
রোদ আর জলের অতলে, স্বপ্নঘোরে-
বৃথাই স্থিত হওয়া

মানুষ মানেই কবি
খোঁজে জলেস্থলে শূন্যতায়
রঙের আবাস- মাটির আশ্রয়

সে জল আমায় অভিধান পড়ে শুনিয়েছিলো

জসীম উদ্দীন মুহম্মদ

এখানে ক'দিন আগেও ঈশ্বর এসেছিলেন
শ্রাবণ-বরষার হাসি হাসি মুখ
সে মুখে উঠতি যৌবনের নামাংকিত সীলমোহর ছিলো
আজ সন্ধ্যে পাটে নামার এক হাত আগে
সেখানে একটি শব্দের জলছবি এঁকে রেখেছি!
সেই ছবি যে ছবিতে ব্রহ্মপুত্রের নিরাক পড়া বুকের
অব্যক্ত ধ্বনির হাহাকার ছিলো!

স্বরসন্ধির দিন নেই, সে আমি ইতিহাস ঘেঁটে দেখেছি
শেফালির প্রেমপত্রটা অনেক খাটুনি দিয়েও
পাঠোদ্ধার করতে পারিনি
ভুলেই গিয়েছিলাম একদিন কাশফুলও আমাকে ভালোবেসেছিলো!
শরত আমার সাথেই আছে,
সেও কাশফুলের নিরব ভালোবাসার প্রতিদান দিতে পারেনি!

সেও ব্রহ্মপুত্রের মতো বর্ণ বিপর্যয়ের শিকার হয়েছে
তার বুকের গভীরেও যক্ষপ্রিয়া বসত করে-
সে কথা জেনেও ঈশ্বর বরাবরই নিরব ভূমিকার মুখ রক্ষা করে এসেছেন
তবুও নিজেকে ভাগ্যবান অনুভব করছি, পাদানিতে মুখরক্ষা জল ছিলো!
সে জল আমায় ব্রহ্মপুত্রের হারানো যৌবনের
অভিধান পড়ে শুনিয়েছিলো!

আমি মরে গেলে

হাসান নাজমুল

আমি মরে গেলে যদি ঘৃণার গান বাজে চৌদিকে,
হাঁপ ছেড়ে বাঁচে মানুষেরা
জীবদ্দশায় যা কিছু ছিল আঁধার ও ফিকে
তার সবই উজ্জ্বলতায় হয় ঘেরা;
তবে তো আমার চেয়ে ভালো পৃথিবীর পোকা!
আমার হয়েছে কেবল নষ্টের গন্ধ শোঁকা;

আমি মরে গেলে যদি পৃথিবীর কেউ করে উৎসব,
অতিথি পাখিরা নীড়ে ফিরে
শুরু করে দেয় ফের কলরব;
নদীরাও বয়ে যেতে থাকে ধীরে ধীরে,
তবে বুঝে নিও আমি ছিলাম বিশ্বের অভিশাপ
মানুষেরা আমাকে দিয়েছে ফেলে যেভাবে ফেলে দেয় টুকরো কাপ,

যদি কেউ কাঁদে বিরহ ও শূন্যতায়
তবে দিন ও রাতের কোনো এক ক্ষণে রেখো প্রার্থনায় ।

বসন্ত ঋণ

মোহাম্মদ শামছুজ্জামান



বসন্ত ঋণে কাঠবাদামের রঙিন পাতা ঝরে
জেগেওঠা বেদনার রংগুলো নতুন আবাহনে
পাহাড়ের বাদামী ঢালে ঢলে ঢলে পড়ে ।

কী ছিল সেই বাদামী বেদনায়!
কী ছিল সেই আজন্ম পিপাসায়!
অপার সৌন্দর্যে হৃদয় নৈবেদ্যে
মর্মযাতনা কোন পথে ধায়!

এ কী শুধু আজন্ম শিল্পের ঋণ!
শুধু যেন অবিরত বেজে চলা পথের বীণ ।
এ যেন ফাউস্টের শয়তানের হাটে
বিবেকের বিকিকিনি!

সবাই এগিয়ে আসে ঘূর্ণিপাকের মতো
ঋণের ভারা ধরে টানাটানি ।
ফেলে আসা নিরীহ শৈশব-কৈশোর
উন্মত্ত যৌবন রাগিনী
অনি:শেষ ঋণের দানে ভেসে উঠে
পড়ন্ত বিকেল আর অশেষ যামিনী ।

গ্যেটে'র হাতে ছিল
স্বপ্নের রঙিন পাতা যত
বেহিসেবী ঋণ শোধে ঢেলে দেয়
ফাউস্টে'র বদনে হৃদয় অর্ঘ্য'র মতো ।

ভালোবাসার পাঠ

পলি শাহীনা

দূর বনে চঞ্চল হাওয়া সঙ্গে অঝোর বৃষ্টি । আকাশ কি ফুঁসে উঠেছে, কি জানি! জানালার কাচে বৃষ্টির নৃত্য, দুর্দান্ত সব অঙ্গভঙ্গী । সবুজ পাতা, বুনোফুল জ্বলজ্বল করছে । মস্তিষ্কের নিউরনে ভালবাসার উপস্থিতি । বুকের ভেতর ঝাপসা মুখখানি মোচড় দিয়ে উঠে । এমন দিনে কত কী যে মনে পড়ে । জীবনের বিছানা ভেসে যায় দুঃখ-সুখের গল্পে!

পাশের বাসার শার্সিতে ঘুঘু দম্পতি, চোখ প্রসারিত । একজোড়া ঘুঘু মানুষকে ভালোবাসার পাঠ দিচ্ছে! ঠোঁটে ঠোঁট, চোখে মায়া, আদর আদর মুখ । কোন শূন্যতা নেই, নেই কোন ক্লান্তি । ওদের উষ্ণ শ্বাসে উষ্ণ হয়ে উঠি । ঘুঘু দম্পতি যেন ডেকে বলছে- একটু থামো, ভালোবাস!

জীবন কখনও ঘুঘুর প্রেমের মত মিষ্টি, কখনওবা বৃষ্টিজলের মত ।

দুঃখগাছ

হাসান ইমতিয়াজ



আমাদের বাড়িটি একটি নদীর কোলঘেঁষা
যেমন কোলঘেঁষা একটি শিশু তার মায়ের

এখন বর্ষাকাল
অবাক ভাঙাচোরা বাড়িটির হাল
তবুও প্রতিদিন বৃষ্টি আসে
জোয়ার আসে- ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে
থরথর কেঁপে ওঠে বাড়িটির শরীর!

মূলত বাবা একটি দুঃখগাছ
আমরা তাঁর ডালপালা
আর মা তাঁর দাঁড়িয়ে থাকার মাটি ।











রেনডালস পার্কের সবুজের সমাহারে নাশিতা রাফীর আয়নার জন্মদিন পালিত

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্কের রেনডালস পার্কের সবুজের সমাহারে আনন্দঘন পরিবেশে পালিত হলো নাশিতা রাফীর আয়নার জন্মদিন। নাশিতা বাংলা পত্রিকা'র সাংস্কৃতিক প্রতিবেদক অপু'র কন্যা।

ঐতিহ্যবাহী হার্ডসন নদীর তীর ঘেসা রেনডালস পার্কের বড় বড় গাছের ছায়া-শীতল ডালের সবুজ পাতাগুলো ঝির ঝির শব্দ করে যখন বাতাস দিচ্ছিল, অনেকগুলো পরিবার পার্কটিতে আয়নার জন্মদিন পালন করছিলো। করোনামুক্ত পরিবেশে এ যেন অন্যরকম পরিবেশ, অন্যজনকর জন্মদিন। সামনেই ছোট ছোট ঢেউ তুলে ধীরে বয়ে চলেছে হাডসন নদী। আর খাবারের আয়োজনে ছিলো বাংলাদেশী সুস্বাদু মসলা মিশানো পোড়া পোড়া মাংসের গ্রিল। এদিকে ছোট ছোট শিশুরা ছুটাছুটি করে খেলায় মেতেছে। বড়রা অনেক দিন পরে সবাই একত্রিত হয়ে খোশ গল্পে হারিয়ে গেছেন। গ্রীস্মের দুপুরে অনেকগুলো পরিবার এক সাথে মিলে বনভোজনের মত বার্বিকিউ আর ঘরে রান্না করা খাবারে আয়নার জন্মদিনটি পালন করেছেন। পোড়া মাংস, পাস্তা, কর্ন, বীফ বিরিয়ানী আরো অনেক খাবারের সমারহে লাঞ্চ পর্বটি ছিল চমৎকার।

হাডসনে যখন আবীর ছড়ানো সূর্যটা পানিকে ছুঁই ছুঁই করছিল, জন্মদিনে অংশগ্রহণকারীরা তখন বিখ্যাত 'রেড রিবন' এর তৈরী কেক আর গরম গরম চায়ের কাপে একটু একটু চুমুক দিচ্ছেন আর নদীর ঠান্ডা সমীরনে শীতল হচ্ছেন। সবমিলিয়ে দিনটি হয়ে উঠে উপভোগ্য। শুভ কামনা নাশিতা রাফীর আয়না'র জন্য।

২৩ বছর বয়সে বাবা হতে যাচ্ছি, উত্তেজনা ধরে রাখতে পারিনি : নোবেল

বিনোদন ডেস্ক: কণ্ঠশিল্পী মইনুল আহসান নোবেল সম্প্রতি নিজের ফেসবুকে জানান দিয়েছেন, তিনি 'সম্ভবত' বাবা হতে যাচ্ছেন। নোবেলের সম্ভাব্য বাবা হতে যাওয়ার খবর গণমাধ্যমগুলো ফলাও করে প্রচার করে। ভারতীয় গণমাধ্যমও এই সংবাদ প্রকাশ করে। তবে নোবেলের এই দাবিকে নাকচ করে দেন স্ত্রী সালসাবিল মাহমুদ। তিনি ফেসবুক লাইভে বলেন, আমি প্রেগন্যান্ট নই। এরই পরিপ্রেক্ষিতে নোবেল শুক্রবার (২ জুলাই) ফের নিজের বক্তব্য ফেসবুকে প্রকাশ করেছেন। নোবেল বলেন, 'মাতৃত্ব কেবলমাত্র একজন নারীর জন্যই পবিত্র কিংবা সম্মানের বিষয় নয়। একজন পুরুষের জন্যও অত্যন্ত আনন্দের এবং খুব গর্বের একটি বিষয়। এগুলো নিয়ে কেউ মিথ্যাচার করে না। একটি শিশুকে ১০ মাস ১০ দিন গর্ভে ধারণ করেন মা। কিন্তু শিশুর পিতা কিন্তু সেই মা-কে ১০ মাস বুকে আগলে রাখে। আমার স্ত্রী, সালসাবিল তাঁর অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার লক্ষণগুলো আমার সঙ্গে শেয়ার করেন এবং তার ফলে আমি এক্সাইটেড হয়ে স্ট্যাটাসটি গণমাধ্যমে প্রকাশ করি। সম্ভাব্য পিতা হিসেবে বিষয়টা কি স্বাভাবিক নয়? আপনি বাবা হওয়ার ইঙ্গিত পেলে নিজে কী করতেন বলুন? আমি মাত্র ২৩ বছর বয়সে বাবা হওয়ার খুশি ধরে রাখতে পারিনি।'



তাকে হুমকি দেওয়া হয়েছে দাবি করে নোবেল বলেন, স্ট্যাটাসটি দেওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে আমার স্ত্রী, সালসাবিল আমাকে ফোন করে বাচ্চা 'এবর্শন' করে ফেলবে- এই হুমকি দেয়। কারণ আমি নাকি তাঁর বাচ্চার বাবা হওয়ার যোগ্য না। আমার অনেক হেটার্স! অনেক কন্ট্রোভার্সি। ব্যাংক ব্যালান্স এই মুহূর্তে একটু কম। যেহেতু আমাদের শিল্পীদের গত বছরের মার্চ থেকে 'লাইভ কনসার্ট' বন্ধ। তা ছাড়া দু'জন প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে-মেয়ে স্বসম্মতিতে বিয়ে করেছি, তাই আমার স্ত্রীর পিতৃ পক্ষ কোনোভাবেই আমাদের বিয়ে টিকতে দেবে না। এমনকি আমার ঘরের তালা ভেঙে ঘরে ঢুকে আমাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। সম্ভাব্য শিশুটিকে খুন করা হয়ে থাকতে পারে। এমন আশঙ্কাও নোবেল প্রকাশ করেছেন। নোবেল বলেন, যদিও আমি আমার স্ত্রীকে মেডিক্যাল টেস্ট করানোর আগেই আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে স্ট্যাটাসটি দিই। মেডিক্যাল টেস্ট করালে হয়তো পজিটিভই আসত। তবে জানি না এতক্ষণে আমার সম্ভাব্য বাচ্চাটি জীবিত আছে নাকি 'পিল' খেয়ে শিশুটির মা শিশুটিকে খুন করেছে। তবে কয়েকটি মাস পর যে শিশু বা ফেরেশতাটি পৃথিবীর আলো দেখত, আমার প্রাণ চলে গেলেও আমি তার প্রাণহানি হতে দিতাম না। স্ত্রী নিজেই বাচ্চা নিতে ইচ্ছুক- এমন দাবি করে নোবেল বলেন, আমি তো আমার স্ত্রীর কোনো সন্ধানই জানি না। কোথায় থাকে, কার সঙ্গে থাকে, কী করে, কী পরে, কী খায়? কিছুই জানি না। এই ১.৫ বছরের বৈবাহিক জীবনে আমার সঙ্গে আমার স্ত্রী খুব অল্প সময়ই ছিল। কারণ সে তার পড়ালেখা এবং তার বাবা-নানু-খালা-বোনদের নিয়ে ব্যস্ত থাকে। সংসারটা এখনো আমার করা হয়নি। হয়তো হবে একদিন। আমাদের সম্প্রতি পাবনা ট্যুরে আমার স্ত্রী নিজেই বলেছে, সে বাচ্চা নিতে ইচ্ছুক। তবে কেন আজ এই কাদা ছোড়াছুড়ি। সাংবাদিক ভাইদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, আমার বক্তব্য সংবাদমাধ্যমে প্রচার করার জন্য। ধন্যবাদ।

'সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যবিধি মেনে কাজ করা শিল্পীদের পক্ষে কখনোই সম্ভব নয়'

বিনোদন ডেস্ক: করোনাকালেও নিয়মিত শুটিং করছেন অভিনেত্রী শাহনাজ খুশী। কাজ করছেন ধারাবাহিক ও খন্ড নাটকে। বর্তমানে ব্যস্ত আছেন কুরবানির ঈদের নাটক নিয়ে। ঈদের নাটকের কাজ ও সমসাময়িক বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে আজকের 'হ্যালো...' বিভাগে কথা বলছেন তিনি

*** কী নিয়ে এখন ব্যস্ত আছেন?**

** অভিনয় নিয়েই আমার ব্যস্ততা। সামনে ঈদ। এরই মধ্যে কয়েকটি ঈদের নাটকে অভিনয় করেছি। সম্প্রতি দীপু হাজরার পরিচালনায় 'মুঘল ফ্যামিলি' নামের সাত পর্বের একটি নাটকের কাজ শেষ করেছি।

*** লকডাউন আর করোনা পরিস্থিতির অবনতি-এর মধ্যেও কাজ করছেন?**

** একটু সমস্যা তো হচ্ছেই। রাস্তার এমন পরিস্থিতিতে স্পটে আসা, সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যবিধি মেনে কাজ করা, আমাদের শিল্পীদের পক্ষে সম্ভব হয় না। কিন্তু ইউনিটের অন্যান্য যারা আছেন তারা চেষ্টা করেন মাস্ক পরা বা অনান্য বিষয়গুলো মানার। কিন্তু আমরা ক্যামেরার সামনে যারা থাকি তারা চাইলেই স্বাস্থ্যবিধি মানতে পারি না।

*** অভিনয় জীবনে বড় প্রাপ্তি কী?**

** অভিনয় জীবনের বড় প্রাপ্তি নিজেকে রোজ ঢেলে সাজাতে পারি, নিজের নানা সীমাবদ্ধতাকে দেখতে পাই, তা অতিক্রম করার জন্য চর্চা করি। এর বাইরে যদি বলি, দর্শকের ভালোবাসা। তাই আমাদের নাট্যাঙ্গনে অনেক সীমাবদ্ধতার পরও তাদের জন্য ভালো কিছু করার চেষ্টা থাকে শিল্পীদের।

*** পরিচালনায় আসার ইচ্ছা আছে?**

** আপাতত সে রকম ইচ্ছা নেই। আমার মনে হয় এ জায়গাটায় যদি জেনে-বুঝে আসা যায়, তবেই ভালো করা সম্ভব।



*** অভিনয় শেখার জন্য আমাদের দেশে থিয়েটারই ভরসা। বিষয়টি কীভাবে দেখেন?**

** এটি সত্যি খুব দুঃখজনক এবং লজ্জার। কাজের সুবাদে আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতের নাট্যাঙ্গনের মানুষের সঙ্গে মেশা হয়। তারা যখন নিজেদের গল্প করেন তখন আমরা লজ্জা পাই। কারণ আমাদের এখানে অভিনয় শেখার মতো সে রকম কোনো জায়গা নেই। তা ছাড়া এখনকার সময়ে যারা অভিনয়ে আসেন বেশিরভাগের মাঝে মনে হয় শেখা বা চর্চার প্রতি একটা অনীহা আছে। তবু এ শিল্পটা নিয়ে আমাদের প্রত্যাশা অনেক।

মন খুলে বাঁচতে পারার নাম জীবন: জয়া

বিনোদন ডেস্ক: জয়া আহসান। অভিনেত্রী ও প্রযোজক। অসাধারণ অভিনয়শৈলী দিয়ে তিনি সিনেমাপ্রেমীদের মন জয় করে নিয়েছেন। বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলায় জনপ্রিয় অভিনেত্রীর তালিকায় রয়েছেন তিনি। চারবারের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার বিজয়ী এই অভিনেত্রীর জন্মদিন ছিল ১ জুলাই। জন্মদিন ও অন্যান্য প্রসঙ্গে কথা বলেছেন তিনি-

সমকালের পক্ষ থেকে আপনাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা। এবারের জন্মদিন কীভাবে উদযাপন করলেন?

ধন্যবাদ। আপনাদেরও শুভেচ্ছা। সত্যি বলতে কী, কখনও সেভাবে ঘটা করে আমার জন্মদিন উদযাপন করা হয় না। বরাবরের মতো এবারও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেই জন্মদিনের আনন্দ ভাগাভাগি করে নিয়েছি। সাধারণত প্রতি জন্মদিনে মা আমার পছন্দের খাবার রান্না করেন। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। এ ছাড়া জন্মদিনের আগের রাত থেকে শুরু করে পরদিন সারাদিন ভক্ত ও ভালোবাসার মানুষেরা শুভেচ্ছা জানিয়েছে। সবাই আমাকে নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে খুব সুন্দর করে নানা কথা লিখেছেন। অনেকের লেখায় আন্তরিকতা আর মমতা ছিল। সত্যিকারের ভালোবাসা এমন দিনেই টের পাওয়া যায়।

 # ভক্তদের এই ভালোবাসায় কেমন লাগে?

দারুণ লাগে। ভক্তদের কারণেই তো আমি আজকে জয়া হয়েছি। তারা না থাকলে আমিও নেই। ভক্তদের ভালোবাসায় আমি প্রতিনিয়ত আপ্লুত হই। তাই দর্শকের কথা মাথায় রেখে ভালো গল্পের ভালো সিনেমায় অভিনয় করি। সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন। মহান আল্লাহ যেন আমায় সুস্থ রাখেন, ভালো রাখেন। যাতে করে ভক্ত-দর্শকদের ভালো ভালো গল্পের সিনেমা উপহার দিতে পারি।



 # জন্মদিনে পাওয়া সেরা উপহার কী?

সেটা অনেক বছর আগের কথা। তখন আমার বয়স পাঁচ বছর। সেই সময় আমরা কলাবাগানে থাকতাম। সেখানে আমার নানাবাড়ির নিচতলার এক ভাড়াটিয়া থাকতেন। সেই পরিবারে আমার বয়সী এক মেয়ে ছিল। যার নাম শান্তা। তার সঙ্গে আমার দারুণ বন্ধুত্ব হয়েছিল। সে যা করত আমিও তাই করতাম। এখনও মনে আছে, সে যদি মাথা ন্যাড়া করত, আমিও ন্যাড়া করতাম। সেই সময় আমার জন্মদিনে সে আমাকে একটি মাটির চুলা উপহার দিয়েছিল। খুব সুন্দর ছিল সেই মাটির চুলাটি। কী যে খুশি হয়েছিলাম সেই সময়। যা এখনও আমার মনে পড়ে। যদিও এখন সেই শান্তা কোথায় থাকে তা আমার জানা নেই। তারপরও সেই ঘটনা আজও আমার কাছে সেরা।

 # আপনার কাছে জীবনের সংজ্ঞা কী?

আমি মনে করি, মন খুলে বাঁচতে পারার নাম জীবন। জীবন উদযাপনের। জীবন উপভোগের।

 # আপনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশ সরব...

দেখুন, আমি চেষ্টা করি সময়ের সঙ্গে চলতে। তাই তো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যেমন আমার ছবি পোস্ট করি, ঠিক তেমনি সামাজিক নানা বিষয় নিয়েও নিজের মতামত প্রকাশ করি।

 # শুনলাম নতুন বিজ্ঞাপনে কাজ করেছেন?

ঠিকই শুনেছেন। আদনান আল রাজিবের পরিচালনায় একটি বিজ্ঞাপনে কাজ করেছি। কিছু বাধ্যবাধকতা থাকায় পণ্যটি নিয়ে এখনই বিস্তারিত কিছু বলতে পারছি না। তবে দীর্ঘদিন পর ভালো একটি কাজ হয়েছে এটি বলতে পারি। নির্মাতা আদনানের সঙ্গে এবার প্রথম কাজ করলাম। দারুণ অভিজ্ঞতা হয়েছে। আশা করছি বিজ্ঞাপনটি দর্শকদের ভালো লাগবে।

 # এবার সিনেমার কথা বলুন?

বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের বেশ কয়েকটি সিনেমার সঙ্গে কাজের বিষয়ে চুক্তি করেছি। এখন সব নির্ভর করছে করোনা পরিস্থিতির ওপর। করোনার প্রকোপ কমলে কাজগুলো একে একে শুরু হবে। এ ছাড়া আমার প্রযোজিত 'রইদ' নামের একটি ছবি এ বছর সরকারি অনুদানের জন্য চূড়ান্ত হয়েছে। মেজবাউর রহমান সুমনের পরিচালনায় নির্মিত এই ছবির কাজ খুব শিগগিরই শুরু হবে।

 # আপাতত সিনেমার ব্যস্ততা নেই, তাহলে এই সময়ে কী করছেন?

বাসায় নিয়মিত শরীরচর্চার পাশাপাশি বাসার ছাদবাগান পরিচর্চা করছি। বাসার ছাদ ও ব্যালকনির চারপাশে প্রায় শতাধিক ফল ও সবজির গাছ রয়েছে। যার কারণে দিনের বেশিরভাগ সময় এই বাগানে আমার সময় কেটে যায়। মৌসুমি ফলের চাষ করেছি। সিনেমা দেখার পাশাপাশি প্রচুর বই পড়ছি। গান শুনছি। পরিবারের সবাইকে সময় দিচ্ছি। এভাবেই সময় কেটে যাচ্ছে। সিনেমার দেখার পাশাপাশি প্রচুর বই পড়ছি।



খোঁজ মিলল পপির

বিনোদন ডেস্ক: দীর্ঘদিন ধরে আড়ালে ছিলেন অভিনেত্রী সাদিকা পারভীন পপি। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম থেকে শুরু করে মোবাইল ফোন– সব কিছুই বন্ধ রেখেছিলেন। এই সময়ে তাঁর বিয়ে ও মা হতে যাওয়ার খবরও চাউর হয়। এ বিষয়ে তাঁর পরিবারও ছিল অন্ধকারে। দুই সপ্তাহ আগে পপির বাবা আমির হোসেন টুলু বলেছিলেন, 'আমিও লোকমুখে শুনেছি পপি বিয়ে করেছে। তবে আমরা কিছুই জানি না। দীর্ঘদিন ধরে আমি ঢাকা ছেড়ে খুলনায় বসবাস করছি।' ৩০ জুন হঠাৎই আড়াল ভাঙলেন পপি। পুরনো নম্বর বদলে নিয়েছেন নতুন মোবাইল নম্বর। সেই নম্বর প্রকাশ না করার শর্তে তিনি বলেন, 'আমাকে নিয়ে যা যা রটেছে তার সব ব্যাখ্যা নিয়ে হাজির হব শিগগির। শুধু জানিয়ে রাখি, পারিবারিক কিছু সমস্যার কারণে আমাকে আড়ালে থাকতে হয়েছে। সেসব সমস্যা কাটিয়ে উঠেছি। অনেক কাঠখড়ও পোড়াতে হয়েছে, যা সবার জানা উচিত। সবার কাছ থেকে আর কিছুদিন সময় চেয়ে নিচ্ছি।' তিনি যে ঢাকাতেই রয়েছেন সে কথাও এই প্রতিবেদককে জানান পপি।

তবুও ইতিবাচক শ্রাবন্তী

বিনোদন ডেস্ক: শ্রাবন্তীকে নিয়ে জল্পনা বাড়ছেই। নিত্য নতুন পোস্টে মনের ভাব প্রকাশ করছেন এ নায়িকা। রোশান যতই তার বিরহে কাতর হয়ে ফের সংসার করার ইচ্ছা প্রকাশ করুন না কেন, নায়িকা অনেক আগেই মুখ ফিরিয়েছেন। তার নতুন বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে পার্টির ছবিও এসেছে প্রকাশ্যে। বোঝাই যাচ্ছে তিনি ফের নতুন করে জীবন শুরু করতে চান। সম্প্রতি নিজের ইনস্টাগ্রামে শ্রাবন্তী একটি ছবি পোস্ট করে লেখেন, জীবন একটাই, একবারই বাঁচার সুযোগ আসে, সঠিক পথে হাঁটলে একটা জীবনই যথেষ্ট। প্রাণভরে বাঁচতে চাইছেন নায়িকা। কিছুদিন আগে পাহাড়ে একান্তে সময় কাটিয়ে ফিরেছেন। বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর চুটিয়ে প্রচার করেছিলেন, ফল ঘোষণার পর একটু আশাহত হয়েছেন ঠিকই। তবে সব কাজ মিটিয়ে একটু আলাদা সময় কাটাতে পাহাড়ের হাওয়া গায়ে লাগিয়ে ফুরফুরে মেজাজে ফিরেছেন শহরে। দ্বিতীয় ঢেউয়ের বিধিনিষেধ একটু স্বাভাবিক হতেই কাজে নেমেছেন। একের পর এক ফোটোশুট করেছেন, সেই ছবিও পোস্ট করেছেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। সেই ছবির কমেন্ট বক্সে কটূক্তিও কম ছিল না। তবে তা পাত্তাই দেননি নায়িকা। এত বিতর্ক তবুও ইতিবাচক থাকতে পছন্দ করেন তিনি।



দুর্দিনে আর্থিক সংকট থেকে বাঁচতে করণীয়

(শেষের পাতার পর)

জীবন-জীবিকার সংকট দেখা দিয়েছে সর্বত্র। এমন সংকটকালে আর্থিক সংকট থেকে জীবনযাপনে সংযত হওয়ার পাশাপাশি অনাগত দিনের জন্য সঞ্চয় করার পরামর্শ দিয়েছে। ইরশাদ হয়েছে, 'হে মুমিনরা, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো; প্রত্যেকেই ভেবে দেখুক আগামীকালের জন্য সে কী অগ্রিম পাঠিয়েছে। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। তোমরা যা করো আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত।' (সুরা হাশর, আয়াত : ১৮)

উল্লিখিত আয়াতে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় গড়ে তুলতে যে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, তা প্রধানত পরকালের ব্যাপারে। তবে পার্থিব জীবনেও মুমিন তার ভবিষ্যতের ব্যাপারে উদাসীন হবে না, যা অন্যান্য আয়াত ও হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়।

মুমিন ভবিষ্যতের উদাসীন নয়

সাদ (রা.)-কে অসুস্থ অবস্থায় দেখতে যান মহানবী (সা.)। তখন তিনি তাঁর সব সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করতে চাইলে নবীজি (সা.) বলেন, 'এক-তৃতীয়াংশ। আর এক-তৃতীয়াংশও অনেক। তোমার সম্পদ থেকে তুমি যা সদকা করো, তা তো সদকাই এবং তোমার পরিবারের জন্য যা খরচ করো, তাও সদকা। আর তোমার সম্পদ থেকে তোমার স্ত্রী যা খায় তাও সদকা। তোমার পরিবার-পরিজনকে যদি তুমি সম্পদশালী রেখে যাও অথবা বলেছেন স্বাচ্ছন্দ্যে রেখে যাও, তাহলে তা তাদের মানুষের কাছে হাতপাতা অবস্থায় রেখে যাওয়ার তুলনায় উত্তম। আর এ কথা বলতে বলতে তিনি নিজ হাত দিয়ে ইশারা করেন।' (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৪১০৭)

আর্থিক অনটনের ব্যাপারে কেন সতর্কতা প্রয়োজন?

মহানবী (সা.) ভবিষ্যৎ দারিদ্র্যের ব্যাপারে সতর্ক করে বলেছেন, 'দারিদ্র্য মানুষকে কুফরি নিকটবর্তী করে দেয়।' ইমাম গাজালি (রহ.) এ হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেছেন, 'অভাবের কারণে মানুষ কুফরিতে লিপ্ত হওয়ার উপক্রম হয়। কেননা, অভাব তাকে ধনীদের প্রতি হিংসায় লিপ্ত করবে। আর হিংসা পুণ্যকে ধ্বংস করে। দীনহীন অবস্থায় পড়লে মানুষের মনমানসিকতা নষ্ট হয়। ফলে তার দ্বিন পালনের আগ্রহ হারিয়ে যায়। এ ছাড়া দারিদ্র্যের কারণে মানুষের মনে আল্লাহ কর্তৃক বণ্টিত জীবন-জীবিকা ও ভাগ্যের প্রতি অসন্তোষ সৃষ্টি হতে পারে।' (ফয়জুল কাদির : ৪/৬৮৬)

সংকট থেকে বাঁচতে কোরআনের নির্দেশনা

পবিত্র কোরআনের সুরা ইউসুফে আল্লাহ তাআলা মানুষকে অনাগত দিনের সংকট থেকে আত্মরক্ষার পথ বাতলে দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে, 'ইউসুফ বলল, তোমরা সাত বছর একাদিক্রমে চাষ করবে, অতঃপর তোমরা যে শস্য কাটবে তার মধ্যে সামান্য পরিমাণ তোমরা ভক্ষণ করবে, তা ছাড়া সমস্ত শীষসহ রেখে দেবে। এরপর আসবে সাতটি কঠিন বছর। এই সাত বছর যাহা আগে সঞ্চয় করে রাখবে লোকে তা খাবে; শুধু সামান্য কিছু যা (বীজ হিসেবে) তোমরা সংরক্ষণ করবে তা ছাড়া। অতঃপর আসবে এক বছর, সে বছর মানুষের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে এবং সে বছর মানুষ প্রচুর ফলের রস নিংড়াবে।' (সুরা ইউসুফ, আয়াত : ৪৭-৪৯)

কোনো জাতীয় সংকটের আশঙ্কা হলে আয়াতের নির্দেশনা মতে মানুষ যথাসম্ভব সংরক্ষণ করবে। আর সাধারণ সময়ের জন্য মুসলিম স্কলারদের পরামর্শ হলো মানুষ তার আয়ের তিন ভাগের এক ভাগ ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষণ করবে।

সংরক্ষণের সময় যা লক্ষণীয়

ইসলাম প্রয়োজনীয় সম্পদ সংরক্ষণের অনুমতি দিলেও সমাজের আর্থিক ভারসাম্য নষ্ট হয়- এমন কাজ করার অনুমতি দেয়নি। যেমন-

১. কার্পণ্য না করা: সম্পদ সংরক্ষণের নামে কার্পণ্য করা অগ্রহণযোগ্য। আল্লাহ বলেন, 'যারা কৃপণতা করে, মানুষকে কৃপণতার নির্দেশ দেয় এবং আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের যা দিয়েছেন তা গোপন করে আর আমি আখিরাতে অবিশ্বাসীদের লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।' (সুরা নিসা, আয়াত : ৩৭)

২. অসহায় মানুষকে বঞ্চিত না করা: সম্পদের জাকাত তথা অসহায় মানুষের আল্লাহ প্রদত্ত অধিকার আদায় না করার কঠোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। ইরশাদ হয়েছে, 'আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না তাদের মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও।' (সুরা তাওবা, আয়াত : ৩৪)

৩. ভারসাম্য নষ্ট না করা: মানুষ এই পরিমাণ সম্পদ সংরক্ষণ করতে পারবে না, যাতে সমাজের আর্থিক ভারসাম্য নষ্ট হয় এবং তাতে শ্রেণিবৈষম্য তৈরি হয়। আল্লাহর নির্দেশ, 'সম্পদ যেন তোমাদের ধনীদের মধ্যে আবর্তন না করে।' (সুরা হাশর, আয়াত : ৭)

৪. হারাম উপার্জন থেকে বাঁচা: হারাম উপার্জনের কারণে আল্লাহ মানুষের ওপর ক্রোধান্বিত হন। ফলে মানুষের ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'এমন কিছু মানুষ রয়েছে যারা অন্যায়ভাবে আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদে ডুবে থাকে। কিয়ামতের দিন তাদের জন্য জাহান্নামের আগুন।' (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৩১১৮)

আর্থিক সংকট থেকে বাঁচতে করণীয়

কোরআন ও হাদিসে সংককালে স্বস্তিকর জীবন লাভের জন্য যেসব আমলের কথা বলেছে তার কয়েকটি হলো-

১. অর্থ ব্যয়ে ভারসাম্য অপরিহার্য: ইসলাম সম্পদ ব্যয়ে ভারসাম্য রক্ষার নির্দেশ দিয়েছে। ইরশাদ হয়েছে, 'তুমি তোমার হাত তোমারগ্রীবায় আবদ্ধ করে রেখো না এবং তা সম্পূর্ণ প্রসারিতও কোরো না, তাহলে তুমি তিরস্কৃত ও নিঃস্ব হয়ে পড়বে।' (সুরা বনি ইসরাইল, আয়াত : ২৯)

২. অপচয় ও অপব্যয় নিষিদ্ধ: মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা খাও ও পান করো; অপচয় কোরো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ অপচয়কারীকে ভালোবাসেন না।' (সুরা আরাফ, আয়াত : ৩১)

৩. ধনীদের আছে মানবিক দায়: নিজ প্রচেষ্টায় সব মানুষ বিপর্যয় থেকে বাঁচতে পারে না। তাই সামাজিক সুরক্ষায় ধনীদের দায়িত্ব রয়েছে। আল্লাহ বলেন, 'আত্মীয়-স্বজনকে দেবে তার প্রাপ্য এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও এবং কিছুতেই অপব্যয় কোরো না।' (সুরা বনি ইসরাইল, আয়াত : ২৬)

৪. জীবিকার অনুসন্ধান করা: কর্মতৎপর মানুষ সাধারণত জীবন-জীবিকার সংকট থেকে বেঁচে থাকে। তাদের প্রশংসায় ইরশাদ হয়েছে, 'অপর লোকেরা পৃথিবীতে বিচরণ করে আল্লাহর অনুগ্রহ (জীবিকা) অনুসন্ধান করে।' (সুরা মুজ্জাম্মিল, আয়াত : ২০)

৫. সম্পদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা : সম্পদ ধ্বংস হয়- এমন সব কাজ থেকে আল্লাহ বিরত থাকার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, 'তোমাদের সম্পদ, যা আল্লাহ তোমাদের জন্য উপজীবিকা করেছেন তা নির্বোধ মালিকদের হাতে অর্পণ কোরো না।' (সুরা নিসা, আয়াত : ৫)

৬. আল্লাহর কাছে দোয়া করা : রাসুলুল্লাহ (সা.) প্রত্যেক নামাজের পর দোয়া করতেন, 'হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে কুফরি, দারিদ্র্য ও কবরের শাস্তি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।' (সুনানে নাসায়ি, হাদিস : ১৩৪৭)। আল্লাহ সবাইকে সংকট থেকে রক্ষা করুন। আমিন।

মেসির অসাধারণ ফ্রি-কিকে সেমিতে আর্জেন্টিনা

(শেষের পাতার পর)

আর শিরোপা রাখার জায়গা নেই তার ব্যক্তিগত শোকেসে। সবই ক্লাব ফুটবলের। স্বদেশি কিংবদন্তি ম্যারাডোনা হতে হবে তাকে। খুশি করতে হবে আর্জেন্টাইনদের। স্প্যানিশদের নয়। মনযোগ শুধুই কোপা আমেরিকায়।

এমন লক্ষ্য নিয়েই দলকে নিয়ে রোববার কোপা আমেরিকার চতুর্থ সেমি ফাইনালে ইকুয়েডরের মুখোমুখি হয়েছে আর্জেন্টিনা। তার ফলও পেলেন মেসি। তার অসাধারণ নৈপুণ্যে ইকুয়েডরকে ৩-০ গোলে হারাল আর্জেন্টিনা। তিনটি গোলেই রয়েছে মেসির অবদান। অসাধারণ ফ্রি-কিক থেকে একটি করেছেন নিজেই। বাকি দুটো করিয়েছেন ডি পল ও মার্টিনেজকে দিয়ে।

আর্জেন্টাইন কোচ কোচ স্কলানি আজ মাঠে নামান-গালিন্দেজ, হিনকাপি, আরবোলেদা, এসতাপিনান, গ্রুয়েজো, ভ্যালেন্সিয়া, মেনা, অ্যঞ্জেলো, মেন্দেজ, ফ্র্যাঙ্কো, পালাসিয়সকে। রিজার্ভ বেঞ্চে লুকিয়ে রেখেছেন ডি মারিয়া, আগুয়েরোদের।

শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক খেলে ইকুয়েডরকে চাপে রাখে আর্জেন্টিনা। পরীক্ষা নিতে থাকেন ইকুয়েডরের গোলরক্ষক গালিন্দেজের। যদিও বেশিরভাগ শটই লক্ষ্য বরাবর ছিল না।

২ মিনিটের মাথায় আর্জেন্টিনার প্রথম আক্রমণ প্রতিহত করেন গালিন্দেজ। ৫ মিনিটের মাথায় ইকুয়েডরের পোস্ট লক্ষ্য করে শট নেন ডি পল, তবে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। ১৪ মিনিটের মাথায় গোললাইন থেকে বল প্রতিহত করে দলের পতন রোধ করেন আরবোলেতা।

১৭ মিনিটে কর্ণার পায় আর্জেন্টিনা। কিক নেন মেসি। চমৎকার কিকে বল পান পেজেল্লা। বুক থেকে বল নামিয়ে ইকুয়েডরের পোস্ট লক্ষ্য করে শট নিলেও তা টার্গেটে ছিল না। ২০ মিনিটের মাথায় হলুদ কার্ড দেখেন ইকুয়েডরের অ্যাঞ্জেলো প্রেসিয়াদো।

২২ মিনিটের মাথায় গোলের সহজ সুযোগ নষ্ট করলেন খোদ মেসি। ইকুয়েডরের গোলরক্ষককে একা পেয়েও গোল করতে পারলেন না মেসি। তার শট পোস্টে প্রতিহত হয়।

২৪ মিনিটের মাথায় অফসাইডের আওতায় পড়েন মেনা। ইকুয়েডরের আক্রমণ ভেস্তে যায়। ৩১ মিনিটের মাথায় হলুদ কার্ড দেখলেন ইকুয়েডরের ফ্র্যাঙ্কো।

অবশেষে উল্লাসে ভাসার উপলক্ষ পেল আলবিসেলেস্তেরা। ৪০ মিনিটের মাথায় মেসির পাস থেকে গোল করলেন ডি পল। ১-০ গোলে লিড নিল আর্জেন্টিনা। ৪৪ মিনিটের মাথায় হলুদ কার্ড দেখেন এসতাপিনান।





ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীা বাংলাদেশ কনস্যুলেট পরিদর্শন



নিউইয়র্ক: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ভূমি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী গত ১ জুলাই বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, নিউইয়র্ক পরিদর্শন করেন। কনসাল জেনারেল সাদিয়া ফয়জুননেসাসহ কনস্যুলেটের অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ তাঁকে স্বাগত জানান।

কনস্যুলেটের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেও সাথে মতবিনিময়কালে মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশ সার্বিকভাবে সমৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে তাঁর সঠিক লক্ষ্যে এগিয়ে চলছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর মাহেন্দ্রক্ষণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের অর্থনীতির অদম্য অগ্রযাত্রার কথা উল্লেখ করে ভূমিমন্ত্রী সকলকে বঙ্গবন্ধুরস্বপ্নের 'সোনারবাংলা' প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসার আহবান জানান। তিনি আরো বলেন, প্রবাসীরা দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের পাশাপাশি বিদেশের মাটিতে বাংলাদেশের ভাবমূর্তিবৃদ্ধির জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। তিনি দেশের অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহে আরো বেশীকরে বিনিয়োগের জন্য প্রবাসীদের অনুরোধ জানান।

কনসাল জেনারেল সাদিয়াফ য়জুননেসা মন্ত্রীকে কনস্যুলেট-এর বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে সম্যকধারণা দেন এবং পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে কনস্যুলেট-এর কার্যক্রম তুলে ধরেন।

পরে মন্ত্রী কনস্যুলেটের বিভিন্ন ধরণের কনস্যুলার সেবা কার্যক্রম পরিদর্শন করেন এবং কনস্যুলার সেবাপ্রার্থীদের সাথে কথা বলেন। ভূমি মন্ত্রী কনস্যুলেটের সার্বিক কার্যক্রমে সন্তোষ প্রকাশকরেন এবং ভবিষ্যতে এ ধারা অব্যাহত রাখার জন্য কনস্যুলেটের কর্মকর্তাবৃন্দকে অনুরোধ জানান। কনসাল জেনারেল সাদিয়া ফয়জুননেসা ভূমিমন্ত্রীকে কনস্যুলেট সফরের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ফিলিস্তিনি ও উইঘুরদের পক্ষে কথা বলায় নিউইয়র্কে পাকিস্তানী ছাত্রীকে হুমকি



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ডে অবস্থিত একটি উচ্চ বিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ফিলিস্তিনি ও উইঘুর মুসলিমদের নিয়ে কথা বলে সন্ত্রাসীদের হুমকির মুখে পড়েছেন হুদা আয়াজ নামে এক পাকিস্তানি ছাত্রী ও তার পরিবার। সদ্যই এ বিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা শেষ করা হুদা আয়াজ ও তার সহপাঠীদের সম্মাননা প্রদানের জন্য আয়োজিত অনুষ্ঠানটিতে তিনি চীনের জিংজিয়াং প্রদেশ ও ফিলিস্তিনের নির্যাতিত মুসলিমদের অধিকার নিয়ে কথা বলেন। সপ্তাহখানিক আগে এ ঘটনা ঘটে বলে আজ বুধবার প্রভাবশালী আরবি গণমাধ্যম আল জাজিরা মুবাশির জানিয়েছে।

গণমাধ্যমকে হুদা আয়াজ এ সম্পর্কে বলেন, উইঘুর ও ফিলিস্তিনি মুসলিম ইস্যু নিয়ে সমাবর্তনে কথা বলার পরে অজ্ঞাত ঠিকানা থেকে তার নিকট একটি চিঠি আসে, চিঠিতে তাকে এবং তার পরিবারকে পাকিস্তানে ফেরত পাঠানোর হুমকি দেওয়া হয়।

জানা যায়, সমাবর্তনে বিদায়ী শিক্ষার্থীদের 'উচ্চ শিক্ষার্জনের সময় ফেলে আসা পরিস্থিতি সম্পর্কে নিঃসঙ্কোচে বলো' শিরোনামে বক্তৃতা দেয়ার সুযোগ ছিল– এরকম স্বাধীন শিরোনামের অনুষ্ঠানেও মুসলিমদের পক্ষে বলে হুমকি পেলেন পাক-তরুণী হুদা আয়াজ। তিনি তার বক্তৃতায় সদ্য বিদায়ী তার সহপাঠীদের ওইসব মানুষ সম্পর্কে কথা বলার আহবান জানান যারা নিজেদের অধিকারের কথা বলতে পারে না এবং ওইসব মানুষের পক্ষে অবস্থান ব্যক্ত করার কথা বলেন যারা মজলুম ও নির্যাতিত। একইসাথে জাতিগতভাবে নির্যাতনের শিকার ফিলিস্তিনি ও উইঘুর মুসলিমদের সম্পর্কে তাদের সত্য সম্পর্কে অবগত হওয়ার আহবান জানান। কারণ, তিনি তার বিগত শিক্ষাজীবনে এই দুই মুসলিম জাতির অসংখ্য নির্যাতিত হওয়ার খবর শুনেছেন।

মেয়েদের মুখে যে

(শেষের পাতার পর)

রোগ। পুরুষ ও নারী হওয়া হরমোনের মাধ্যমেই সণাক্ত হয়। সঠিক সময়ে হরমোনের চিকিৎসা করানো গেলে সুস্থ হওয়া সম্ভব।

পুরুষের মতো অনেক মেয়ের মুখেও স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি লোম দেখা যায়। চিকিৎসা বিজ্ঞানে এ অবস্থাকে হিরসুটিজম বলা হয়। যেকোনো বয়সের মহিলাদের বেলায়ই ব্যাপারটি অত্যন্ত বিরক্তিকর। বিশেষ করে তরুণী বা কম বয়সী মেয়েদের ক্ষেত্রে তা হয় মহা বিরক্তিকর।

সাধারণভাবে নারীদের মুখে অতিরিক্ত গোঁফ-দাড়ি হওয়াকে কোনো-না-কোনো রোগের লক্ষণ বলে ধরে নেয়া হয়। তবে অনেক সময় কোনো রোগ ছাড়াও মহিলাদের মুখে সামান্য লোম থাকতে পারে। বংশগত কারণেই এমনটি বেশি হয়ে থাকে। লোমের পরিমাণ অথবা প্রকৃতি বিভিন্নজনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকমের হতে পারে।

ধরে নেয়া হয়, মহিলাদের শরীরে এন্ড্রোজেন নামক হরমোনের আধিক্যই এ রোগের কারণ। এই এন্ড্রোজেন মূলত পুরুষ দেহে বিদ্যমান একটি হরমোন। তবে মহিলাদের শরীরেও এ হরমোন অল্পমাত্রায় বিদ্যমান থাকে। কোনো কারণে যদি এ হরমোনের মাত্রা মহিলাদের শরীরে বেড়ে যায় তা হলে মহিলাদের শরীরে এ রকম অতিরিক্ত মাত্রায় গোঁফ-দাড়ি গজাতে থাকে। তা ছাড়া শরীরে এন্ড্রোজেনজাতীয় হরমোনের কার্যক্ষমতাকে কমিয়ে দিতে পারে বা বিরত রাখতে পারে এমন প্রোটিনজাতীয় একটি পদার্থ স্বল্পতার কারণেও এ রকম অবস্থায় সৃষ্টি হতে পারে।

যা বলছেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক: এ ব্যাপারে হরমোন, ডায়াবেটিস ও মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডা. সুলতানা মারুফা শেফিন বলেন, মেয়েদের মুখে দাড়ি হওয়া হরমোনজনিত সমস্যা। ছেলেদের মুখে সময়মতো দাড়ি না ওঠাও আরেকটি হরমোনগত সমস্যা।

তিনি বলেন, প্রথমে আমাদের দেখতে হবে এটা বংশগত কিনা। কারণ অনেকের বংশে দাড়ি, গোঁফ কম হয়। যারা দাড়ি রাখেন তাদের মুখের দিকে তাকালে কিন্তু বোঝা যায়। সবার দাড়ির ঘনত্ব কিন্তু একই রকম নয়। আর একেবারে যদি দাড়ি না উঠে, তাহলে তাকে হরমোন বিশেষজ্ঞের কাছে পরামর্শ নিতে হবে সময়মত। একই সাথে তার অন্ডকোষ ঠিক আছে কিনা, দেখতে হবে। পেনিস (লিঙ্গ) ঠিক আছে কিনা, সাইজ ঠিক আছে কিনা দেখতে হবে। দাড়ি ওঠার যে হরমোন তা অন্ডকোষ থেকে তৈরি হয়। এ জাতীয় কোনো সমস্য হলে উন্নত চিকিৎসা রয়েছে।

নিউজার্সী প্রবাসী ফজলুল

(শেষের পাতার পর

)লরাল কবরস্থানে তার মরদেহ দাফন করা হবে।

বাংলাদেশে ফজলুল হকের বাড়ি সিলেটের গোলাপগঞ্জ উপজেলার ফুলবাড়ি ইউনিয়নে। তিনি ফুলবাড়ি ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান মরহুম ডা. ছাইব আলীর ছোটভাই।



ভূমধ্যসাগর থেকে বাংলাদেশীসহ ৮৪ জনকে উদ্ধার, ৪৩ জনের মৃত্যুর আশঙ্কা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: লিবিয়া থেকে ইতালি যাওয়ার পথে বাংলাদেশ, মিসরসহ চারটি দেশের অন্তত ৪৩ জন অভিবাসী ও শরণার্থীর ভূমধ্যসাগরে ডুবে মৃত্যু হয়েছে বলে আশঙ্কা করছে তিউনিসিয়ার রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি। দেশটির কোস্টগার্ড উপকূলে একটি বিধ্বস্ত নৌকা থেকে অন্য ৮৪ জনকে উদ্ধার করেছে। রেড ক্রিসেন্টের কর্মকর্তার বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানায়, ৮৪ জনকে উদ্ধার করা হলেও একই নৌকায় থাকা ৪৩ জন ভূমধ্যসাগরে ডুবে গেছেন বলে উদ্ধার হওয়ার তথ্য দিয়েছেন। উদ্ধার হওয়াদের মধ্যে বাংলাদেশ, সুদান, মিসর, ইরিত্রিয়া ও চাদের নাগরিক রয়েছেন। গত ২৮ ও ২৯শে জুন লিবিয়ার জুয়ারা উপকূল দিয়ে অবৈধভাবে ইতালি পৌঁছাতে ভূমধ্যসাগরে যাত্রা করেছিলেন উদ্ধারকৃত ব্যক্তিরা।

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500
আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।
দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য
আপনাদের সেবায়
ডাঃ কাজী জাফরি সাত্তার
ডাঃ এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)
আমরা বাংলায় কথা বলি
HOW TO REACH US
REQUEST A FREE CONSULTATION
718-760-5500
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
Free Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:
• গাড়ী দুর্ঘটনা • বার্থ ইনজুরি
• বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল • নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• ব্রেইন ইনজুরি • পিছলে পড়ে গেলে
• এলিভেটর এক্সিডেন্ট • লেড পয়জনিং
• স্কুল লায়াবিলিটি • কুকুর কামড়ালে
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা • ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্নী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
www.surdezperezlaw.com

জ্যাকসন হাইট্স কাজী অফিস
সম্পূর্ণ নিরিবিলি পরিবেশে নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্টার্ড কাজীর মাধ্যমে শরিয়ত সম্মতভাবে বিবাহ সম্পন্ন সহ নিউইয়র্ক সিটির 'ল' মোতাবেক ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও মুসলিম কাবিননামা প্রদান করা হয়।
বিস্তারিত তথ্যের জন্য ঃ ৭১৮-৬১৮-৪০৯৩
৪১-২২ ৭৫ স্ট্রিট, ১ম তলা, এলমহার্স্ট, নিউইয়র্ক ১১৩৭৩

গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

মুসলিম কাজী অফিস
ISLAMIC MARRIAGE SOLEMNIZER (NYC/S. REGISTERED)
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো ও নিউইয়র্ক সিটির 'ল' অনুযায়ী ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।
মাওলানা ক্বারী মোহাম্মদ রহমতউল্লাহ মজিদী
খতিব : ম্যানহাটন ডাউনটাউন ক্যানাল স্ট্রীট জুমা মসজিদ
ইমাম : বাইতুল ইসলাম মসজিদ এন্ড কমিউনিটি সেন্টার, ব্রুকলিন
প্রচলিত ক্লিনিক/সেন্টারে গিয়ে "বিশুদ্ধ কোরআন শিক্ষা" দেওয়া হয়।
ফোনঃ 347-612-7397, 718-565-8219

এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস

একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান

একাউন্টিং

ইনকাম ট্যাক্স-ব্যক্তিগত (Individual all State) কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নটফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আই.আর.এস-এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন

সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি। ইলেকট্রনিক ফাইলিং করা হয় ২০১৩

* বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেট রেজিস্ট্রেশন
* নোটারী পাবলিক রেজুমী
* দক্ষতার সাথে রেজুমী ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়
* ট্রান্সলেশন সার্ভিসেস

SNS Authorized *IRS e file* Provider

Electronic Filling & Direct Deposite for Accurate Faster & Secure Refund

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমারদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেয়া হয়।



অফিস সময়: সপ্তাহে সাত দিন সকাল ১০ টা থেকে সন্ধ্যা ৮ টা।
আমাদের রয়েছে ১৮ বছরের বেশী বিধিসম্মত নির্ভূল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা

EXPERIENCE COUNTS, TRUST, WE SERVE YOU BETTER

যোগাযোগ করুন: এম.এ. কাইয়ুম

৩৫-৪৬ ৩১ স্ট্রিট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক-১১১০৬

ফোন: ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স: ৭১৮-৩৬১-৬০৭১

email: snsmaq@aol.com (N এবং W ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী



SHEIKH SALIM
Attorney at Law

Accident Cases, Medical Malpractice & Legal Malpractice

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্ট্রাকশন দুর্ঘটনা
- ভুল চিকিৎসা
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- লেড বিষ সম্ভীয়
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- মিনিমাম ওয়েজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC

Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn	Jackson Heights
20 Arlington Place (Across the Fulton St.) (Betw. Bedford & Nostrand Ave) Brooklyn, NY 11216 Tel: 718-363-0100 Fax: 718-636-0112	70-17 37th Avenue (Betw. 70 & 71st Street) East Side of BQ Express Way Jackson Heights, NY 11372 Tel: 718-363-0100 Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

উইকেন্ড মাক্তাব ও আফটার স্কুল

আল্লাহর অশেষ মেহেরবাণীতে নিউইয়র্কের সাউথ জ্যামাইকায় আপনার সন্তানের ধর্মীয় শিক্ষার জন্য আল-মানসুর কালচারাল সেন্টারে সুব্যবস্থা হয়েছে, তাই পাবলিক স্কুলগামী ৯৮ভাগ মুসলিম শিক্ষার্থীকে আফটার স্কুল ও উইকেন্ড মাক্তাবের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জাগতিক শিক্ষার পাশাপাশি অত্যাবশ্যকীয় ধর্মীয় শিক্ষালাভের সুযোগ করে দেয়াই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

ফুলটাইম হিফ্জুল কোরআন ক্লাস

ইহা একটি পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস সম্বলিত ৫ বছরের কোর্স যেখানে কায়দা-কোরআন শিক্ষার পাশাপাশি দোয়া, আক্বীদা, আখলাক, ফিক্হ ও হাদীস এবং ইসলামিক ইতিহাস শিক্ষা দেয়া হয়।

সামার ক্লাস
সামার ভ্যাকেশনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সম্পূর্ণ একটি সিলেবাস।
সপ্তাহে ৪ দিন, জুলাই ০২-আগস্ট ৩০।
সকাল ১০:৩০ - দুপুর ১:৩০

বৈশিষ্ট্য সমূহঃ
- বিজ্ঞ আলেমদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত
- অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী
- সিলেবাস ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা
- শিক্ষাদানের ভাষা ইংরেজী
- সেমিষ্টার ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা
- ছেলে মেয়েদের আলাদা সুব্যবস্থা

ভর্তি চলছে!

সম্মানিত সচেতন অভিভাবক! আপনার সন্তানের ধর্মীয় অনুভূতি জাগরণে আপনাকেই নিতে হবে সঠিক সিদ্ধান্ত, আর তা বাস্তবায়ন ও সার্বিক সহযোগিতায় আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

পরিচালক ঃ *শায়েখ মুফ্তি মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্*
প্রাক্তন ইমাম, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট কারেকশনাল সার্ভিস।

Al-Mansoor Cultural Center
Learning · Reflecting · Celebrating

ভর্তি চলছে

Tel: 718-475-0904
646-545-1943
646-545-7924
107-57 154 Streeet, Jamaica, NY 11433

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030
নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন
After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।
বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels
কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD
KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372
Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

SECI
সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE BANKING DEPARTMENT OF THE STATE OF NEW YORK, NEW JERSEY, GEORGIA, MARYLAND & MICHIGAN

সোনালী এক্সচেঞ্জ প্রবাসে আপনার সবচেয়ে পুরনো ও বিশ্বস্ত বন্ধু

ঘরে বসে এখন Apps এর মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠানো যাবে। এই জন্য আই ফোন এবং এনড্রয়েড ফোনে প্লে ষ্টোরে গিয়ে ডাউনলোড করতে হবে এর Apps টি

- যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠান
- সর্বোচ্চ বিনিময় হার ও সর্বনিম্ন ফি।
- সরকারী নিরাপত্তায় আপনার প্রেরিত অর্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ ও আয়কর মুক্ত।
- বাংলাদেশের সর্বত্র ক্যাশ পিক-আপ।
- যে কোন ব্যাংক একাউন্টে টাকা পৌছে যায় অতি দ্রুত।
- ঘরে বা অফিসে বসেও অনলাইনের মাধ্যমে রেমিটেন্স করা যায়। লগ ইন করুন: www.sonaliexchange.com

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-505-8670	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন



চুল-দাড়ি ফেলে দিলেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী ট্রুডো

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: করোনা মহামারির কারণে গত এক বছর চুল-দাড়ি কাটেননি কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। এই সময়ে এ নিয়ে কম আলোচনা হয়নি। এবার চুল-দাড়ি ফেলে দিলেন তিনি।

'কানাডা দিবস' উপলক্ষে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছা সংবলিত একটি ভিডিওবার্তা প্রচার করা হয়েছে। এতে একেবারে দাড়ি-গোঁফ ফেলে দেওয়া ক্লিন সেভ করা এক নতুন জাস্টিন ট্রুডোকে দেখা যায়।

বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনায় উদযাপন করা হয়েছে কানাডার ১৫৪তম জন্মদিন। বছরের বেশির ভাগ সময় বরফাচ্ছন্ন থাকা কানাডার জন্মদিনে প্রতি বছরের মতোই ব্যাপক আয়োজনের মধ্য দিয়ে দিনটি উদযাপন করেন কানাডিয়ানরা।

আয়তনের দিক থেকে কানাডা ৯ লাখ ৯৮ হাজার ৬৭০ বর্গ কিলোমিটার হলেও জনসংখ্যা মাত্র সাড়ে ৩ কোটি। দেশটিতে রয়েছে ১০টি রাজ্য ও ৩টি টেরিটোরিজ।

তবে আয়োজনের কোনো কমতি ছিল না দেশটিতে। বিশেষ এই দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল 'কানাডা ডের কেক কাটা, ফায়ারওয়ার্কস, জাতীয় সংগীত, জাতীয় পতাকা উত্তোলন, সঙ্গীতানুষ্ঠান এবং আলোচনা সভা।

বাংলাদেশসহ মোট ১৪ দেশ সফরে নাগরিকদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরব আমিরাতের



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নাগরিকদের ১৪টি দেশ সফরে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে সংযুক্ত আরব আমিরাত। এর আগে এসব দেশ থেকে আরব আমিরাতে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল দেশটির কর্তৃপক্ষ। এসব দেশের তালিকায় রয়েছে, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ভারত, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, ভিয়েতনাম, লাইবেরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, নাইজেরিয়া, কঙ্গো, নামিবিয়া, জাম্বিয়া, উগান্ডা ও সিয়েরা লিওন। দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ ঘোষণা দিয়েছে।

এ নিয়ে সরকারের পক্ষ থেকে একটি বিবৃতিও প্রদান করা হয়েছে। এতে বলা হয়, বিশ্বজুড়ে যখন কোভিড মহামারি চলছে তখন ভ্রমণ অত্যন্ত অস্বাভাবিক বিষয়। তাই আরব আমিরাতের নাগরিকদের অবশ্যই সবধরনের সাবধানতা মেনে চলতে হবে। তারা যেসব দেশে যেতে চায় সেসব দেশে যে ধরণের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার কথা বলা আছে তা মানতে হবে।

তবে যেসব দেশ নিষেধাজ্ঞার আওতায় আছে সেসব দেশে কোনোভাবেই যাওয়া যাবে না। যদিও এসব দেশে সংযুক্ত আরব আমিরাতের কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী ও প্রযুক্তি দলের সদস্যদের জন্য নিষেধাজ্ঞা শিথিল রাখা হয়েছে। করোনাভাইরাসের সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। আগামি ২১ জুলাই পর্যন্ত এ নিষেধাজ্ঞা কার্যকর থাকবে বলে জানানো হয়েছে।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Really Inc.

আমাদের সেবা সমূহ:
- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.



Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

হিলসাইডে বাংলাদেশী ডাক্তার

ডাঃ মোঃ কাওসার রশীদ

Diplomate American Board of Internal Medicine

❁ ফিজিক্যাল এক্সাম ❁ স্কুল ও কলেজের জন্য টীকা ❁ টি.এস.সি এক্সাম ❁ হজ্ব ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য টীকা ❁ ডায়াবেটিস ❁ উচ্চ রক্তচাপ ❁ থাইরয়েড ❁ এজমা ❁ বাতের ব্যথা ❁ গর্মরোগ ❁ যৌনরোগ এবং অন্যান্য সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।

আমাদের ক্লিনিকে সুলভ মূল্যে ব্লক পরীক্ষা, ইকোজি, স্পাইরোমেট্রি, মেগোগ্রাফি, টিবি টেস্ট, কান পুটা করা হয়।

We accept all major insuranPes including Medicare, Medicaid, Metro Plus, Health Plus, GHI, HIS, AETNA, OXFORD, HIP BC & BS, 1199, Union Plan এবং অন্যান্য যাদের ইন্সুরেন্স নেই তাদের জন্য প্রসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করা হয়।

আমরা ১৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের জন্য Child Health Plus ইন্সুরেন্স করতে সাহায্য করে থাকি।

সোম থেকে শুক্রবার : সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৬টা পর্যন্ত, শনিবার : সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত।

166-32 Highland Ave. Jamaica, NY. ফ্রম 169th St. (South Side)
Tel: 718-657-8325, 718-657-7300
মেডিক্যাল অফিসে আসার পূর্বে এপয়েন্টমেন্ট করে নিন।

LAW OFFICES

OF
ANDREW MOULINOS
(Licensed Attorney)

মজিবুর রহমান

লাইসেন্সপ্রাপ্ত লিগ্যাল কনসালটেন্ট

718-545-2600, 917-834-9269

*Bankruptcy, Divorce
*Major Accident Cases
*Business, Incorporation
*Investment
*Estate, Litigation
*Landlord & Tenant Commercial
*Real Estate Closing
*Trade Disputes

Trade disputes and Investments involving Bangladeshi legal matters

যোগাযোগ : মুজিবুর রহমান ৯১৭-৮৩৪-৯২৬৯

23-52 31st. Street. Astoria. NY 11105

জ্যামাইকা ও গ্রীন পয়েন্টে বাংলাদেশী ডেন্টিস্ট



আমরা মেডিকেইড, মেট্রোপ্লাস, ফিডালিস কেয়ার, হেলথ ফার্স্ট, সিগ্না, এ্যাটনা, মেটলাইফ, গার্ডিয়ান, সেলিডেন্ট ও অন্যান্য Insurance এবং Union Plan গ্রহণ করে থাকি।

ডাঃ মাহফুজুল হাসান ডি.ডি.এস

DR. MAFUJUL HASAN D.D.S.

জ্যামাইকা অফিস
170-09, Hillside Ave,
Jamaica, NY-11432
Ph: 718-291-2710

গ্রীনপয়েন্ট অফিস
40-41, Green Point Ave,
Sunnyside, NY- 11104
Ph: 718-392-2858

FAMILY DENTAL



We Do
Implant & Veneers

আপনার পরিবারের সবার যাবতীয় দাঁতের চিকিৎসার জন্য এষ্টোরিয়ায় রয়েছে আমাদের ডেন্টাল অফিস। আমরা সর্বাধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম ব্যবহার করি। মেডিকেইড গ্রহণ করা হয়।

ডাঃ মোহাম্মদ নাঈম
ডাঃ ফেরদৌস হুসনে

অংড়ভরধ খড়পধারড়হ
২৮-৫৭ ক্বাবরহধু ক্বাবরবহ,
অংড়ভরধ, ঘঢ
ঘ রংবরহ ঢড় ৩০ অব. ক্বাবরড়হ
ওরবঃ: ৭১৮-২৬৭-০৫০০

Elmhurst Location
81-46 Baxter Ave.
Elmhurst, NY
#7 train to 82st. Station.
Tel: 718-478-1710

ARMAN CHOWDHURY, CPA

- INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
- BUSINESS TAX RETURN
- NON-PROFIT TAX RETURN
- ACCOUNTING & BOOKKEEPING
- RETIREMENT AND INVESTMENT PLANNING
- TAX RESOLUTION SPECIALIST
- ISLAMIC HOME FINANCING

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়



718-475-5686

7 DAYS OPEN

AUTHORIZED e-file PROVIDER

87-54 168TH STREET, SUITE 201, JAMAICA, NY 11432
Email: armancpa@gmail.com | www.armancpa.com
TO 169 STREET

KARNAFULLY TAX SERVICES INC

কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস

We are Licensed by the IRS

CPA & Enrolled Agent

এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স

- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

Direct Deposit

Representation taxpayers IRS & State tax audit.

একাউন্টিং

- Payroll, W-2's, Pay Checks,
- Pay subs, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP

- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

ইমিগ্রেশন

- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ
CPA & Enrolled Agent

Special Price for W2 File



Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

NOTARY PUBLIC
IRS ENROLLED AGENT

Office Hours:
Monday - Saterday
10:00am - 8pm

Tax Preparation fee pay by Cradit card

Ph: 718-205-6040, 718-205-6010, Fax : 718-424-0313
karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com
37-20 74th Street. 2nd Floor. Jackson Heights

Sultan's Dine
সুলতান ডাইন سلطان داين

বাংলা পত্রিকা 25% off
SULTAN 001
অর্ডারটি পেতে পত্রিকাটি সাথে আনুন

যে কোন সামাজিক ও পারিবারিক অনুষ্ঠান, ক্যাটারিং, টেইক আউট, ডাইন ইন-এর বিশ্বস্ত নাম

অভিজ্ঞ ম্যানেজমেন্ট ও শেফ-এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত

সুলতান ডাইন-এ পাবেন সত্যিকারের স্বাদ। দোসা, থালি, বেঙ্গলি রিচ ফুড, স্পেশাল কাচ্চি বিরিয়ানি, মোরগ পোলাও, বিফ রেজালা, চিকেন টিক্কা বিরিয়ানি, আফগানি কাবাব, তান্দুরি কাবাব। পাবেন স্পেশাল ডিশ বিয়ে বাড়ির রোস্ট পোলাও। পাবেন পুরান ঢাকার খাবার সাথে ফ্রেডিশন বোরহানি।

শতভাগ হালাল খাবার আমরা পরিবেশন করে থাকি।

● নিরিবিলি পরিবেশ ● রয়েছে পার্কিংয়ের সু-ব্যবস্থা।

সর্বনিম্ন ১৫ ডলারে দেয়া হয় ফ্রি ডেলিভারি।

Phone: (718) 846-2513
E-mail- sultansdineny@gmail.com
110-23 Jamaica Avenue, Richmond Hill, NY 11418
সকাল ১০টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত সপ্তাহের ৭দিনই খোলা আমাদের রেস্টুরেন্ট।

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট

New Price বিশাল মূল্যহ্রাস

রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb

১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি (৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি
৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)

প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
রেডস্কার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb

বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস
এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ

বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল

লাইভ তেলাপিয়া	$3.49/lb
লাইভ বাকেলো	$3.49/lb
আমেরিকান ইলিশ	$1.99/lb
দেশী রুই	$1.79/lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ)	$2.49/lb
Porgy	$1.49/lb

শাইভ ক্যাটফিস, স্যালমন, স্ট্রাইপ বাস, সীবাস, স্নেপার, হ্যাডিং, ব্রিম্প, বাংলাদেশী গলদা চিংড়ি এবং ইলিশ মাছ

স্পেশাল

রেশমী খাসমাছি রাইস	$ 17.99
আমিন খাসমাছি রাইস	$ 17.99
আমিন পারবয়েলড রাইস	$ 9.99
ছোলার খাসমাছি রাইস	$ 18.99
খাজার খাসমাছি রাইস	$ 13.99
মুগলকলা খাসমাছি রাইস	$ 12.99

ফ্রি ডেলিভারী মিনিমাম ৫০ ডলার

EBT & Foodstamp
Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Direction: R, Q, V train to Northern Blvd

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attorneys Admitted in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com


SHOWTIME
MUSIC
PRESENTS
স্মরণ ও গভীর শ্রদ্ধা
Tribute
to
Andrew Kishore, Subir Nandi, Ayub Bachchu
POWERED BY
Music by:
Sargam Band
UtshobGroup
Date: Monday July 5th at
Queens Palace
37-11, 57th Street, Woodside, NY 11377
Singer:
Rajib
Chandan Chowdhury
Tanvir Shahen
Ryan Taz
Sha Mahbub
Aftab Jony
Media Partner
নবযুগ
সার্বিক সহযোগিতায়
GOLDEN AGE
HOME CARE
Immigrant Elder
Home Care LLC
Authorized Homecare
Choudhury
S Hasan MD
Gastroenterologist
Liberty Renovation
Real Estate Developer
www.libertyrenovation.com
Piran
BARI HOME CARE

তিন ঘণ্টায় ডিএনসিসিতে ২৮ রোগী, ২৭ জনই ঢাকার বাইরের

ঢাকামুখী রোগীর স্রোত

মরিয়ম চম্পা ও পিয়াস সরকার: ২৫ বছর বয়সী রোজিনা বেগম। ময়মনসিংহের একটি বেসরকারি স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। করোনার কারণে বাসায় থাকাতে মানসিক সমস্যায় ভুগছিলেন দীর্ঘদিন। ঢাকার একটি সরকারি হাসপাতালে ময়মনসিংহ থেকে ঢাকায় আসা-যাওয়া করে ডাক্তার দেখাতেন। সম্প্রতি ঠান্ডাজ্বরের সঙ্গে কাশি হওয়ায় পরিবারের সদস্যরা স্থানীয় হাসপাতালে টেস্ট করালে করোনা ধরা পড়ে। রোগীর অবস্থা গুরুতর হওয়ায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। পরিবারের সদস্যরা বলছেন, তার অক্সিজেন লেভেল প্রায়ই নেমে যায়। আইসিইউতে চিকিৎসা দিলে দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবেন।

কিন্তু ঢাকা মেডিকেলের ২০টি আইসিইউ শয্যার সবক'টিতে রোগী ভর্তি রয়েছেন। সকাল থেকে অনেক চেষ্টার পরেও আইসিইউ-এর ব্যবস্থা না করতে পেরে গ্রিন রোডের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় রোজিনাকে। রাজধানীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালেও একই চিত্র। হাসপাতালটির ১০টি আইসিইউ শয্যার একটিও খালি নেই। সব বেডে রোগী ভর্তি। সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা এক রোগীর স্বজন জানান, সম্প্রতি তার বাবা খাদেম হাওলাদার করোনা আক্রান্ত হন। তার বয়স ৫৭ বছর হওয়াতে কোনো প্রকার ঝুঁকি না নিয়ে তৎক্ষণাৎ নাটোরের আধুনিক সদর হাসপাতালে ভর্তি করেন। ওই হাসপাতালে ভর্তি করলেও সেখানে কোনো আইসিইউ চিকিৎসা ব্যবস্থা নেই। রোগীর অবস্থা রাতারাতি খারাপ হয়ে পড়লে এম্বুলেন্সযোগে প্রথমে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে আইসিইউ বেড খালি না থাকায় মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। ওই হাসপাতাল থেকেও আইসিইউ বেড খালি নেই বলে ফেরত পাঠানো হয়। সেখান থেকে শহীদ সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালসহ মোট চারটি হাসপাতালে আইসিইউ বেড না পেয়ে অবশেষে ডিএনসিসি ডেডিকেটেড কোভিড হাসপাতালে রোগীকে ভর্তি করতে নিয়ে যান।

ঢাকার হাসপাতালগুলোতে বাইরের জেলা থেকে আসা কোভিড রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। এভাবে হাসপাতালগুলোতে রোগীর সংখ্যা বাড়তে থাকলে চিকিৎসাসেবা ভেঙে পড়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা। হাসপাতালগুলোতে দুই সপ্তাহ আগে পর্যন্ত যেখানে রোগীর সংখ্যা ছিল খুবই কম। হঠাৎ করে কয়েকদিনের মধ্যে তুলনামূলকভাবে করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। বিগত দিনের চেয়ে আক্রান্ত রোগী ভর্তির হার কয়েকগুণ বেড়েছে বলে জানিয়েছে হাসপাতালগুলো। কোভিডের জন্য নির্ধারিত এই হাসপাতালগুলোতে কোনো আইসিইউ শয্যা খালি নেই। সরজমিনে রাজধানীর সরকারি কোভিড বিশেষায়িত ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ৫০০ শয্যার মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, শহীদ সোহরাওয়ার্দী, কুর্মিটোলা, বিএসএমএমইউসহ একাধিক হাসপাতালে ঘুরে দেখা গেছে একই চিত্র।

শহীদ সোহরাওয়ার্দী হাসপাতাল সূত্র জানায়, গত ২৪ ঘণ্টায় মোট ১৯৫ জন করোনা আক্রান্ত রোগী ভর্তি হয়েছেন। হাসপাতালটিতে মোট করোনা শয্যাসংখ্যা ২৬৩টি। এরমধ্যে খালি আছে ৮৯টি শয্যা। হাসপাতালটিতে থাকা মোট ১০টি আইসিইউ শয্যার সবগুলোতে রোগী ভর্তি রয়েছেন। গত এক সপ্তাহের মধ্যে হাসপাতালটিতে ঢাকার বাইরে থেকে আসা আক্রান্ত রোগী ভর্তির সংখ্যা প্রায় ৪৫ থেকে ৫০ শতাংশ বেড়েছে। যার মধ্যে ৫০ থেকে ৬০ ভাগ রোগী আসছেন ঢাকার বাইরে থেকে।

এ বিষয়ে শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক মো. খলিলুর রহমান মানবজমিনকে বলেন, ঢাকার পার্শ্ববর্তী এবং বাইরের রোগী বেশি আসছে। গত শনিবার হাসপাতালটিতে ৩৫ জন করোনা আক্রান্ত রোগী ভর্তি হন। এর আগে রোগীর সংখ্যা আরও কম ছিল। সেখান থেকে রোগীর সংখ্যা বেড়ে গিয়ে ২৪ ঘণ্টায় মোট ১৯৫ জন রোগী ভর্তি হয়েছেন। এর আগে সর্বোচ্চ রোগী ৭০ থেকে ৮০ জন পর্যন্ত ছিল। এখন যেটা দ্বিগুণ হয়েছে। এভাবে রোগী সংখ্যা বেড়ে গেলে সিট ক্রাইসিস দেখা দিবে। তখন হয়তো ননকোভিড রোগীদেরকে সরিয়ে সেখানে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে বলে জানান তিনি।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সূত্র জানায়, প্রতিদিন ২০ থেকে ২৫ ভাগ করোনা আক্রান্ত রোগী হাসপাতালটিতে চিকিৎসা নিতে আসছেন। গত শনিবার ভর্তি হওয়া ৪০ জন রোগীর মধ্যে ৮ থেকে ৯ জন্য রোগী ঢাকার বাইরে থেকে এসেছেন। বর্তমানে ৫৯৩ জন রোগী ভর্তি আছেন। অর্থাৎ ৭০৫টি শয্যার মধ্যে ১৮৩টি খালি রয়েছে। এছাড়া ২০টি আইসিইউ শয্যার একটিও খালি নেই। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল নাজমুল হক বলেছেন, গত এক সপ্তাহ আগ পর্যন্ত এতো রোগী হাসপাতালে আসেনি। এখন প্রতিদিনই ঢাকার বাইরে থেকে রোগী আসছেন। প্রতিদিন ৪০ থেকে ৪৫ জন ভর্তি হচ্ছেন। ঢাকার বাইরে থেকে এখন প্রতিদিন ২০ শতাংশ থেকে ২৫ শতাংশ পর্যন্ত রোগী ভর্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মুগদা হাসপাতাল সূত্র জানায়, বর্তমানে হাসপাতালটির করোনা ওয়ার্ডে ভর্তি আছেন ১৯৪ জন রোগী। এছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় হাসপাতালটিতে ভর্তি হয়েছেন ২৯ জন। হাসপাতালটির মোট শয্যা ৩৫০টি এবং আইসিইউ শয্যা ২৪টি। আইসিইউ শয্যার সবগুলোই পূর্ণ রয়েছে। মুগদা হাসপাতালের পরিচালক ডা. অশিন কুমার নাথ বলেন, প্রতিদিন প্রায় ৩০ ভাগের বেশি রোগী ঢাকার বাইরে থেকে আসছেন। আইসিইউ, এইচডিইউ সবগুলোতে রোগী ভর্তি রয়েছেন। এক্ষেত্রে রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে আমাদের সীমাবদ্ধতার মধ্যে যতটুকু সম্ভব রোগীদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার চেষ্টা করবো।

৩ ঘণ্টায় ২৮ রোগী, ২৭ জনই ঢাকার বাইরের: শনিবার রাত নয়টা। ডিএনসিসি হাসপাতালে এক এক করে আসতে থাকে এম্বুলেন্স। পাঁচ দশ মিনিটের বিরতিতে আসছেন রোগী। রাত ১২টা পর্যন্ত এম্বুলেন্সে ১৬ জন ও ব্যক্তিগত গাড়িতে করে ২ জন রোগী আসেন। এই ১৮ রোগীর মধ্যে ১৭ জনই আসেন রাজধানীর বাইরে থেকে। যাদের সবাই পেয়েছেন ভর্তির সুযোগ। কাউকেই ফিরে যেতে হয়নি খালি হাতে। একই এম্বুলেন্সে মা ও ছেলে আসেন ফরিদপুরের গোয়ালন্দ থেকে। তাদের ভর্তির জন্য অপেক্ষা। মা ও ছেলে দুজনেই অক্সিজেন স্বল্পতায় ভুগছিলেন। এম্বুলেন্সে তাদের ভাড়া নেয়া হয় ১৭ হাজার টাকা।

ময়মনসিংহ থেকে বাবা আজগর আলী চৌধুরীকে নিয়ে আসেন মোনেম চৌধুরী। বলেন, বাবা করোনা আক্রান্ত ৩ দিন ধরে। হঠাৎ শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়। বাধ্য হয়ে নিয়ে আসেন এই হাসপাতালে। শ্বাসকষ্টে ভুগছিলেন তিনি। হাসপাতালে আসার পর পরই অক্সিজেন দেয়া হয় ওই রোগীকে।

এছাড়াও কথা হয় আলীপুর, পটুয়াখালী থেকে আসা মাইনুল তরফদারের শ্যালকের সঙ্গে। তিনি বলেন, পটুয়াখালীর বেসরকারি হাসপাতালে থাকা অবস্থায় অক্সিজেন সংকট দেখা দেয়। দিন দিন অবস্থা খারাপ হতে থাকে দুলাভাইয়ের। এরপর ঢাকা মেডিকেল ঘুরে এখানে নিয়ে আসি। আসার সঙ্গে সঙ্গেই ভর্তি করাতে পেরেছি। কোনো সমস্যা হয়নি।

মাইনুল তরফদারের মতো সবাই ভর্তি হতে পারলেও জানানো হয় আইসিইউ বেড খালি নেই। রাত ১২টার দিকে গোয়ালন্দ থেকে দুই রোগীকে নিয়ে আসা হয়। তাদেরও অক্সিজেন সমস্যা। হাসপাতালে ভর্তির পর তাদের অক্সিজেন দেয়ায় স্বস্তি পান ওই রোগীদের স্বজনরা।



আমির খানের দ্বিতীয় বিয়েও ভেঙে গেল

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বিয়ে ভাঙলেন বলিউড অভিনেতা আমির খান ও স্ত্রী পরিচালক কিরণ রাও। গতকাল শনিবার সকালে এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে তারা ১৫ বছরের দাম্পত্য জীবনের ইতি টানলেন।

বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে আমির খান ও কিরণ রাও জানান, 'এই ১৫ বছরের দাম্পত্যে আমরা দু'জনে মধুর কিছু মুহূর্ত একসঙ্গে কাটিয়েছি। যা হাসি, আনন্দে ভরা। আর এর মধ্যে দিয়েই দু'জনের সম্পর্কে ধীরে ধীরে বিশ্বাস, সম্মান এবং ভালবাসা জন্ম নিয়েছিল। এখন আমরা দু'জনেই জীবনের নতুন পর্ব শুরু করতে চলেছি। স্বামী-স্ত্রী হিসেবে নয়। বরং অভিভাবক হিসেবে, একটা পরিবার হিসেবে।'

এই বিজ্ঞপ্তিতে আমির ও কিরণ রাও এই কথাও লিখেছেন, 'এই সিদ্ধান্ত হঠাৎ করে নয়। আমরা বহুদিন আগে থেকেই আলাদা হয়ে যাওয়া নিয়ে চিন্তা করছিলাম। শুধু সঠিক সময়ের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। তবে এই সিদ্ধান্ত আমাদের সন্তান আজাদের উপর কোনওভাবেই প্রভাব পড়বে না। আমরা দু'জনেই আজাদকে বড় করে তুলব। একসঙ্গে ছবি ও পানি ফাউন্ডেশনের কাজ করব। আমাদের বন্ধু, আত্মীয়-পরিজনকে ধন্যবাদ আমাদের পাশে সব সময় থাকার জন্য। এই সময়টাতেও আপনাদের আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা চাই। এই বিবাহবিচ্ছেদকে কখনই শেষ হিসেবে নয়, বরং নতুন শুরু হিসেবে দেখার অনুরোধ করছি।'২০০২ সালে আমির খান তার প্রথম স্ত্রী রিনা দত্তের সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ করেন। তারপর ২০০৫ সালে পরিচালক কিরণ রাওকে বিয়েও করেন আমির। লগান ছবির শুটিং ফ্লোরেই কিরণ রাওয়ের সঙ্গে আমিরের আলাপ। লগান ছবিতে কিরণ রাও ছিলেন সহপরিচালক। ২০১১ সালে সারোগেসির আমির-কিরণের সংসারে আসে ছেলে আজাদ। রিনার সঙ্গেও আমির ছেলে জুনেইদ ও মেয়ে ইরা রয়েছেন। সূত্র : টাইমস অব ইন্ডিয়া, আউটলুক ইন্ডিয়া।

ইয়েমেনি মডেলের 'কুমারীত্বের পরীক্ষা' করার হুমকি!

(প্রথম পাতার পর)

তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলো অস্বীকার করছেন। বিদ্রোহীনিয়ন্ত্রিত রাজধানী সানার কারাগারে তাকে ফেব্রুয়ারি মাস থেকে আটক রাখা হয়েছে। খবর বিবিসির।

তার আইনজীবী বলেছেন, এ বছরের ২০ ফেব্রুয়ারি হাম্মাদি সানায় আরও তিনজনের সঙ্গে গাড়িতে যখন যাচ্ছিলেন, তখন হুতি বাহিনীর সদস্যরা গাড়িটি থামায় এবং সবাইকে গ্রেফতার করে।

হুতিদের পরিচালিত জেলখানায় তিনি আত্মহত্যার চেষ্টা চালিয়েছেন বলেও খবর পাওয়া গেছে এবং কারাগারের হাসপাতালে ইনতিসার আল-হাম্মাদিকে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে।

তার আইনজীবী অভিযোগ করেছেন, ইনতিসার আল-হাম্মাদিকে যারা জিজ্ঞাসাবাদ করেছে তারা তাকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করেছেন, তাকে বাক্যবাণে হয়রানি করেছে, বর্ণবাদী অপমানজনক কথাবার্তা বলেছে এবং চোখ বাঁধা অবস্থায় তাকে একটি নথি সই করতে বাধ্য করেছে।

এমনকি তাকে 'কুমারীত্বের পরীক্ষা' দিতে বাধ্য করার হুমকি দিয়েছে বলেও অভিযোগ করেছেন তার কৌঁসুলিরা।

তার আইনজীবী হিউম্যান রাইটস ওয়াচকে বলেছেন, হাম্মাদির মামলার কাগজপত্র দেখতে তাকে বাধা দেয়া হয়েছে এবং এ মাসের গোড়ার দিকে হাম্মাদিকে দুইবার যখন আদালতে হাজিরা দিতে হয়, তখন তার আইনজীবীকে আদালতে তার প্রতিনিধিত্ব করতে দেয়া হয়নি।

হুতি বিদ্রোহীরা ২০১৫ সাল থেকে ইয়েমেনের আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। তারা এই ঘটনা সম্পর্কে কোন মন্তব্য করেনি। হাম্মাদির বাবা ইয়েমেনি এবং মা ইথিওপিয়ান। তিনি চার বছর ধরে ইয়েমেনে মডেল হিসাবে কাজ করছেন। তিনি ইয়েমেনের দুটি টেলিভিশন সিরিজেও অভিনয় করেছেন।

হাম্মাদি রক্ষণশীল মুসলিম সমাজের বিধি উপেক্ষা করে কখনও কখনও হিজাব ছাড়াই তার ছবি অনলাইনে পোস্ট করেছেন।

হাম্মাদিকে চোখ বেঁধে ফৌজদারি তদন্তকারী সংস্থার একটি দফতরে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাকে ১০দিন আটকে রাখা হয়। সেসময় কারও সঙ্গে তাকে যোগাযোগ করতে দেয়া হয়নি বলে জানান তার আইনজীবী।

তার ফোন জব্দ করা হয় এবং তার মডেলিংয়ের ফটোগুলোকে অশালীন কাজ বলে বিবেচনা করা হয়। সে কারণে হুতিদের চোখে তিনি পতিতা বলে গণ্য হন বলে জানান হাম্মাদির আইনজীবী।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বলছে, মে মাসের শেষ দিকে একদল মানবাধিকার কর্মী ও একজন আইনজীবীকে মডেল হাম্মাদির সঙ্গে জেলখানায় দেখা করার অনুমতি দেয়া হয়েছিল।

তারা বলেন, যারা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছিলেন, তারা হাম্মাদিকে চোখ বাঁধা আবস্থায় একটি নথিতে সই করতে বাধ্য করেন।

ওই নথিটি ছিল কার্যত বেশ কিছু অপরাধের জন্য 'স্বীকারোক্তি'।

পরীমনির মামলায় জামিনে বেরিয়ে যা বললেন নাসির

(প্রথম পাতার পর)

১৮ দিন জেল খেটেছেন। এরমধ্যে দুই মামলায় ১২ দিন তিনি পুলিশের রিমান্ডে ছিলেন। শনিবার মোবাইলে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি হলের নির্বাচিত জিএস ছিলাম। ঢাকার প্রথম বিভাগের ফুটবলার ছিলাম। উত্তরা ক্লাবের তিনবার সভাপতি ছিলাম। একজন ব্যবসায়ী। আমাকে আটক করার পরও কেউ আমার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করেননি।

তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ অস্বীকার করে নাসির বলেন, বড় রকমের ভিকটিম হলাম। কোনো দিন হাজত দেখিনি। রিমান্ডে ১২ দিনসহ ১৮ দিন জেল-হাজতে কাটিয়েছি। সত্যিকারে অন্যায় করলে আফসোস ছিল না। আশা করি তদন্তকারী সংস্থা সঠিক বিষয়টি তুলে আনবে। একজন সেলিব্রিটির অভিনয়ে আমি সামাজিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেলাম।

এর আগে ঢাকার কেরানীগঞ্জের কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তিনি মুক্তি পান।

পুলিশের করা মাদকের মামলা থেকে নাসির ইউ মাহমুদ গত বুধবার জামিন পান। আগের দিন একই আদালত পরীমনির করা ধর্ষণ ও হত্যাচেষ্টা মামলায় তার জামিন মঞ্জুর করেন।

গত ১৪ জুন ধর্ষণ-হত্যাচেষ্টার আভযোগে ব্যবসায়ী নাসির উদ্দিন ও তার বন্ধু অমির নাম উল্লেখ করে আরও চারজনকে অজ্ঞাত আসামি করে পরীমনি সাভার থানায় মামলা করেন। ওইদিন বিকাল তিনটার দিকে রাজধানীর উত্তরা থেকে নাসির ও অমি এবং তিনজন নারীসহ পাঁচজনকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারের সময় আসামিদের কাছ থেকে বিদেশি মদ ও ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। মাদক মামলায় গত ১৫ জুন নাসির ও অমির সাতদিন করে রিমান্ডের আদেশ দেন আদালত।

মামলার এজাহারে বলা হয়, 'গত ৮ জুন রাত সাড়ে ১১টার দিকে তার বনানীর বাসা থেকে কস্টিউম ডিজাইনার জিমি (৩০), অমি (৪০) ও বনিসহ (২০) দু'টি গাড়িতে করে তারা উত্তরার উদ্দেশে রওনা হন। পথে অমি বলে বেড়িবাঁধের ঢাকা বোট ক্লাবে তার দুই মিনিটের কাজ আছে।'

'অমির কথামতো তারা সবাই রাত আনুমানিক ১২টা ২০ মিনিটের দিকে ঢাকা বোট ক্লাবের সামনে গিয়ে গাড়ি দাঁড় করায়। কিন্তু বোট ক্লাব বন্ধ হয়ে যাওয়ায় অমি কোনো এক ব্যক্তির সঙ্গে ফোনে কথা বলে। তখন ঢাকা বোট ক্লাবের সিকিউরিটি গার্ডরা গেট খুলে দেয়। অমি ক্লাবের ভেতরে গিয়ে বলে এখানকার পরিবেশ অনেক সুন্দর, তোমরা নামলে নামতে পার।'

এজাহারে পরীমনি আরও বলেন, 'তখন আমার ছোট বোন বনি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে বোট ক্লাবে প্রবেশ করে ও বারের কাছের টয়লেট ব্যবহার করে। টয়লেট থেকে বের হতেই এক নম্বর বিবাদী নাসির উদ্দিন মাহমুদ আমাদের ডেকে বারের ভেতরে বসার অনুরোধ করেন এবং কফি খাওয়ার প্রস্তাব দেন। আমরা বিষয়টি এড়িয়ে যেতে চাইলে অমিসহ এক নম্বর আসামি মদপানের জন্য জোর করেন। আমি মদপান করতে না চাইলে এক নম্বর আসামি জোর করে আমার মুখে মদের বোতল প্রবেশ করিয়ে মদ খাওয়ানোর চেষ্টা করেন। এতে আমি সামনের দাঁতে ও ঠোঁটে আঘাত পাই।'

'এক নম্বর আসামি (নাসির উদ্দিন মাহমুদ) আমাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন এবং আমার শরীরের বিভিন্ন স্পর্শকাতর স্থানে স্পর্শ করেন ও আমাকে জোর করে ধর্ষণের চেষ্টা করেন। তিনি উত্তেজিত হয়ে টেবিলে থাকা গ্লাস ও মদের বোতল ভাঙচুর করে আমার গায়ে ছুড়ে মারেন। তখন কস্টিউম ডিজাইনার জিমি নাসির উদ্দিন মাহমুদকে বাধা দিতে গেলে তাকেও মারধর করে জখম করেন।'

এর আগে গত ১৩ জুন রাতে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে একটি স্ট্যাটাসে ধর্ষণ-হত্যাচেষ্টার অভিযোগ তুলে বিচার চান পরীমনি। এরপর বিষয়টি নিয়ে রাতে সংবাদ সম্মেলন করেন।

তুরস্ক থেকে সামরিক সরঞ্জাম ক্রয়ে চুক্তি

(প্রথম পাতার পর)

মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার প্রশ্নে ক'বছর আগেও পাল্টাপাল্টি হিসাবে উভয় দেশ নিজ নিজ রাষ্ট্রদূতকে ডেকে নিয়ে বসিয়ে রেখেছিল। কূটনীতিতে 'তিক্ততার মাত্রা' চরমে উঠলেই কেবল এমন পদক্ষেপ নেয়া হয়, যা বাংলাদেশ এবং তুরস্ক উভয়েই করেছে। কিন্তু আজ সময়ের পরিক্রমায় দুই দেশের সম্পর্ক শুধু স্বাভাবিকই হয়নি বরং এটা নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। অতি সম্প্রতি তুরস্ক থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম ক্রয়ে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে বাংলাদেশ। আঙ্কারায় গত সপ্তাহে চুক্তিটি সই হয়েছে। তুরস্কের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক বিষয়ে পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেনের মূল্যায়ন হচ্ছে– তুরস্কের সঙ্গে রাজনৈতিক ও কৌশলগত সম্পর্কে বেশ অগ্রগতি হচ্ছে। ওআইসিতে নেতৃস্থানীয় অবস্থান এবং ন্যাটোর অংশীদার তুরস্কের সক্ষমতা বাড়ছে।

বিশ্ব জনমত তৈরিতেও দেশটি অগ্রণী ভূমিকা রাখছে। প্রতিষ্ঠিত জার্নাল বাংলাদেশ ডিফেন্স এনালিস্ট ডিফসেকএ'র মতে, সদ্য সই হওয়া গুরুত্বপূর্ণ আন্তঃরাষ্ট্রীয় ওই চুক্তির অধীনে বাংলাদেশ ও তুরস্কের প্রতিরক্ষা বাহিনীর মধ্যে 'কৌশলগত সহযোগিতা' বৃদ্ধি পাবে। স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউট-সিপরি'র তথ্য অনুযায়ী, ঢাকা ইতিমধ্যে তুরস্ক থেকে কোবরা এপিভি গাড়ি ও শর্ট-রেঞ্জ মিসাইল কিনেছে। চুক্তি সই বিষয়ে রাষ্ট্রদূত মসয়ূদ মান্নান গণমাধ্যমকে বলেন, দুই দেশের মধ্যে নিরাপত্তা ক্ষেত্রে প্রচুর প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হচ্ছে, যা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ইতিবাচক প্রভাব রাখবে। তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়্যেপ এরদোগান ঢাকা সফর করতে পারেন জানিয়ে রাষ্ট্রদূত বলেন, আমাদের পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। আমরা আশা করি, স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী ও বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর বছরেই তিনি ঢাকা সফর করবেন। অবশ্য সেগুনবাগিচার দায়িত্বশীল প্রতিনিধিরা বলছেন, যেকোনো রাষ্ট্রের শীর্ষ নেতৃত্বের সফর অবশ্যই তাৎপর্যপূর্ণ। সম্পর্কের গভীরতা পরিমাপে সফর 'টুল' বা উপাদান হিসেবে বিবেচ্য। তুর্কি প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ সফরে আগ্রহী কিন্তু কবে আসতে পারবেন তা নির্ভর করছে করোনার অভিশাপ থেকে দুনিয়া কবে মুক্তি পায় তার ওপর। কর্মকর্তারা বলেন, এরদোগানের সফরের জন্য অপেক্ষায় না থেকে উভয় দেশই সম্পর্ককে 'কৌশলগত সহযোগিতা'র পর্যায়ে নিয়ে যেতে কাজ করছে। তুরস্কের সঙ্গে বাংলাদেশের চুক্তি সইয়ের পর আঙ্কারার ডিফেন্স ইন্ডাস্ট্রিজের প্রেসিডেন্ট ইসমাইল ডেমির এক টুইট বার্তায় 'থেমো না, এগিয়ে যাও' হ্যাশট্যাগ দিয়ে লিখেন– রকেটসান থেকে বিভিন্ন সরঞ্জাম রপ্তানির জন্য বাংলাদেশের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে। তুরস্কের সরকারি কোম্পানি রকেটসান স্থল, সমুদ্র ও আকাশে ব্যবহারযোগ্য ন্যাটোর মানদ- অনুযায়ী অস্ত্র তৈরি করে থাকে। উল্লেখ্য, করোনাকালেও তুরস্কের সঙ্গে বাংলাদেশের প্রায় ১০০ কোটি ডলারের বাণিজ্য হয়েছে। দুই দেশের মধ্যে নিয়মিত সফর বিনিময় হচ্ছে। করোনার প্রথম আঘাত সামলে দুনিয়ার ঘুরে দাঁড়ানোর পরপরই বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী তুরস্ক সফর করেন। সে সময় দেশটির শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে তার আলোচনা ছাড়াও নবপ্রতিষ্ঠিত চ্যান্সারির উদ্বোধন করেন তিনি। সেই সফরের ফিরতি সফর হিসেবে ডিসেম্বরে ঢাকায় আসেন তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মেভলুত কাভোসুগলো। তিনিও রাজধানীতে তুরস্কের নতুন চ্যান্সারি কমপেক্সের উদ্বোধন করেন। আলোচনা করেন বাংলাদেশের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে। সে সময় তার আলোচনায় বড় অংশজুড়ে ছিল বাংলাদেশের কাছে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম বিক্রির প্রস্তাব। তখন তার ভাষ্যটি ছিল এমন 'আমাদের প্রতিরক্ষা পণ্যের গুণগত মান অত্যন্ত ভালো, দাম সুলভ। এগুলো কেনার জন্য আমরা কোনো দেশকে কোনোরূপ শর্ত আরোপ করি না। আমি নিশ্চিত বাংলাদেশ আমাদের এসব সুবিধা গ্রহণ করবে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী মেভলুত প্রতিরক্ষা খাতে তুর্কি প্রযুক্তি হস্তান্তর ও যৌথ উৎপাদনেরও প্রস্তাব করেছিলেন।

বাংলাদেশ-তুরস্ক সম্পর্কের উষ্ণতা এবং ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ-তুরস্ক সামপ্রতিক উষ্ণ সম্পর্কের গুরুত্ব কি বা কতোটা? তা নিয়ে বিবিসি একাধিক বিশ্লেষণ ছেপেছে। একটি রিপোর্টে বলা হয়– মানবতাবিরোধী অপরাধে জামায়াতের এক শীর্ষ নেতার ফাঁসির দ- কার্যকরের পর প্রেসিডেন্ট এরদোগান এতটাই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন যে, ঢাকা থেকে তার রাষ্ট্রদূতকে ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, ওই বিচার ঠেকাতে ২০১২ সাল থেকে চেষ্টায় ছিল তুরস্ক। প্রেসিডেন্ট জিল্লুর রহমানের কাছে চিঠি পাঠান তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আবদুল্লাহ গুল। সেই চিঠিতে নেতাদের ফাঁসি হলে সম্পর্কে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে বলেও হুঁশিয়ারি ছিল। চিঠি পাঠানো ছাড়াও বিচার পর্যবেক্ষণে দেশটির একটি প্রতিনিধিদল ঢাকায় এসেছিল। পরিচয় গোপন করার অভিযোগে তাদের আটক এবং পরবর্তীতে ফেরত পাঠায় বাংলাদেশ। বিসিসি তার রিপোর্টে দেখিয়েছে– যুদ্ধাপরাধের বিচারকে কেন্দ্র করে ২০১২ থেকে '১৬ সাল পর্যন্ত তুরস্কের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক কতোটা অচলাবস্থায় ছিল। তবে তারা এ-ও বলেছে, দুই দেশের সম্পর্কে বেশ নাটকীয় উন্নতি ঘটে ২০১৬ সালের জুলাইতে তুরস্কে সেনা অভ্যুত্থান চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর। সে সময় ব্যর্থ অভ্যুত্থানের নিন্দা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এরদোগানকে বার্তা পাঠান। তখন রাজনৈতিকভাবে অস্থিতিশীল সময় পার করছিলেন তুরস্ক। এরদোগানের প্রয়োজন ছিল বিভিন্ন দেশ আন্তর্জাতিক সমর্থন, আর তাই তিনি চটজলদি তার রাষ্ট্রদূতকে ঢাকায় ফেরত পাঠান। তুরস্কের সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক রিসার্চ-এর উপদেষ্টা সেলচুক কোলাগ্লু এ নিয়ে এক নিবন্ধে লিখেন, '১৭ সালের ডিসেম্বরে ওআইসি সম্মেলনে যোগ দিতে প্রেসিডেন্ট আব্দুল হামিদ তুরস্ক সফর করেন। এর কিছুদিন পরেই তুর্কি প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ সফরে আসেন। ওই বছরে রোহিঙ্গা সংকট প্রকট আকার ধারণ করলে অবিশ্বাস্য দ্রুততায় তুরস্ক এগিয়ে আসে। বাস্তুচ্যুতদের দেখতে এবং ঢাকার পাশে থাকার বার্তা স্পষ্ট করতে খোদ ফার্স্ট লেডি এমিনি এরদোগান বাংলাদেশ সফর করেন। তাছাড়া ওই জনগোষ্ঠী এবং বাংলাদেশের পক্ষে জাতিসংঘ ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে বেশ সক্রিয় হতে শুরু করে তুরস্ক। বিশ্লেষকরা বলছেন, বেশ কয়েক বছরের শীতলতা কাটিয়ে বাংলাদেশ-তুরস্কের সম্পর্ক এমন এক সময় উষ্ণ হয়েছে, যখন মুসলিম বিশ্বের নেতৃত্ব নিয়ে সৌদি আরবের সঙ্গে তুরস্কের ঠা-া লড়াই চলছে। মুসলিম দেশগুলো বরাবরই সৌদি আরবের প্রতি অনুগত। কিন্তু এরদোগান ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে তুরস্ক সেখানে ভাগ বসাতে শুরু করেছে। মধ্যপ্রাচ্যে সৌদি আরবকে টেক্কা দিতে ইরান, তুরস্ক, কাতার এবং সিরিয়াকে নিয়ে নতুন এক মেরুকরণ তৈরি হয়েছে। ইরান এবং তুরস্কের সঙ্গে চীনের সম্পর্ক বেশ ভালো। অন্যদিকে, দক্ষিণ এশিয়ায় দু'টি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান দীর্ঘদিন ধরে সৌদি আরবের ঘনিষ্ঠ দেশ হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। কিন্তু সমপ্রতি পাকিস্তান ভূ-রাজনীতির নতুন এক পটভূমিতে ইরান এবং তুরস্কের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়েছে। ওই মেরুকরণে বাংলাদেশ ও তুরস্কের সামপ্রতিক এই উষ্ণতা কী বার্তা দিচ্ছে? সেই প্রশ্নে কোনো কোনো বিশ্লেষক মনে করেন, সৌদি-তুরস্ক ঠা-া লড়াই বাংলাদেশকে খুব একটা প্রভাবিত করতে পারবে না। কারণ বাংলাদেশ সৌদি আরবকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয় এবং ভবিষ্যতেও সেটা করবে। দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক ছাড়াও মক্কা ও মদীনার কারণে বাংলাদেশের কাছে সৌদি আরবের বাড়তি গুরুত্ব রয়েছে। সদ্য সাবেক পররাষ্ট্র সচিব শহিদুল হকের মতে, তুরস্কের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক বাড়ছে। এতে সৌদি আরবের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে মনে করেন না তিনি। তার মতে, ইরান, তুরস্ক এবং সৌদি আরব কারও সঙ্গেই বাংলাদেশের কোনো বৈরিতা নেই বরং সবার সঙ্গে সম্পর্ক বেশ ভালো।

কী ধরনের নিরাপত্তা সরঞ্জাম উৎপাদন করে তুরস্ক?

বাংলাদেশে তুরস্কের নিরাপত্তা সরঞ্জাম বিক্রির প্রস্তাবের বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পর এ নিয়ে একটি রিপোর্টে বিবিসি বাংলা বলেছে, মাত্র দু'দশক আগেও তুরস্ক বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অস্ত্র আমদানিকারক দেশ ছিল। এখন (২০১৮ সালে) তারা বিশ্বের ১৪তম বৃহত্তম অস্ত্র রপ্তানিকারক দেশ। টার্কিশ এক্সপোর্টার্স অ্যাসেম্বলির বরাতে রিপোর্টে বলা হয়, করোনা মহামারি, অর্থনৈতিক মন্দাসহ নানা কারণে সাম্প্রতিক সময়ে তুরস্কের প্রতিরক্ষা রপ্তানি উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে। কিন্তু স্বাভাবিক সময়ে ক্রমশই বাড়ছিল। ২০১৮ সালে দেশটির সব রপ্তানি খাতের মধ্যে প্রতিরক্ষা সামগ্রীর রপ্তানির প্রবৃদ্ধিই ছিল সবচেয়ে বেশি। ওই বছরে প্রথমবারের মতো দেশটি ২০০ কোটি মার্কিন ডলারের প্রতিরক্ষা সামগ্রী রপ্তানিতে সক্ষম হয়। এরপর তুরস্ক ২০১৯-২৩ সাল সময়ের জন্য কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ করে, যাতে '২৩ সাল নাগাদ প্রতিরক্ষা সামগ্রী রপ্তানি ১,০০০ কোটি ডলারে উন্নীত করার টার্গেট ধরা হয়েছে। সুইডেনভিত্তিক ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউট বা সিপরি'র তথ্য মতে, সামরিক খাতে তুরস্ক ২০১৯ সালে ব্যয় করেছে ২,০০০ কোটি ডলারের বেশি। দেশটির প্রতিরক্ষা খাত নিয়ন্ত্রণ করে টার্কিশ আর্মড ফোর্সেস ফাউন্ডেশন, যার মূল কর্তৃত্ব প্রেসিডেন্ট এরদোগানের হাতে। নিরাপত্তা বিশ্লেষক বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট ফর পিস অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্ট্যাডিজের প্রেসিডেন্ট অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল আ ন ম মুনীরুজ্জামানের মতে, তুরস্কের ডিফেন্স ইন্ডাস্ট্রি একটি পূর্ণাঙ্গ শিল্পখাত। সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর দরকার– এমন সব কিছুই তারা এখন তৈরি করে। বাংলাদেশ আগেও সমরাস্ত্র আমদানি করেছে তাদের কাছ থেকে। এখন তাদের প্রযুক্তি অনেক আধুনিক। ওই বিশ্লেষক মনে করেন স্থল ও নৌ বাহিনীর প্রয়োজনীয় ইক্যুইপমেন্টের অনেক কিছুই তুরস্ক তৈরি করছে। তারা দীর্ঘ সময় ধরে ক্ষুদ্রাংশ সরবরাহ এবং ব্যাকআপ সার্ভিসও দিচ্ছে বিভিন্ন দেশকে। সুইডেনভিত্তিক সিপরির তথ্য মতে, বহু বছর ধরে চীন, ইতালি, রাশিয়া, বৃটেন, ফ্রান্স, সার্বিয়া, ইউক্রেন, যুক্তরাষ্ট্র এবং জার্মানি থেকে অস্ত্র এবং সামরিক সরঞ্জামাদি আমদানি করে। বর্তমানে তুরস্ক থেকে কিছু সরঞ্জাম আমদানি করছে। তবে তুরস্ক চাইছে বাংলাদেশ আরও বেশি পরিমাণ সামরিক সরঞ্জাম তাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করুক।

আমিরুল হিন্দ নির্বাচিত হলেন সাইয়্যেদ আরশাদ মাদানী

(প্রথম পাতার পর)

মুদাররিসিন মাওলানা সাইয়্যেদ আরশাদ মাদানী। শনিবার (৩ জুলাই) নয়াদিল্লির জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের কেন্দ্রীয় অফিসে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে ভারতের শীর্ষ আলেমদের উপস্থিতিতে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের (একাংশ) ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মাওলানা সাইয়্যিদ মাহমুদ মাদানী নতুন আমিরুল হিন্দ হিসেবে সাইয়্যেদ আরশাদ মাদানীর নাম প্রস্তাব করেন। তার প্রস্তাবে উপস্থিত সদস্যরা একমত হওয়ায় দারুল উলুম দেওবন্দের মুহতামিম মুফতি আবুল কাসেম নোমানী এ ঘোষণা দেন। পাশাপাশি সাইয়্যেদ মুহাম্মদ সালমান মানসুরপরীকে নায়েবে আমিরুল মু'মিনীন নির্বাচিত করা হয়।

উল্লেখ্য, ১৯১৯ সালে প্রতিষ্ঠিত জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই ভারতীয় মুসলমানদের ধর্মীয় বিষয়াদির সমাধান ও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার লক্ষ্যে একজন আমিরুল হিন্দ নির্বাচন করার প্রয়োজন অনুভব করে।

সে লক্ষ্য বাস্তবায়নে রেশমী রুমাল আন্দোলনের মহানায়ক শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসান দেওবন্দী (১৮৫১-১৯২০) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। কিন্তু তখন পরিবেশ পরিস্থিতি স্বাভাবিক না থাকায় এই সিদ্ধান্ত গৃহীত না হলেও প্রাদেশিক পর্যায়ে বিহার রাজ্যে এর বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়। পাশাপাশি গোটা ভারতবর্ষের জন্য একজন আমিরুল হিন্দ নির্বাচন করার চেষ্টা অব্যাহত থাকে।

সে ধারাবাহিকতায় ১৯৮৬ সালের নভেম্বরে পুরো ভারতবর্ষে ইমারাতে শারইয়্যাহ হিন্দের কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দিল্লিতে একটি বৃহত্তর প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ওই বৈঠকে সর্বপ্রথম আমিরুল হিন্দ হিসেবে মাওলানা হাবিবুর রহমান আজমী (১৯০১-১৯৯২) নির্বাচিত হন।

১৯৯২ সালে মাওলানা হাবিবুর রহমান আজমীর ইন্তেকালের পর দ্বিতীয় আমিরুল হিন্দ হিসেবে নির্বাচিত হন জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের তৎকালীন সভাপতি মাওলানা সাইয়্যেদ আসআদ মাদানী (১৯২৮-২০০৬)।

তার ইন্তেকালের পর ২০০৬ সালে তৃতীয় আমিরুল হিন্দ হিসেবে নির্বাচিত হন দারুল উলুম দেওবন্দের দীর্ঘ ২৮ বছরের সফল মুহতামিম মাওলানা মারগুবুর রহমান বিজনুরী।

২০১১ সালে তার ইন্তেকালের পর চতুর্থ আমিরুল হিন্দ হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন মাওলানা ক্বারী উসমান মানসুরপুরী।

গত মে মাসে তার মৃত্যুর পর আজকের অনুষ্ঠিত প্রতিনিধি সম্মেলনে পঞ্চম আমিরুল হিন্দ হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন মাওলানা সাইয়্যেদ আরশাদ মাদানী। আর তার সহযোগী হিসেবে কাজ করবেন মুফতি সালমান মানসূরপুরী।

প্রসঙ্গত, জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ ভারতীয় মুসলমানদের সর্ববৃহৎ পুরোনো পাটফর্ম। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন থেকে এ সংগঠনটির জন্ম। উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে এ দলটির ব্যাপক অবদান রয়েছে।

দুবাইয়ে দুই হাজারের বেশি প্রবাসীর ইসলাম

(প্রথম পাতার পর)

ফর ইসলামিক কালচারের তথ্য অনুসারে, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত ২০২৭ জন অমুসলিম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মুসলিম হয়েছেন।

দুবাইয়ের ইসলামিক অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড চ্যারিটেবল অ্যাক্টিভিটিস বিভাগ (আইএসিএডি) কর্তৃক পরিচালিত এই সেন্টারটি বিভিন্ন ধর্মের মানুষের কাছে ইসলামের ইতিহাস, ইসলামি জ্ঞান ও ইসলামের পরিচিত তুলে ধরে।

গত বছর অর্থাৎ ২০২০ সালে এ সংস্থার মাধ্যমে দুবাইতে ৩১৮৪ জন বিভিন্ন দেশের প্রবাসী ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করেছেন। যারা সংস্থাটির ওয়েবসাইট (www.iacad.gov.ae) এবং টোল ফ্রি (৮০০৬০০) নাম্বারের মাধ্যমে ইসলামে প্রবেশের আগ্রহ দেখায়। তাদের নানাভাবে সাহায্য সহযোগিতা আর প্রয়োজনীয় ধর্মীয় শিক্ষা দীক্ষা দিয়ে ইসলামে পতাকাতলে সামিল করা হয়।

পার্কচেষ্টার জামে মসজিদ, ইন্ক
PARKCHESTER JAME MASJID, INC.
1203 Virginia Avenue, Bronx, NY 10472, Tel: 718-824-4194

ইমাম ও খতিব নিয়োগ

ব্রঙ্কসের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত সবচেয়ে প্রাচীনতম ও স্বনামধন্য পার্কচেষ্টার জামে মসজিদ-এর জন্য অভিজ্ঞ ইমাম ও খতিব নিয়োগ দেওয়া হইবে।

ঃ যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা ঃ

- ন্যূনতম কামিল (টাইটেল) পাশ হতে হবে এবং ক্বারী অগ্রাধিকারযোগ্য।
- ইংরেজী, আরবী ও বাংলায় স্পষ্ট উচ্চারণে পারদর্শী হতে হবে।
- সুন্নী আকিদায় বিশ্বাসী ও হানাফি মাযহাব-এর অনুসারী হতে হবে।

ঃ বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন ঃ

জয়নাল আবেদীন চৌধুরী ৩৪৭-৯৬৮-৮৭৭৭
তারেক আহমদ ৩৪৭-৫৪৭-৫৬৯৮
মোহাম্মদ নূরুল আহিয়া ৭১৮-৮৬৪-৫০০২

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

IRS e file

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

মেঘনা ট্রাভেলস

ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের
একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES

International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয়
ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

ইনকাম ট্যাক্স
ইমিগ্রেশন
ট্রাভেলস্

25th Anniversary

KAKATUA AGENCY
কাকাতুয়া এজেন্সী

Authorized e-file Provider

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)

ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:

- Income Tax
- Accounting Service
- Immigration Form Fill Out
- Travel
- Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিন্দু ভাদাত
ফারহানা আমিয়ান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

Afzal Hossain MD
Board certified in Internal Medicine

Ashwad Afzal MD, FACP
Sanjeev Palta MD, FACC
Board certified in Cardiology

87-81 169th street, Jamaica NY 11432
Tel: 718-297-4300, Fax: 718-297-4302

We perform tests in the office:

ECG
We treat all heart patients and have tests performed in our office by our experienced Internist and Cardiologist.

- EKG/Electrocardiogram
- Echocardiogram
- Cardiac stress test
- Vascular studies
- Allergy Test
- Nerve Test/Sudoscan
- TB/PPD testing
- Spirometry/Lung Test
- Peak flow
- Test for Heartburn







Blood test done in the office

We accept most insurance and have arrangement for treating uninsured patients at low costs.

We provide Vaccines for:
- Hepatitis A
- Hepatitis B
- Influenza
- Meningitis
- Measles
- Mumps
- Pneumococcal
- Rubella
- Tetanus/Tdap
- Varicella

- Physical Exam
- Pre-employment Exam
- Physical for school
- CDL certification
- TLC Certification
- Home Health Aid/HHA Certification

Office Hours
Mon-Thurs 10am-6pm
Friday 11:30am-6pm
Saturday 10am-3pm

Call us today at 718-297-4300

Law Office of Md Golam Mostofa, Esq.

OUR SERVICES:

- Personal Injury all kinds
- Medical Mal Practice
- Accident in Construction Work and Car Accidents
- Lead Poisoning
- Slip and Fall
- All Civil Matters
- Immigration all kinds & investments
- Real Estate, Business
- Bankruptcy
- Criminal Case
- Landlord-Tenant
- Family Matter-Divorce
- Employment Matter, Etc.





Attorny M. Mostofa, Esq.

LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh, Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London.,
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY

7226 Broadway, 3rd Floor, Jackson Heights, NY 11372, Phone: 718-565-2661

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue LIC, NY 11106 Tel: 718-383-4500	170-12 Highland Avenue Jamaica Estates, NY- 11432 www.drmrahman.com

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com

Hillside Accounting Services Inc.

Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration



*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ

Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

DEBT SOLUTIONS BANKRUPTCY

- আমরা গ্যারান্টি সহকারে আপনার কার্ড বিল কমিয়ে দিতে পারি।
- মাত্র ১২ থেকে ৩৬ মাসে আপনি সম্পূর্ণভাবে দেনামুক্ত হতে পারবেন।



BHUIYAN
917-832-7619

BT & T GROUP LLC

37-12, 75th Street, Suite #203, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-832-7619 | Fax: 718-425-9293

Highland Medical Care, PLLC



Nazmul H. Khan, MD, FACP

Board Certified in Internal Medicine

Address

87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992

BRONX OFFICE
1268 Whiteplains Road.
Bronx,
NY 10472
718-792-6991

JACKSON HEIGHTS OFFICE
37-33 77th St. # 1,
Jackson Heights
NY 11372
718-478-6100



- স্বল্পমূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা
- জীবানুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তি। অভিজ্ঞ ডাক্তার
- মেডিকেইড। ইন্সুরেন্স। ইউনিয়ন - কার্ড গ্রহণ
- Visa / Master Card / American Express / Discover সহ অন্যান্য ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে Implant / Braces চিকিৎসা

আপনাদের সেবায়



DR. WALI KHAN
D.D.S.



DR. M. M. ABDUR ROB D.D.S.

কম্বাইন্ড রিজিওনাল বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত বাঙ্গালি ডেন্টিস্ট বাংলাদেশ আর্মির প্রাক্তন **ডেন্টাল সার্জন**

আমরা সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে দাঁত ও মাড়ির সব ধরনের চিকিৎসা করে থাকি।

আমরা মেডিকেইড, ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন প্লান গ্রহন করি



আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

QUEENS DENTAL CARE
28-55, 34St, 2Floor, Astoira
(at the corner of 30 AVE. & 34St)
718-204-0672
বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা, রোববার এপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে

BRONX OFFICE
780E. Tremont Ave. Bronx
718-731-6176
সকাল ৯:৩০ থেকে বিকেল ৪:৩০, রোববার বন্ধ।



WELCOME TO
Your Medical Home

SABOOR WAIZUN MEDICAL PC
Caring For Your Health
INAMULHAQUE M SABOOR,MD
Board Certified Internal Medicine
USCIS Designated Civil Surgeon

BROOKLYN
486 MCDONALD AVE
BROOKLYN, NY 11218
PH: (718) 247-7226
FAX: (914) 500-6570
Sat, Tues and Thursday:
1:00PM- 8:00PM

JAMAICA
167-10 HIGHLAND AVE
JAMAICA, NY 11432
PH: (718) 558-0280
FAX: (718) 558-0290
Mon, Wed & Friday:
11:00AM to 5:00PM

Office Hours
Sat, Tues and Thursday: 1:00PM- 8:00PM
Mon, Wed & Friday: 11:00AM to 5:00PM

Available on call 24 hours a day, 7 days a week 365 days a year

---

ড্রাইভিং লাইসেন্সের ১০০% গ্যারান্টি

ড্রাইভিং শিখতে ভয় পাচ্ছেন? বারবার ফেল করছেন? তাদেরকে চুক্তিতে থিয়োরি দিয়ে ও প্র্যাকটিক্যালি সরলভাবে শতভাগ নিশ্চয়তা সহকারে শেখানো হয়।



যোগাযোগ:
রাজীব খান
347-279-8327
nukdu345@gmail.com

Vital Accounting Inc.

File your Tax with experienced professional.

- Income tax:
- Individual/ Personal Tax (All states)
- Business Tax (Corporation, Partnership)
- Sales tax (Food Vendor, Corporation)
- Payroll Tax
- Business Incorporation
- Immigration Services



Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212

37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

আমেরিকান কূটনীতিক মনে করেন আইএস বধূ শামীমাকে বৃটেনে ফিরতে দেয়া উচিত

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: আইএস বধূ হিসেবে পরিচিত শামীমা বেগমকে বৃটেনে ফিরতে দেয়ার দাবি জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক একজন কূটনীতিক। তিনি বলেছেন, শামীমা বেগম এখন আর বিপজ্জনক নন। তাকে বৃটেনে ফিরতে দেয়া উচিত। বৃটেনের একটি ট্যাবলয়েড পত্রিকার অনলাইন সংস্করণ এ খবর দিয়ে বলছে, এই কূটনীতিক হলেন ক্রোয়েশিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক রাষ্ট্রদূত পিটার গলব্রাইট। তিনি জঙ্গি গোষ্ঠী আইএস'র শিকারে পরিণত হওয়া ব্যক্তিদের জন্য মাঝে মাঝে কাজ করেন। এখন তিনি দৃষ্টি দিয়েছেন শামীমা বেগমের দিকে। শামীমা যখন বৃটেন থেকে পালিয়ে সিরিয়া যান, তখন তার বয়স ছিল মাত্র ১৫ বছর। তিনি স্কুলে পড়তেন।

সেখানে গিয়ে তিনি ডাচ এক জিহাদিকে বিয়ে করেন। তার ঔরসে তিন সন্তানের মা হন শামীমা। কিন্তু সেসব সন্তানের মধ্যে একটিও বেঁচে নেই। ওদিকে ২০১৯ সালে বৃটিশ সরকার তার নাগরিকত্ব বাতিল করে। কারণ, বৃটেনের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় শামীমা বেগমকে জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি মনে করে। কিন্তু কূটনীতিক গলব্রাইট দ্য টেলিগ্রাফকে বলেছেন, আমি শামীমার সঙ্গে কথা বলেছি। তিনি একদল নারীর অংশ এখন। তারা এরই মধ্যে আইএসকে একেবারে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তার সম্পর্কে আমি অনেকটা জানি। এতে তার প্রতি আমার আস্থা এসেছে যে, তিনি আর বিপজ্জনক হবেন না।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি এই কূটনীতিক কানাডিয়ান একজন মাকে সাহায্য করেছেন। তার সহায়তায় সিরিয়ার আল রোজ শরণার্থী শিবির থেকে মুক্তি পেয়েছেন ওই নারী। বর্তমানে ওই শরণার্থী শিবিরেই অবস্থান করছেন শামীমা। কানাডিয়ান ওই নারী কুর্দিস্তান দিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করে ইরাকে প্রবেশ করেছেন এবং কনস্যুলার সহায়তা চেয়েছেন। তিনি আইএস বা আইসিস সম্পর্কে তথ্য দিয়েছেন মার্কিন কর্তৃপক্ষকে। বর্তমানে তিনি এবং তার চার বছর বয়সী মেয়ে ওই শিবিরের বাইরে। ওই শিবিরকে দেখা হয় অনিরাপদ হিসেবে।

গলব্রাইট বলেন, কানাডিয়ান ওই নারীর বিষয়টি ছিল একটি বিশেষ ঘটনা। এখনও আল রোজ শরণার্থী শিবিরের বিষয়ে নীতি গ্রহণের বিষয় আছে। যদি কোনো দেশ তার নাগরিককে ফিরিয়ে নিতে চায় তাহলে তাকে ওই শিবির থেকে বের করে আনা সম্ভব। তাই গলব্রাইট বিশ্বাস করেন, বৃটিশ সরকারের সহায়তা ছাড়া শামীমা বেগমকে ওই শিবির থেকে মুক্ত করা যাবে না। কানাডার ওই নারীর মতো শামীমাকে মুক্ত করা যাবে না। কারণ, কানাডার ওই নারীর এখনও কানাডিয়ান নাগরিকত্ব আছে। কিন্তু শামীমা বেগমের নাগরিকত্ব না থাকায় তার কোনো যাওয়ার জায়গা নেই।

তিনি আরো বলেন, বৃটিশ সরকারের মৌলিক অবস্থান হলো, তারা শামীমাকে বিপজ্জনক মনে করে। কিন্তু আমি তা সত্য মনে করি না।

ব্রুকসের খলিল বিরিয়ানি হাউসের জন্য

আবশ্যক



ম্যানেজার
ফাস্ট ফুড কুক(পিজা এন্ড গ্রীল স্টোরের জন্য)
ওয়েটার/ওয়েট্রেস (চাইনিজ এবং বিরিয়ানী হাউসের জন্য)
বাস বয়
ক্যাশিয়ার
ডিস ওয়াসার
অভিজ্ঞ প্রার্থীদের অগ্রাধিকার এবং আকর্ষনীয় বেতন।
যোগাযোগ
শেফ খলিলুর রহমান
৯২৯ ৬২৪ ৮৩৯৮

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS



ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS To Represent Before the Internal Revenue Service
MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY

TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী

Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.



Moon Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com



হাউজ কিপিং জব করতে চাই
হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

Income Taxes & Immigration



আমরা অত্যন্ত সততা ও দক্ষতার সহিত নির্ভূল তথ্যের ভিত্তিতে ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ করে থাকি। অধিক রিফান্ডের লোভে ভুল তথ্য দিয়ে ফেডারেল ও স্টেটের অডিটের ঝামেলায় না গিয়ে সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে ট্যাক্স রিটার্ণ করে ঝামেলা মুক্ত থাকুন।

নিউইয়র্কে বাড়ি ক্রয় বিক্রয় আবাসিক ও কমার্শিয়াল, রিয়েল এস্টেট এজেন্ট, নোটারী পাবলিক।

Md. Harunur Rashid (Milon)
MSS.Pol.Science
ITP.CUNY, H&R Block
Cell: 718-341-3927
Email: harunur69@aol.com

RASHID ENTERPRISE
Bangladesh Plaza, 2nd Fl., #206, 37-15,73rd Street, Jacksone Heights, NY 11372
Tel: 718-458-0575, Fax: 347-642-3276

আমাদের নিকট নিম্নলিখিত সেবা পাবেনঃ

ইমিগ্রেশনঃ
ফ্যামিলি পিটিশন ও কে-ভিসা
ডিভোর্স কন্সিলিয়েশন
এভিডেন্সিয়ারি অথ সাপোর্ট
বিনা শর্তাধীনে সিটিজেনশীপ
এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন
সিএসএস লুপার
ডিপোর্টেশন, এসাইলম, গ্রীনকার্ড রিমিট

AUTHORIZED e-file PROVIDER
IRS authorised e-file provider

ইনকাম ট্যাক্সঃ
ব্যক্তিগত ও ব্যবসা
ট্যাক্স ক্যাব ও ফুড ট্রেডার
পার্টনারশীপ, কর্পোরেশন
স্পেয়োল এন্ড সেলস ট্যাক্স
ব্যবসা সেটআপ
কর্পোরেশন ও এলএলসি গঠন

ভ্রমণ
নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:
বাংলা ট্যুর
৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার



Joy

পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা

জয় ক্যাটারিং মেন্যু

প্যাকেজ -১
ড্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00

প্যাকেজ-২
ড্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00

প্যাকেজ-৩
ড্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00

প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00

148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977

32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

যে প্রক্রিয়ায় বাড়ি বিক্রেতা প্রতারিত

(শেষের পাতার পর)

সবচেয়ে দক্ষ হতে পারেন-তারা জানেন, আপনার জন্য কিভাবে কাজ করলে সহজেই আপনার বাড়িটে বিক্রি হয়ে যাবে। এ দলনের রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দেওয়া সত্যিই স্মার্ট কাজ।

কিন্তু সত্যিকার বাজে এজেন্ট তরাই যারা বাড়ি বিক্রেতাকে অনেক বড় বড় কথা বলবেন, কিন্তু কাজের সময় তারা তাদের কথাকে কাজে পরিণত করতে পারেন না। এই ধরনের রিয়েল এস্টেট এজেন্ট সাধারণত যেসব কথা বলে থাকেন তা নিম্নরূপ:

যোগাযোগ কম: আপনি আশা করেন যে আপনার এজেন্ট আপনার বাড়ি বিক্রির কাজে ব্যস্ত থাকবেন। তার অর্থ হচ্ছে, সে অনেক সময় তার এই ব্যস্ততার জন্য হয়ত আপনার ফোন ধরতে পারবেন না। কিন্তু একজন বাজে রিয়েল এস্টেট এজেন্ট ভদ্রতার খাতিওে হয়ত আপনাকে কল ব্যক করবেন কিন্তু আপনার জন্য যে সসব বিষয় গুরুত্বপূর্ণ তা হয়ত আপনাকে বলতে ভুলে যাবেন, এবং সত্যিকার অর্থেই তারা গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগে ব্যর্থ।

আপনাকে বারবার আশ্বাস দেবে কিন্তু সে আশ্বাস কাজে পরিণত করতে পারবে না: এটা ঘটতে পারে আপনার বাড়ির লিস্টিং অথবা বিক্রির চুক্তি সাক্ষরের ক্ষেত্রে। একজন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট আপনাকে সহজেই আপনার বাড়িটি বিক্রে করে দেওয়ার আশ্বাস দেবে। এজন্য তিনি ওয়েবসাইট, স্যোসাল মিডিয়া, ভিডিও ট্যুরস, প্রফেশনাল ফটোগ্রাফি-ইত্যাদিও মাধ্যমে বাড়িটি বাজারজাত করার উদ্যোগের কথা বলবেন। কিন্তু দেখা যাবে তিনি যেসব উদ্যোগ নেওয়ার কথা বলেছিলেন তার খুব কমই করতে পেরেছেন।

উদ্ভট ফটোগ্রাফি ও ভিডিও: ইদানিং ক্রেতারা বাড়ি ক্রয় করার কাজটি শুরু করেন, বাড়ির ছবি বা ভিডিও দেখে। ফলে বিক্রিত বাড়ির ছবি বা ভিডিও-এর ক্ষেত্রে প্রফেশনাল ছোঁয়া না থাকলে ক্রেতা আকর্ষন করা কঠিন। কিন্তু বাড়ি বিক্রেতার এজেন্ট হয়ত বলবেন যে তিনি এক্ষেত্রে সেরা কাজটি করবেন কিন্তু দেখা গেল তিনি যে ছবি ও ভিডিও দিয়েছেন তা কোন মতে করা হয়েছে এবং দায় সারা গোছের।

আপনার বাড়িটি যে বাজাওে বিক্রি হবে সে বাজার সম্পর্কে অজ্ঞ: আপনি অবশ্যয় চাইবেন আপনার বাড়িটি যে এলাকার আপনার এজেন্ট সে এলাকায় বাড়ি বিক্রি সম্পর্কে অভিজ্ঞ হবেন।

উপরোক্ত বিষয়সমূহে একজন ভাল রিয়েল এস্টেট এজেন্ট ভাল হলে সে হবে আপনার বাড়ির জন্য প্রকৃত এজেন্ট। আপনি যখন আপনার বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নেবেন, আপনি ভাল কওে জেনে নিন আপনি যে এজেন্ট নিয়োগ দিচ্ছেন ওপওে উল্লেখিত বিষয়গুলোতে আপনার এজেন্টের যোগ্যতা কেমন। এ বিষয়ে আপনি একটি চেক লিস্ট করতে পারেন এবং তার ভিত্তিতে আপনার জন্য যোগ্য এজেন্ট নিয়োগ দিন।

এ বিষয়গুলোতে চিন্তা কওে আপনি নিশ্চিত হন যে আপনি এমন কোন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দিচ্ছেন না যিনি আপনার স্বার্থ দেখার চেয়ে তার ওয়ালেট ভারী করার কাজে বেশী মনোযোগী।

কি করবেন? যখন আপনি বাড়ি বিক্রি করবেন তখন একজন ভাল রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দেওয়া আপনার সফলতার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনার উচিত হবে এমন একজনের প্রতি নজর দেওয়া যে আপনার বাড়ি বিক্রির সকল পর্যায়ে আপনার সাথেই থাকবেন এবং আপনার স্বার্থ দেখবেন। রিয়েল এস্টেট বাজারে ভাল যোগাযোগ আছে একই সাথে আপনার সাথে ভালভাবে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারে তেমন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট বাড়ি বিক্রির জন্য মুল্যবান। সত্যিকার ভাল রিয়েল এস্টেট এজেন্ট এই বিষয়গুলো জানেন এবং তারা আপনার জন্য যথাসাধ্য করতে পিছুপা হন না। নিম্নে উল্লেখিত কাজগুলো খেয়াল করুন এবং যে আপনাকে প্রতারিত করতে পারে এমন যে কোন রিয়েল এস্টেট এজেন্টকে বর্জন করুন:

কখনো ডুয়েল এজেন্সী গ্রহণ করবেন না।

এমন রিয়েল এস্টেট এজেন্টকে মনোনীত করবেন না যে শুধু ওপেন হাউজকে প্রাধান্য দেয়।

এমন কোন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দেবেন না, যে শুধু বাড়ি বিক্রয় করাকে শুধু তার মূল্যের ওপর গুরুত্ব দেয়।

গব সময় আপনার রিয়েল এস্টেট এজেন্টকে বাড়ির ইন্সপেকশনের সময় উপস্থিত থাকতে তাগাদা দিন।

আপনার আশেপাশের এমন একজন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দিন যার বিশেষ সুনাম রয়েছে এবং ভাল ট্রাক রেকর্ড আছে।

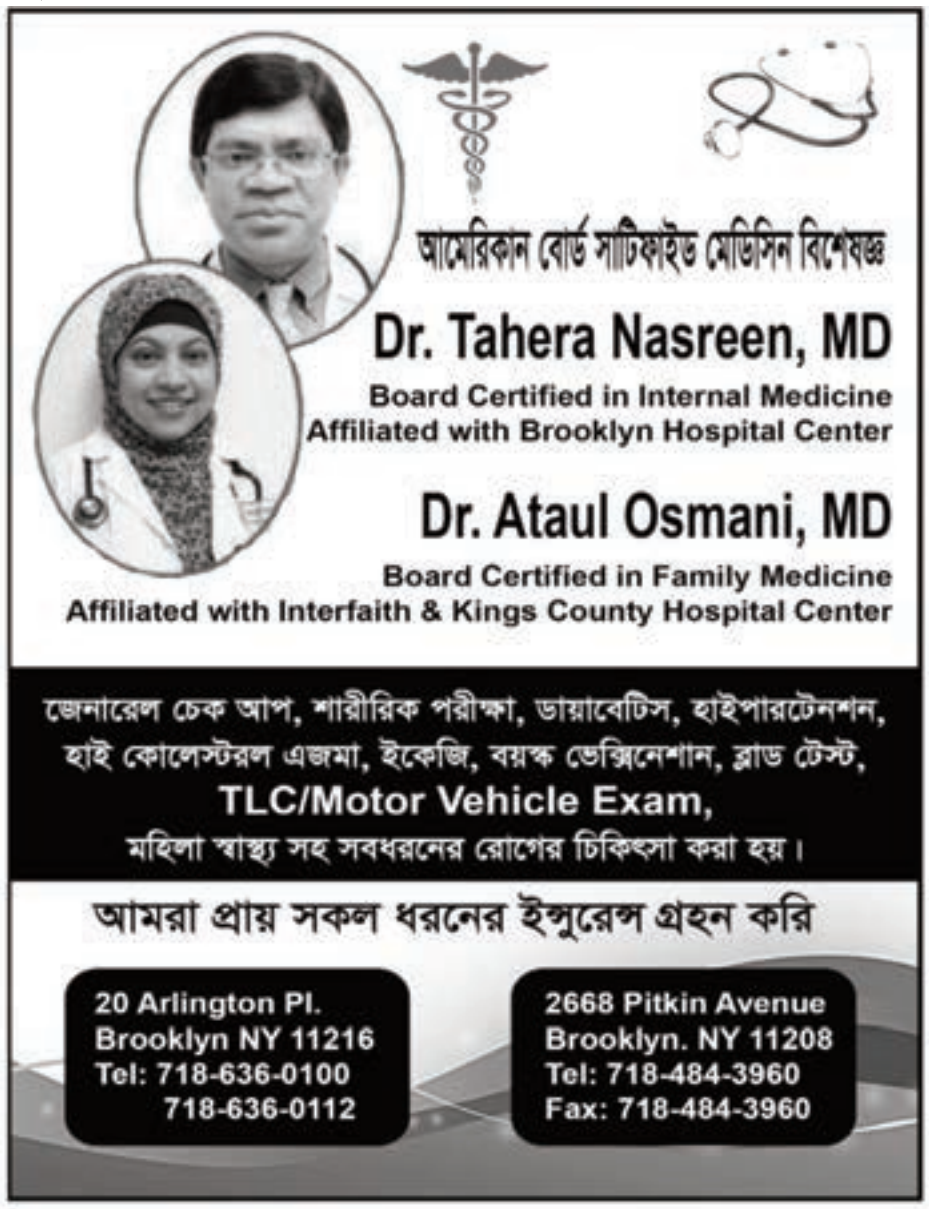
উপরে উল্লেখিত টিপসগুলো ব্যবহার করে আপনি আপনার বাড়ি বিক্রয়ে সেরা সফলতা লাভ করতে পারেন।

আপনি, আপনার পরিবার অথবা বন্ধু-বান্ধব যদি বাড়ি ক্রয় করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন, আপনার যোগ্য মর্টগেজ খুঁজে নিতে চান তাহলে ফ্রি কনসালটেন্টের জন্য এম কামাল সিপিএর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। অথবা wwwkamalmortgagetips.com লগ অন করে বিস্তারিত জেনে নিন। এ ছাড়াও এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬) এই নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন।

হাসপাতালে দুই বরেণ্য

(৪৬ পাতার পর)

১০ দিন পর আবার হাসপাতালে ভর্তি হলেন। অভিনেতা দিলীপ কুমারের বয়স ৯৮ বছর। এদিকে আরেক বর্ষীয়ান অভিনেতা নাসিরুদ্দিন শাহেরও মুম্বাইয়ের একটি হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার খবর এসেছে। কয়েক দিন আগে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিলেন এই অভিনেতা। এবার ফুসফুসে সংক্রমণের কারণে তিন দিন আগে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। নাসিরুদ্দিন শাহর ম্যানেজার সংবাদমাধ্যমকে বলেন, তিন দিন ধরে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন নাসিরুদ্দিন শাহ।







হটডগের গাড়ী বিক্রী

সিটি ওয়াইড ২ বৎসরের ফুলটাইম পারমিট এবং স্পটসহ হটডগের গাড়ীতে মটর লাগানো রয়েছে। শারীরিক অসুস্থতার কারনে খুবই অল্প মূল্যে হটডগের গাড়িটি বিক্রি করা হবে। যোগাযোগঃ জাহাঙ্গীর। ফোন: **৬৪৬-৯৬৩-৪১৬৫ অথবা ৯১৭-৬৫১-৭৯০২ অথবা ৩৪৭-৫৮২-৬৬২০**
জুলা-০৫/১২

সেমি বেসমেন্ট ভাড়া

ব্রুকলীনের ৬৯৯ এক্সেস স্ট্রীটে ১ আগষ্ট থেকে তিন বেডরুম, একটি লিভিং রুম, একটি বাথরুম সহ সেমিবেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। এ, সি, #৩ সাবওয়ে ট্রেন নিকটে। যোগাযোগ: ৬৩১-৮২৯-২৮২৯ অথবা ৯২৯-২৯০-৮৭৯০ অথবা ৬৩১-৮২৯-২৮২৯
জুলা-০৫/১২/১৯/২৬

এপার্টমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার ১৪৬ স্ট্রীট এবং ১০৫ এভিনিউতে তিন বেডরুম এবং দুই বাথরুমের এপার্টমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। তিন ব্লকের মধ্যে এলআইআরআর এয়ার ট্রেন এবং সাবওয়ে। যোগাযোগ: ৭১৮-৮৮৬-০৮৫৪
জুলা-০৫/১২

রুমমেট চাই

ব্রুকলীনের চার্চ-ম্যাকডোনাল্ডের সন্নিকটে ৪৬৫ ওশান পার্কওয়ে অ্যাপার্টমেন্ট বাসায় বিশাল একটি রুমে অধুমপায়ী পুরুষ রুমমেটের নিকট ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযাগে: ৬৩১-৫৬৮-১১৭৩
জু-২৮/জু-০৫

মহিলা হাউস কিপার আবশ্যক

কুইন্সে ছোট পরিবারের জন্য একজন মহিলা হাউস কিপার আবশ্যক। মান সম্পন্ন রান্না অঅর সাধারণ পরিচ্ছন্নতার কাজ। সপ্তাহে ৫/৬দিন কাজ। বেতন এবং সময়সূচী আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: ৭১৮-২০৭-৩৭৫৭
জু-২৮/জু-০৫

অ্যাটিক ভাড়া

ব্রঙ্কসের পার্কচেষ্টার এলাকায়, জেরেগা সাবওয়ে থেকে মাত্র দুই ব্লকের মধ্যে এক বেডরুম, এক বাথরুম, লিভিং রুম, ডাইনিং স্পেস ও কিচেন সহ অ্যাটিক ভাড়া দেয়া হবে। বাংলাদেশী গ্রোসারী, মসজিদ ও স্কুল এক ব্লকের মধ্যে।
জু-২৮/জু-০৫

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা স্টেটের ৮৭ এভিনিউ এবং ১৮৮ স্ট্রীটের মাঝে দুই বেডরুমের বেসমেন্ট আগষ্ট মাস থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৬০৭-৩১৯৮ অথবা ৩৪৭-৫৫৮-৭৭৪
জু-২৮/জু-০৫

আবশ্যক

বাংলাদেশী পরিবারের একটি দশ বছরের বাচ্চাকে সোমবার থেকে শুক্রবার বেলা ২:৩০ থেকে সন্ধ্যা ৮টা পর্যন্ত দেখাশুনা করার জন্য একজন বাংলাদেশী মহিলা প্রয়োজন। ৩৫-৪৭ বছর বয়সী প্রার্থীকে ভালো ইংলিশ জানতে হবে। সেলারী ১৭ ডলার ঘন্টা। যোগাযোগ: ৯১৭-২৮৫-৩৭৯৪ অথবা ৩৪৭-৫৭৯-৯৮৭৮
জু-২৮/জু-০৫

বেসমেন্ট ভাড়া

কুইন্সের বেলরোজে অত্যন্ত ভালো ও নিরিবিলি পরিবেশে হিলসাইড এভিনিউ সংলগ্ন ২৪৬ স্ট্রীট ও ৮৫ এভিনিউতে প্রাইভেট বাসার আপডেটেড বেসমেন্ট শুধুমাত্র স্বামী-স্ত্রী অথবা কর্মজীবী মহিলার কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। সহজলভ্য পাবলিক ট্রান্সপোরটেশন। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষ। যোগাযোগ: ৯২৯-৩৯৩-৯০০২ অথবা ৯১৭-৬০০-৪০৭৪
জুন-২১

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউ ও হাইল্যান্ড এভিনিউর মাঝে ১৬৯ স্ট্রীটে ৩ বেডরুম, লিভিং রুম,ডাইনিং, কিচেন ও ২ বাথরুম সহ বাসা জুলাই মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে।
জুন-২১/২৮

বেসমেন্ট ভাড়া

কুইন্স ভিলেজের নিরিবিলি পরিবেশে দুজন থাকার জন্য বেসমেন্ট স্টুডিও এপার্টমেন্ট সকল ইউটিলিটি ও ইন্টারনেট ভাড়া হবে। কিউ২ ও কিউ৮৩ বাস কাছাকাছি। ভাড়া ১১০০ ডলার। যোগাযোগ: ৩৪৭-৭৪৪-৭৩৩৯ অথবা ৩৪৭-৯২৩-১২৯৯
জুন-২১/২৮

বেসমেন্ট ভাড়া

কুইন্স ভিলেজের ১৬০-১৯ ৭৬ এভিনিউতে বেসমেন্ট স্টুডিও এপার্টমেন্ট ইউটিলিটি এবং ইন্টারন্টে ২জনের কাছে ভাড়া হবে। কিউ-২ এবং কিউ-৮৩ কাছাকাছি। শান্ত পরিবেশ। যোগাযোগ: ৩৪৭-৭৪৪-৭৩৩৯ অথবা ৩৪৭-৯২৩-১২৯৯
জুন-১৪/২১

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউ ও হাইল্যান্ড এভিনিউর মাঝে ১৬৯ স্ট্রীটে ৩ বেডরুমের বাসা জুলাই মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। লিভিং রুম, ডাইনিং, কিচেন ২ বাথরুম সহ। যোগাযোগ: ৯২৯-৩৯৮-৮২৮৩
জুন-১৪/২১

বাসা ভাড়া

ওজোনপার্কের ১০৬-২৪ ৭৫ স্ট্রীটের সেকেন্ড ফ্লোরে এক বেডরুমের বাসা জুলাই মাস থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৬০৩-৩১৯৭ অথবা ৩৪৭-৫৫৮-৬৭৭৪
জুন-১৪/২১

বাড়ী বিক্রি

কুইন্স ভিলেজের ৮৯-৫৩ ২০৮ স্ট্রীটে ২২০০ স্কয়ার ফিট সেমি ডিটাচ ৩ বেডরুম, ১.৫ বাথরুম, লিভিং রুম, ডাইনিং রুম, ইট এন্ড কিচেন, ফুললী ফার্নিসড বাড়ী মালিক কর্তৃক বিক্রি হবে। মূল্য: ৬৯৫,০০০ ডলার। যোগাযোগ: ৯১৭-৯৩২-৫৭৪২ (তাহসিন) অথবা ৩৪৭-৯১২-৩১৯৫ (ইসরাত) জুন-১৪/২১

বাসা ভাড়া

ইস্ট এলমহাসবট এর নর্দান বুলেভার্ড এলাকায় ৩১ এবং ৩২ এভিনিউর মাঝে ৮১ স্ট্রীটটের উপর দোতালায় একটি এক বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৯১৭-৩০১-২০৬৩
জুন-১৪/২১

আবশ্যক

পোলট্রি ফার্মে পার্ট টাইম কাজের জন্য পুরুষ অথবা মহিলা কর্মী আবশ্যক। যোগাযোগ: ৭১৮-৮২০-২৪৩৪
জুন-১৪/২১

আবশ্যক

ম্যারিল্যান্ডে একটি আমেরিকান গ্রোসারীতে কাজ করার জন্য লোক আবশ্যক। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ। কেবলমাত্র আগ্রহীরাই যোগাযোগ করুন। ফোন: ৯১৪-৩০৩-১৩২৮ (নবী) অথবা ৭১৮-৯০২-৬৫৭১ (মুরাদ) অথবা ৭১৮-৭০৮-০৮২২ (ইসলাম)
জুন-১৪/২১

কুরবানী

কুরবানীর কথা ভাবছেন? তাহলে আসুন নিউইয়র্কেবাংলাদেশী মালিকানাধীন মাউনটেন গেইম ফার্মে। মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে সবচেয়ে কম মূল্যে গরু, ছাগল, ভেড়া কুরবানীর জন্য যোগযোগ করুন: ৭১৮-৯৩৮-৮৯৩৯
জুন-১৪/২১

বাসা ভাড়া

উডসাইডের ৩২-৪৬ ৫৮ স্ট্রীটে আর, এম সাবওয়ের কাছে ৩ বেডরুম, লিভিং রুম, কিচেন ও দুটি ফুল বাথরুম বেলকনী ও কার পার্কিং সহ একটি বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: (৯১৭) ৪১২-৭৭৩৯
জুন-০৭/১৪

বাড়ী ভাড়া

উডসাইডে সেভেন ট্রেন ও কিউ৭০ বাস স্টপ থেকে এক ব্লকের মধ্যে ২ বেডরুমের বাসার এক রুম ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৬৪৬-২৪০-৫৫৮১
জুন-০৭

রুম ভাড়া

ব্রুকলীনের ৪৩০ এসেক্স স্ট্রীটে সি ট্রেনে শেফার্ড এভিনিউর পাশে সুন্দর, ভদ্র পরিবেশে কর্মজীবী পুরুষদের জন্য দোতালায় ফার্নিচার সহ বিশাল এক রুম, ইউটিলিটি ও ইন্টারনেটের সুবিধাসহ ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৬৩১-২৩০-০২৩০ অথবা ৭১৮-৩৪৮-৮৪২২এ জুন-০৭/১৪

স্টুডিও ভাড়া

জ্যামাইকার ১২৫ স্ট্রীট ও হিলসাইড এভিনিতে স্বামী-স্ত্রী বা কর্মজীবী মহিলার কাছে স্টুডিও রুম ভাড়া দেওয়া হবে। জুন-০৭/১৪

বেসমেন্ট ভাড়া

ফ্রেসমেডোর ১৬০-১৯ ৭৬ এভিনিউতে বেসমেন্ট স্টুডিও এপার্টমেন্ট ইউটিলিটি এবং ইন্টারন্টে ২জনের কাছে ভাড়া হবে। কিউ-২ এবং কিউ-৮৩ কাছাকাছি। শান্ত পরিবেশ। যোগাযোগ: ৩৪৭-৭৪৪-৭৩৩৯ অথবা ৩৪৭-৯২৩-১২৯৯
জুন-০৭/১৪

বেসমেন্ট ভাড়া

ব্রুকলীনের ওজোনপার্কে পিটকিন এভিনিউ ও ৮৩ স্ট্রীটের কাছে বেসমেন্ট ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৬০৩-৩১৯৮ অথবা ৩৪৭-৫৫৮-৬৭৭৪
জুন-০৭/১৪

স্টুডিও ভাড়া

জ্যামাইকার ১২৫ স্ট্রীট ও হিলসাইড এভিনিউতে স্বামী-স্ত্রী বা কর্মজীবী মহিলার কাছে স্টুডিও ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-৪৯৬-৯৯০২
মে-৩১/জু-০৭

বাসা ভাড়া

ওজোনপার্কের কাছে ক্রিসেন্ট স্ট্রীট এ দোতালায় ২ বেডরুম+লিভিং রুম+কিচেন পরিবারের কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। এ/সি সাবওয়ে, বাস স্কুল, মসজিদ, গ্রোসারী, সুপারমার্কেট, শপিং মল বাসার কাছেই। যোগাযোগ: ৭১৮-৬৪৭-৭২৭১ অথবা ৯১৭-৫৬১-২৩৯৮
মে-৩১/জু-০৭

দুই বেড রুমের রেনোভেটেড কনডোমিনিয়াম বিক্রয়

বাংলাদেশী অধ্যুসিত ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারে মেসি'জ সংলগ্ন পার্কচেস্টার রোডে চারতলায় সম্পূর্ন রেনোভেটেড একটি দুই বেড রুমের কন্ডোমিনিয়াম বিক্রয় হবে। লো মেইনটেনেন্স। আস্কিং প্রাইস-২৯০ হাজার ডলার। যোগাযোগ: হাবিব রহমান (৩৪৭-২৮০-৭২৬৯)। রিয়েল এস্টেট সেলস পারসন।

আবশ্যক

একটি মেডিকেল অফিসের জন্য মেডিকেল এসিসটেন্ট, সনোগ্রাফার ও রিসেপসনিস্ট আবশ্যক। যোগাযোগ: ২১২-২২৬-৮০০০
মে-১০/১৭

বাসা ভাড়া

ব্রুকলীনে একটি প্রাইভেট হাইজের সেকেন্ড ফ্লোরে দুই বেডরুম, লিভিং, বাথরুম এবং কিচেনের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। ৩ নং ট্রেন এর সাবওয়ে দুই ব্লকের দূরত্ব। বি ৮৩বাস বাসার সামনেই এবং এ/সি ট্রেন সাবওয়ে ট্রান্সফার সহ রাস্তায় গাড়ী পার্কিং করার সুযোগ। যোগাযোগ: ৩৪৭-৮৫৮-১২৮৬ (কল অর টেক্স)
মে-২৪/৩১

আবশ্যক

সাবওয়ে স্যান্ডউইচ ফ্রেস ফুড কাজের জন্য লোক অবশ্যক। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ। থাকার ব্যবস্থা ফ্রি। যোগাযোগ: ৯১৪-৫১৩-৯৬৮৪
মে-২৪/৩১

আবশ্যক

ব্রঙ্কসের খলিল বিরিয়ানী হাউজের জন্য জরুরি ভিত্তিতে ম্যানেজার, ওয়েটার/ওয়েট্রেস পদ সমূহে লোক নিয়োগ করা হবে। অভিজ্ঞ প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৯২৯-৬২৪-৮৩৯৮

রুম ভাড়া

ব্রঙ্কস পার্কচেস্টার সাবওয়ের কাছে ৬ ট্রেন স্টারলিং সংলগ্ন ১৩-৪২ Pugsleyএভিনিউ সেমিবেসমেন্টে ১ রুম ভাড়া দেয়া হবে। **৭১৮-৮৬৪-৭৩৬৭**

রুম ভাড়া

সুন্দর ভদ্র পরবেশে কর্মজীবী পুরুষদের জন্য বেডবিছানা, ইউটিলিটি, ইন্টারনেটসহ দোতলায় বড় রুম ভাড়া হবে। সি ট্রেনে শেফার্ড এভিনিউর পাশে ৪৩০ এসেক্স স্ট্রীট, ব্রুকলীন। যোগাযোগ ও মেসেজ রাখুন: **৬৩১-২৩০-০২৩০, ৭১৮-৩৪৮-৮৪২২**

অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া

ব্রঙ্কসের ওয়েস্টচেষ্টার স্কয়ারে (জেরেগা এভিনিউর কাছে) তিন বেডরুম ও দুই বাথরুম-এর অ্যাপার্টমেন্ট ১ জুন থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ইসলাম চৌধুরী। ফোন: ৭১৮-৭৯০-৮১৮৭
মে-১০/১৭

মুয়াজ্জিন আবশ্যক

বায়তুল জান্নাহ মসজিদ এন্ড মুসলিম কমিউনিটি সেন্টার, ব্রুকলীন, নিউইয়র্কের জন্য একজন ফরহেজগার, সহী শুদ্ধ কোরআন তেলওয়াত, আজান, ইকামত দিতে জানা এবং মসজিদ ভবন পরিষ্কার পরিছন্ন রাখার অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একজন সার্বক্ষণিক মুয়াজ্জিন আবশ্যক। মসজিদে থাকার ব্যবস্থা আছে। মাসিক বেতন আলোচনা সাপেক্ষে। আগ্রহী প্রার্থীদের মসজিদের ইমামের সাথে নিম্ন লিখিত নাম্বারে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

মৌলানা আশ্রাফ উল্ল্যা : ৩৪৭-৬৯৩-৮৬৬৬
মৌলানা দিদারুল আলম : ৯১৭-৪৯৮-৪৪৬৬ জুন-২১/২৮

আবশ্যক

ফ্লোরিডার কিওয়েষ্ট-এ গ্রোসারী স্টোরে কাজের জন্য জরুরী ভিত্তিতে লোক আবশ্যক। ভালো সুযোগ-সুবিধা সহ থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। শান্তিপ্রিয় এলাকা, জিরো ক্রাইম, যাতায়াতের জন্য গাড়ীর প্রয়োজন নেই। বাসা থেকে স্টোর হাঁটা পথ। প্রার্থীর কমপিউটার ব্যবহার জানা থাকলে ভালো।

যোগাযোগ: ৩০৫-৮৯৬-৯৫৪৭

জুন-২১/২৮

বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!

শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444



আমেরিকায় বদলে যাওয়া জীবন নিয়ে সিলেটে ফিরলেন লোকমান

(প্রথম পাতার পর)

হাতে দিয়ে এক সপ্তাহ আগেই পাঠিয়ে দেয়া হয় বাংলাদেশে। দেশে এলেও তার কাছে সবকিছুই অপরিচিত। ২৫ বছরের কারাভোগে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন তিনি। গোয়াইনঘাটের ফতেহপুরে নিজের বাড়ি, সিলেটের কাজলশাহ এলাকার বোন দিলারা বেগমের বাসা সব কিছুই ভুলে যান। কেবল সিলেটের জিন্দাবাজারের বনফুল নামটি তার স্মৃতিতে ছিল। ৩২ বছর আগে ওই বনফুলে চাকরি করতো তার বোনের জামাই। ঢাকায় নেমে বিদেশযাত্রীর গাড়িতে করে তিনি শুক্রবার দুপুরে সিলেটে ফিরেন। সিলেটে ফিরে ইংরেজিতেই কথা বলতে থাকেন। বনফুল-২ তে যাবেন বলে জানান। কিন্তু ঠিকানা বলতে পারেননি। পরে একজন তাকে নগরীর সুবহানীঘাট এলাকার বনফুলে নিয়ে যান। সেখানে যাওয়ার পর তারা জানায়, ৩২ বছর আগে বনফুল-২ ছিল নগরীর জিন্দাবাজারে। বর্তমানে এটি রিফাত অ্যান্ড কোং। বিকাল ৩টার দিকে তিনি জিন্দাবাজারের সহির পাজাস্থল রিফাত অ্যান্ড কোং-তে আসেন। সেখানে আসার পর লোকমান উদ্দিনের ভাষা কেউ বুঝেন না। এমন সময় সেখানে উপস্থিত হন ওই কোম্পানির সাবেক শীর্ষ কর্মকর্তা মাহফুজুল হাসান তান্না। তিনি এসে ইংরেজিতেই কথা বলেন লোকমান উদ্দিনের সঙ্গে। সব তথ্য জানার পর তিনি খোঁজ নেন ওখানে ৩২ বছর আগে বনফুল-২ ছিল কিনা। মালিক পক্ষের কাছ থেকে খবর নিয়ে জানতে পারেন সত্যতা। এরপর থেকে তান্না নিজ উদ্যোগই শুরু করেন খোঁজখবর। খুঁজতে খুঁজতে তিনি পেয়ে যান লোকমানের ছোট বোন দিলারা বেগমকে। অসুস্থ সন্তানকে নিয়ে একটি হাসপাতালে ছিলেন দিলারা বেগম। ভাইয়ের খবর শুনেই তিনি স্বজনদের নিয়ে ছুটে আসেন জিন্দাবাজারের রিফাতে। সেখানে আসার পর ভাই লোকমান উদ্দিনের আউটপাসের তথ্য ও বোনের এনআইডি কার্ড যাচাইয়ের পর নিশ্চিত হওয়া যায় লোকমান ও দিলারা ভাইবোন। এ ছাড়া ৩২ বছর পর প্রথম সাক্ষাতে ভাইকে চিনতে পারেন দিলারাও। আর আমেরিকাফেরত লোকমানও বোন সহ স্বজনদের চিনতে পারেন। ভাইকে দেখে কেঁদে ফেলেন দিলারা বেগম। কেঁদে কেঁদে জড়িয়ে ধরেন। স্বজনদের পেয়ে আবেগ আপুত হয়ে পড়েন লোকমান উদ্দিনও। বলেন– 'এটাই তার জীবনের সেরা প্রাপ্তি।' পরে স্বজনরা তাকে নিয়ে নগরীর কাজলশাহ এলাকার বাসায় চলে যান। স্বজনদের খোঁজার সময় লোকমান উদ্দিন জানিয়েছেন– 'তার স্মৃতিতে সবকিছু হারিয়ে গেছে। তিনি কেবল সিলেট বনফুল-২ নামটি মনে রেখেছেন। এ ছাড়া স্মৃতিতে গ্যাসফিল্ড, ফতেহপুর গ্রাম মনে আছে। কিন্তু তিনি ঠাহর করতে পারছেন না। এ ছাড়া দীর্ঘ ২৫ বছর কারাগারে থাকায় কারও সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেননি। যোগাযোগের কোনো মাধ্যম ছিল না।' তিনি জানান, 'মিশিগানে কর্মরত অবস্থায় তিনি ইংরেজি ভালো বুঝতে না পারায় খুনের দোষ তার ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিলো। এরপর কারাগারেই কেটেছে দীর্ঘ জীবন। তিনি এখনো মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত বলে জানান।' এদিকে লোকমানের স্বজনদের খুঁজে পাওয়ার বিষয়টি জানিয়ে নিজের ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়েছেন মাহফুজ হাসান তান্না। স্ট্যাটাসে তিনি লিখেছেন– 'দীর্ঘ ৩২ বছর আমেরিকা ছিলেন লোকমান আহমাদ। উনি যে রেস্টুরেন্টে কাজে ছিলেন সে রেস্টুরেন্টের মালিক তার স্ত্রীর খুনের দায় লোকমান সাহেবের উপর চাপিয়ে দেয় আর ইংরেজি না জানার কারণে তিনি এর প্রতিবাদও করতে পারেননি। প্রায় ২৫ বছরের জেল হয়। দীর্ঘ ৩২ বছর পর দেশে এসে ঠিকানা, বাড়িঘর– এমন কি ঠিক মতো বাংলায় কথা করতে পারেন না। শুধু ইংলিশে কথা বলেন। রিফাত অ্যান্ড কোং জিন্দাবাজার শাখায় এসে ৩০ বছর আগে বনফুল ছিল বলে লোকটি ম্যানেজার সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে থাকে। সেই সময় আমি হাজির হই। হাজির হওয়ার পর ম্যানেজার সাহেব সহ আমরা সবাই অনেক খোঁজাখুঁজি করে লোকমান সাহেবের ছোট বোনকে ফোন করি। ফোন পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চলে আসেন। আহ্ আসার পর সেই দৃশ্য মোবাইলে ধারণ করি। আসলে আল্লাহ যদি চান সবকিছুই সম্ভব। পরিবারের মিলন দেখে নিজের চোখে পানি চলে আসলো।' তান্না গতকাল বিকালে জানিয়েছেন– 'লোকমান উদ্দিনের মূল বাড়ি গোয়াইনঘাটের ফতেহপুর ইউনিয়নে। তার বোনের বাসা কাজল শাহ এলাকায়। ওই সময় বোনের জামাই বনফুল-২ তে ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এ কারণে লোকমান উদ্দিনের স্মৃতিতে বনফুল-২ ছিল। আমি বিষয়টি জানার পর প্রায় দুই ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে বোন দিলারার সঙ্গে কন্ট্রাক্ট করি। এরপর বোন এসে ভাইকে চিনে ফেলেন।' তিনি জানান, 'লোকমান উদ্দিন নির্দোষ ছিলেন। তাকে কারান্তরীণ করার পর থেকে বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেননি। কিংবা তার খবরও কেউ নেয়নি। এ কারণে ২৫ বছরের কারা জীবনে তার স্মৃতিই পাল্টে গেছে। এমনকি বাংলায় কথা বলাও ভুলে গেছেন। এখন লোকমান উদ্দিন তার স্বজনদের পেয়ে খুশি হয়েছেন। দেখে মনে হচ্ছে তিনি যেন দ্বিতীয় জীবন লাভ করেছেন।'

দুই ডোজ টিকায় মৃত্যু ঝুঁকি কম

(প্রথম পাতার পর)

সুরক্ষা দেয়। সেখানে এক ডোজ সুরক্ষা দেয় প্রায় ৯২ শতাংশ। পাঞ্জাব পুলিশের ওপর পরিচালিত একটি গবেষণার বরাত দিয়ে ভারত সরকার গতকাল শনিবার এ তথ্য জানিয়েছে। খবর এনডিটিভির।

পাঞ্জাব সরকারের সঙ্গে যৌথভাবে এ গবেষণা চালিয়েছে চণ্ডীগড়ের পোস্টগ্র্যাজুয়েট ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ।

সরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান এনআইটিআই আয়োগের সদস্য (স্বাস্থ্য) ডা. ভি কে পল গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্য উপস্থাপন করে বলেন, করোনার টিকা নেননি এমন ৪ হাজার ৮৬৮ জন পুলিশ সদস্যের মধ্যে এ রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন ১৫ জন। অর্থাৎ টিকা গ্রহণ না করা পুলিশ সদস্যদের মধ্যে মৃতের হার প্রতি হাজারে ৩.০৮। ভি কে পল এক সংবাদ সম্মেলনে আরও জানান, বিপরীতে ৩৫ হাজার ৮৫৬ জন এক ডোজ টিকা গ্রহণকারী পুলিশ সদস্যের মধ্যে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন ৯ জন। অর্থাৎ টিকা নেওয়া পুলিশ সদস্যদের মধ্যে করোনায় মৃতের হার প্রতি হাজারে ০.২৫। আর দুই ডোজ টিকা নেওয়া ৪২ হাজার ৭২০ জন পুলিশ সদস্যের মধ্যে করোনায় মারা গেছেন মাত্র দুজন। সে হিসাবে দুই ডোজ টিকা গ্রহণকারীদের মধ্যে মৃতের হার প্রতি হাজারে ০.০৫।

ভি কে পল বলেন, পুলিশ সদস্যরা করোনায় আক্রান্ত হওয়ার উচ্চ ঝুঁকিতে আছেন। তাঁদের মধ্যেই এ গবেষণা চালানো হয়েছে। গবেষণা ফলাফলে দেখা গেছে, যাঁরা এক ডোজ টিকা নিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে করোনায় মৃত্যুর আশঙ্কা কমে গেছে ৯২ শতাংশ এবং দুই ডোজ টিকা গ্রহণকারীর মধ্যে আশঙ্কা কমেছে ৯৮ শতাংশ।

এই গবেষক আরও বলেন, এ রকম গবেষণা ও সেগুলো থেকে পাওয়া ফলাফল এটাই দেখাচ্ছে যে টিকা গুরুতর অসুস্থ হওয়া ও মৃত্যুর ঝুঁকিকে হ্রাস করে। তাই টিকার কার্যকারিতায় আস্থা রাখা প্রয়োজন।



মুসলিম যুবকের প্রেমে পড়লেন বিল গেটসের

(প্রথম পাতার পর)

অন্যদিকে সাধারণ এক মুসলিম যুবক নায়েল নাসের, জেনিফার-নাসেরের প্রেমের গল্পটা ঠিক যেন রূপকথার মতো। আর দশটা সাধারণ মানুষের মতো তাদের প্রেমের শুরুটাও হয়েছিল ভীষণ সাধারণভাবে।

ক্যালিফোর্নিয়ার স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় জেনিফার গেটসের সঙ্গে পরিচয় হয় নায়েল নাসেরের। দুজনেরই ছিল ঘোড়দৌড়ের প্রতি ভীষণ আগ্রহ। এর এই আগ্রহের কারণেই দু'জনে আরও কাছাকাছি আসেন। একসঙ্গে বিভিন্ন ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশও নেন। এভাবেই ধীরে ধীরে জেনিফারের মনে জায়গা করে নেন নাসের।

২০১৩ সালে স্ট্যান্ডফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতক পাশ করেন নাসের। ২০১৮ সালে জেনিফারকে হিউম্যান বায়োলজিতে সাহায্য করার জন্য ফের বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে আসেন তিনি।

চলতি বছরের শুরুতে আংটি বদল করেছেন জেনিফার আর নাসের। খুব শিগগিরিই গাঁটছড়া বাঁধতে চলেছেন তারা।

যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় অঙ্গরাজ্যের শিকাগো শহরে জন্ম হলেও নাসেরের শৈশব কেটেছে কুয়েতে। প্রায় ৬০ বছর পর ২০২০ সালের অলিম্পিকের (টোকিও) চূড়ান্ত পর্বে মিসরের জায়গা করে নেওয়ার ক্ষেত্রে নাসেরের অনন্য ভূমিকা রয়েছে।

২০১৭ সালে প্রথমবার ইনস্টাগ্রামে জেনিফারের সঙ্গে ছবি পোস্ট করেন নাসের। ফ্লোরিডাতে ভ্যালেন্টাইনস ডে উপযাপনের সেই ছবিতে একটি সুন্দর মুহূর্ত কাটাতে দেখা গেছে তাদের।

শুধু ঘোড়দৌড়বিদই নন, নায়েল নাসেরের ক্যালিফোর্নিয়ার সান দিয়েগোতে একটি ব্যবসাও রয়েছে। বিয়ের পর সেখানেই সংসার শুরু করবেন জেনিফার-নাসের।

যুক্তরাষ্ট্রের ২৪৫তম স্বাধীনতা

(প্রথম পাতার পর)

সংগঠনের পাশাপাশি জনপ্রিয় শপিংমল মেসি চোখ ধাঁধানো আতশবাজির আয়োজন করে। স্বাধীনতা দিবসের উৎসবকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন জায়গায় আয়োজন করা হয় বিশাল জনসমাবেশ, কুচকাওয়াজ এবং জাঁকজমকপূর্ণ কনসার্ট। যে কোন ধরণের সহিংসতা এড়াতে বাড়ানো হয়েছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা।

উল্লেখ্য, করোনা মহামারির কারণে গত বছর দিবসটি উদযাপন করতে পারেনি আমেরিকান জনগণ।

সিএনএনের খবরে বলা হয়: যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা দিবসে করোনা মুক্তির উৎসব পালন করেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এক হাজার অতিথিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। ক্ষমতায় আসার পর এই প্রথম এত অতিথি নিয়ে অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন জো বাইডেন। যদিও করোনার ডেলটা ভ্যারিয়েন্ট নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে উদ্বেগ বাড়ছে।

স্থানীয় সময় রোববার (৪ জুলাই) হোয়াইট হাউজের সাউথ লনে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ন্যাশনাল মলে অনুষ্ঠিত হয় আতশবাজির খেলা। আমন্ত্রিত অতিথিদের বেশির ভাগ সামরিক বাহিনী এবং জরুরি স্বাস্থ্যকর্মী। তারা পরিবার নিয়েও যোগ দেন। করোনা ভাইরাস মহামারির সময়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সেবা দেওয়ার কারণে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতেই এই সম্মান দেন প্রেসিডেন্ট বাইডেন।

হোয়াইট হাউজের প্রেস সেক্রেটারী জেন সাকি বলেছেন, অনুষ্ঠানে আগতদের আসার আগে করোনা ভাইরাসের পরীক্ষা করাতে হয়। যারা টিকা নেননি তাদের অনুষ্ঠানে মাস্ক পরতে হয়। প্রেসিডেন্ট বাইডেন এমন সময় এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন যখন কর্মকর্তারা ডেলটা ভ্যারিয়েন্ট নিয়ে সতর্ক করছেন।

এদিকে হোয়াইট হাউজের এক কর্মকর্তা জানান, ছুটির দিনগুলোতে বিভিন্ন পার্টি নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। বিশেষ করে যেসব এলাকায় নাগরিকরা টিকা গ্রহণ করেননি, সেখানে ডেলটা ভ্যারিয়েন্ট ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। আমেরিকান কর্মকর্তারা স্বীকার করছেন যে, স্বাধীনতা দিবস ৪ জুলাইয়ের আগে যে পরিমাণ টিকা দেওয়ার লক্ষ ছিল তা পূরণ করা যায়নি।

প্রেসিডেন্ট বাইডেন চেয়েছিলেন, ৪ জুলাইয়ের আগে ৭০ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক বা ১৬০ মিলিয়ন আমেরিকানকে অন্তত টিকার এক ডোজ দিতে। কিন্তু শুক্রবার পর্যন্ত ৬৭ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ককে টিকা দেওয়া সম্ভব হয়েছে বলে সিডিসি জানিয়েছে। করোনা প্রতিরোধে চেষ্টা চলছে বিভিন্নভাবে। টিকা কম বা না নেওয়া এলাকাগুলোতে জরুরি ব্যবস্থায় কাজ করা হচ্ছে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, স্বাধীনতা দিবসে বাইডেন যতই করোনা মুক্তির উৎসব করুন না কেন, তার সামনে সংকট ও মাথাব্যথা সৃষ্টি হওয়ার মতো বেশকিছু বিষয় আছে। এর মধ্যে রয়েছে, জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যু মোকাবিলা, বিভক্ত কংগ্রেস এবং প্রতিশোধপরায়ণ আচরণ করা সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে সামলানো ইত্যাদি।

এদিকে বাংলাদেশী আমেরিকানরাও উৎসবুখর পরিবেশে যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা উদযাপন করেছে। এ উপলক্ষ্যে বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানমালার মধ্যে ছিলো বার্বিকিউ পার্টি, আলোচনা, প্রভৃতি। নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক বাংলাদেশ, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি ও জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার যৌথভাবে রোববার বিকেলে জ্যামাইকায় স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। স্থানীয় জেএমসি ওয়েতে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে মূলধারার রাজনীতিক ও জনপ্রতিনিধি, কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সহ বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী সপরিবারে অংশ নেন।

দাদার মৃত্যুর পর নাতিও মারা গেলেন

(প্রথম পাতার পর)

ইসলাম (৮০) বার্ধক্যজনিত রোগে মারা যান। দাদার মৃত্যুর প্রায় একঘণ্টা পর রাত সাড়ে ৯টার দিকে লক্ষ্মীপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নাতি জাবেদ হোসাইনের মৃত্যু হয়।

দাদা-নাতি কমলনগর উপজেলার তোরাবগঞ্জ ইউনিয়নের চর লরেন্স এলাকার পাটোয়ারী বাড়ির বাসিন্দা। জাবেদ মুন্সীগঞ্জের বিক্রমপুর টঙ্গীবাড়ি ডিগ্রি কলেজের প্রভাষক ছিলেন।

স্বজনরা জানান, দাদা তাজল ইসলাম দীর্ঘদিন বার্ধক্যজনিত নানা রোগে আক্রান্ত ছিলেন। নাতি জাবেদ বিকালে হৃদরোগে আক্রান্ত হন। দ্রুত তাকে লক্ষ্মীপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এদিকে, সোয়া ৮টার দিকে বাড়িতে দাদা ইন্তেকাল করেন। রাত সাড়ে ৯টার দিকে হাসপাতালে কলেজ প্রভাষক নাতি জাবেদের চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়।

একঘণ্টার ব্যবধানে দাদা-নাতির মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

টিকা না নেওয়া ব্যক্তিরা করোনার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ

(প্রথম পাতার পর)

বিশেষজ্ঞরা এ কথা বলেছেন বলে সিএনএনের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। এই বক্তব্যের পেছনে যুক্তি হিসেবে তাঁরা বলেছেন, করোনার নতুন ধরন শুধু আক্রান্ত ব্যক্তির দেহ থেকেই তৈরি হয়।

ভ্যান্ডারবিল্ট ইউনিভার্সিটি মেডিকেল সেন্টারের সংক্রামক রোগ বিভাগের অধ্যাপক উইলিয়াম শাফনার শুক্রবার সিএনএনকে বলেছেন, 'টিকা না নেওয়া ব্যক্তিরাই সম্ভাব্য করোনার নতুন ধরন তৈরির কারখানা। টিকা না নেওয়া মানুষ যত বেশি হবে, ভাইরাসের বংশবিস্তারের আশঙ্কা তত বেশি হবে। এই বংশবিস্তারকালেই ভাইরাসের রূপান্তর ঘটে। এবং এর মধ্য দিয়ে নতুন একটি ধরন তৈরি হতে পারে, যা মূল ধরনের চেয়ে আরও বিপজ্জনক।'

শুধু করোনা নয়, সব ভাইরাসেরই রূপান্তর ঘটে। অধিকংশ রূপান্তরে ভাইরাসের তেমন কোনো তারতম্য হয় না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভাইরাসটি আরও দুর্বলও হয়ে থাকে। তবে মাঝে মাঝে কোনো একটি ভাইরাসের হরদম রূপান্তর (মিউটেশন) ঘটে। এর মধ্য দিয়ে ভাইরাসটি আরও শক্তিশালী হয়, সেটি হয়ে ওঠে আরও বেশি সংক্রামক, কাদের কাদের দেহে সংক্রমণ ঘটাতে পারবে, সেই সক্ষমতাও বেড়ে যেতে পারে।

এই ভাইরাসগুলো অন্যান্য ভাইরাসকে টপকে বেশি ক্রিয়াশীল থাকে। আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরে এসব ভাইরাসই প্রধান হয়ে ওঠে। এই আক্রান্ত ব্যক্তির থেকে যদি আরেকজনের দেহে ভাইরাসটি যায়, তাহলে তার শরীরে ভাইরাসের নতুন সংস্করণটি যাবে। এই মিউটেন্ট সংস্করণ সফল হলে তা হয়ে ওঠে নতুন ধরন।

তবে এটা হওয়ার জন্য ভাইরাসটির প্রতিলিপি তৈরি করতে হয়। টিকা না নেওয়া ব্যক্তিদের দেহে ভাইরাস সেই সুযোগ পেয়ে থাকে।

যুক্তরাষ্ট্রের জনস হপকিনস ব্লুমবার্গ স্কুল অব পাবলিক হেলথের অণুজীব ও রোগপ্রতিরোধবিজ্ঞানী অ্যান্ড্রু পেকোজ বলেন, ভাইরাসের মিউটেশন ঘটতে থাকলে জনসাধারণের মধ্যে তা ছড়িয়ে পড়াটা সহজ হয়।

তিনি বলেন, 'যতবার ভাইরাসের পরিবর্তন ঘটে, প্রতিবারই আরও মিউটেশনের জন্য তা ভিন্ন ভিন্ন প্ল্যাটফর্ম পায়। এখন আমাদের কাছে সেই সব ভাইরাস আছে, যেগুলো আরও বেশি দক্ষতার সঙ্গে ছড়িয়ে পড়তে পারে।'

যেসব ভাইরাস ছড়ায় না, সেগুলোর মিউটেশনও হয় না

বিশ্বজুড়ে করোনার নানা ধরন দেখা দিয়েছে। বি.১.১.৭ বা আলফা ধরন প্রথম দেখা দেয় ইংল্যান্ডে। বি.১.৩৫১ বা বিটা ধরন শনাক্ত হয় দক্ষিণ আফ্রিকায়। বি.১.৬১৭.২ বা ডেলটা ধরন প্রথম দেখা দেয় ভারতে। যুক্তরাষ্ট্রেও কয়েকটি ধরন দেখা দিয়েছে। বি.১.৪২৭ বা ইপসিলোন লিনেজ প্রথম দেখা গিয়েছিল ক্যালিফোর্নিয়ায়। আর বি.১.৫২৬ বা ইটা ধরন ধরা পড়েছিল নিউইয়র্কে।

এর মধ্যে একটি নতুন ধরন বিশ্বের অনেক জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে। গত গ্রীষ্মে ডি৬১৪জি নামের ভাইরাসটির একটি সংস্করণ প্রথম ইউরোপ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে যায়। পরে বিশ্বের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়ে সেটি। এই পরিবর্তনের ফলে ভাইরাসটি আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

ভাইরাসটির অধিকাংশ নতুন ধরনে ডি৬১৪জি সংস্করণ থেকে ভিন্নতা রয়েছে। আলফা ধরন বা বি.১.১.৭ বিগত বসন্তের শেষ দিক পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রকে সবচেয়ে বেশি ভুগিয়েছে। অতি সংক্রামক হওয়ায় করোনার এই ধরনে যুক্তরাষ্ট্রে বেসামাল পরিস্থিতি তৈরি হয়। এখন ডেলটা ধরন আরও বেশি সংক্রামক। করোনার এই ধরন যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের বহু দেশেই সবচেয়ে প্রভাব বিস্তারকারী ধরন হতে চলেছে।

বর্তমানে করোনার যেসব টিকা রয়েছে, সেগুলো সব কটি ধরনের বিরুদ্ধেই সুরক্ষা দেয়। তবে যেকোনো সময় এর পরিবর্তন ঘটতে পারে। সে কারণে চিকিৎসক ও জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা চাইছেন, যত বেশি সম্ভব মানুষকে যাতে টিকা দেওয়া হয়।

গত মাসে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পক্ষ থেকে বলা হয়, 'ভাইরাসকে আমরা যত বেশি ছড়াতে দেব, ভাইরাসটির পরিবর্তনের সুযোগও তত বেশি হবে।'





কথা ছিলো মা-বাবা বোনের সাথে

(শেষের পাতার পর)

খবরে নিউইয়র্কে বাংলাদেশী কমিউনিটিতে শোকের ছায়া নেমে আসে। জেনিথ ইসলাম উইনার তার বাবা-মা ও বোনদের সঙ্গে নিউইয়র্কের কুইন্সের জ্যামাইকা এস্টেটে বাস করতেন। তারা বাংলাদেশের ব্রাহ্মনবাড়িয়া জেলার কসবা থানার অধিবাসী।

জেনিথের মৃত্যুর খবর পেয়ে সিটি পুলিশ তার মরদেহ বৃহস্পতিবার নিয়ে যায় এবং প্রাথমিক তদন্ত শেষে পরদিন শুক্রবার দুপুরের পর জেনিথের মরদেহ অভিভাবকদের হাতে তুলে দেয়।



এদিকে শুক্রবার বাদ মাগরিব জেনিথ ইসলাম উইনারের নামাজে জানাযা জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারে (জেএমসি) অনুষ্ঠিত হয়। এতে ইমামতি করেন জেএমসি'র খতিব ও পেশ ইমাম মওলানা মির্জা আবু জাফর বেগ। জানাজার আগে জেএমসি পরিচালনা কমিটির সভাপতি ডা. সিদ্দিকুর রহমান ও সেক্রেটারী মনজুর আহমেদ চৌধুরী ছাড়াও জেনিথের পিতা একেএম শফিকুল ইসলাম উপস্থিত মুসল্লিদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। এসময় শফিকুল ইসলাম তার ছেলের পক্ষে ক্ষমা চাইতে গিয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন এবং নিজেদের সন্তানকে আরও বেশি সময় দিতে কমিউনিটির অভিভাবকদের প্রতি আহবান জানান।

জানাজায় বাংলাদেশী কমিউনিটির সর্বস্তরের বিপুল সংখ্যক মানুষ অংশ নেন। জানাজা শেষে উপস্থিত মুসল্লিরা জেনিথ ইসলামের মরদেহ একনজর দেখার পর তার মরদেহ ফিউনারেল হোমে নিয়ে যাওয়া হয়।

জেনিথ ইসলামের মরদেহ পরদিন শনিবার সকালে ওয়াশিংটন মেমোরিয়াল কবরস্থানে দাফন করা হয়।

এদিকে জেনিথ ইসলামের পিতা একেএম শফিকুল ইসলাম রোববার এই প্রতিনিধির সাথে আলাপকালে জানান, গত বুধবার সকালে পিতা-পুত্র কাজের উদ্দেশ্যে এক সাথে বাসা থেকে বেড়িয়ে যাই। জেনিথ লং আইল্যান্ডে একটি কোম্পানীতে পার্ট টাইম কাজ করতো। বাসা থেকে বের হওয়ার সময় জেনিথ তার বাবাকে জানায় ফোর্থ জুলাই (আমেরিকার স্বাধীনতা দিবস)-এর দিন রাতে তারা পরিবারের সবাই মিলে (মা-বাবা বোন নিয়ে) এস্টোরিয়ার একটি হোটেলে ডিনার পার্টি করবে। সেই পার্টির বিল দেবে জেনিথ। এরপর বুধবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে আমার সাথে ফোনে তার (জেনিথ) সর্বশেষ কথা হয়। তখন সে জানায় জেনিথ বাড়ি আসতেছে। কিন্তু সে আর বাড়ী ফিরেনি।

শফিকুল ইসলাম জানান, সকালে জেনিথের এক বন্ধু জানায়, তাকে (জেনিথ) মেরে ফেলা হয়েছে। তিনি কান্না জড়িত কণ্ঠে বলেন- 'আমি জাস্টিস চাই। এভাবে যেনো আর কোন অভিভাবককে তার সন্তান-কে হারাতে না হয়।'







নিউইয়র্কে বনভোজনের হিড়িক

(শেষের পাতার পর)

করোনার ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টের শঙ্কার মধ্যেও বনভোজনে মেতে উঠেছেন নিউইয়র্কের প্রবাসী বাংলাদেশীরা। বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন ছাড়াও ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলির উদ্যোগে উইকেন্ড ছাড়াও উইক ডে-তেও আয়োজন হচ্ছে এসব বনভোজনের। বলা যায় নিউইয়র্কে বনভোজনের হিড়িক পড়েছে।

মহামারী করোনায় গেলো বছরে সামার উপভোগ করতে না পেরে ঘরবন্দী প্রবাসী বাংলাদেশীরা এখন শুধু বনভোজন নয়, রিভার ক্রুজ নিয়ে উৎসবমুখর। বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন ছাড়াও পারিবারিকভাবে আয়োজন চলছে অনুষ্ঠানের। গত ২৭ জুন রোববার নিউইয়র্কের ২০/২৫টি পরিবারের সদস্যরা মেতে উঠলেন হেকশেয়ার ষ্টেট পার্কের সবুজ চত্তরে। ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলির উদ্যোগে আয়োজন করা হয় এই বনভোজনের।

একটু বিনোদন আর খোলা আকাশের মুক্ত বাতাসে পরিবার-পরিজন নিয়ে শহর থেকে দূরে যাচ্ছেন প্রবাসীরা। সবুজ গাছ-গাছালী ছাড়াও সকলকে টানছে আটলান্টিক মহাসাগরের অথৈ জল। আর শুধু শুধু আনন্দ বিনোদন নয়, পারিবারিক বন্ধনও যেনো শক্ত হয়ে উঠে এই প্রবাসে এমনও প্রত্যাশা অনেকের। নিজেরা মহামারী করোনার ভয়াবহতা কাটিয়ে উঠলেও বাংলাদেশের করোনা পরিস্থিতিতে উদ্বিগ্ন প্রবাসীরা। তাদের প্রত্যাশা দেশের মানুষ আর স্বজনরা করোনামুক্ত থাকুক।

প্রবাসীদের প্রত্যাশা বিশ্ব করোনামুক্ত হবে। আবার স্বাভাবিক জীবন ফিরে আসছে। দু:খ-কষ্টের পর সবার জীবনে ফিরে আসবে আনন্দ।

এদিকে গত ২৭ জুন রোববার অনুষ্ঠিত মৌলভীবাজার ডিষ্ট্রিক্ট এসোসিয়েশন অব ইউএসএ'র উদ্যোগে প্রবাসের সবচেয়ে বড় বনভোজন অনুঠিত হয়। নিউইয়র্কের এস্টোরিয়া পার্কে আয়োজিত এই বনভোজনে দুই হাজারের মতো সর্বস্তরের প্রবাসী বাংলাদেশীরা অংশ নেন বলে আয়োজকদের দাবী।

অপরদিকে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন, আমেরিকার বনভোজন আগামী ১০ জুলাই শনিবার নিউইয়র্কের সানকিনমেডো ষ্টেট পার্কে (ইষ্ট অর্কিড প্যাভেলিয়ন), নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের বনভোজন ও মিলন মেলা আগামী ১১ জুলাই রোববার নিউইয়র্কের সানকিনমেডো ষ্টেট পার্কে (ইষ্ট অর্কিড প্যাভেলিয়ন) অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়াও ১৮ জুলাই রোববার নিউইয়র্কের এস্টোরিয়া পার্কে সিলেট সদর থানা এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক'র বনভোজন অনুষ্ঠিত হবে।

বাংলা পত্রিকা
প্রান্তিক পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika

হাসপাতালে দুই বরেণ্য অভিনেতা


দিলীপ কুমার


নাসিরুদ্দিন শাহ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বলিউডের দুই বরেণ্য অভিনেতা দিলীপ কুমার ও নাসিরুদ্দিন শাহ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। শ্বাসকষ্ট বেড়ে যাওয়ায় গত ২৯ জুন মঙ্গলবার মুম্বাইয়ের খারের পিডি হিন্দুজা হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে [আইসিইউ] ভর্তি করা হয় দিলীপ কুমারকে। জানা যায়, বেশ কিছুদিন ধরে তিনি শ্বাসকষ্টে ভুগছিলেন। তাকে জলিল পারকার ও নীতিন গোখলের অধীনে চিকিৎসা দেওয়া হয়। দিতে হয় অক্সিজেনও। চিকিৎসা শেষে তাকে বাসায় নেওয়া হয়। ছাড়া পাওয়ার (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)



মুক্তিযোদ্ধা সংসদ যুক্তরাষ্ট্র কমান্ডের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্ক: বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ যুক্তরাষ্ট্র ইনক এর এক সাধারণ সভা নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটস্থ পালকি পার্টি সেন্টাওে গত ২৮ জুন সংগঠনের কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মুকিত চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও সহকারী কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা আমানত উল্লাহ'র পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয়। সভার শুরুতে একযোগে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়। 'জাতির জনক' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, জাতীয় চার নেতা, মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক বঙ্গবীর জেনারেল আতাউল গনি ওসমানী সহ সকল সেক্টর কমান্ডার, মুজিব বাহিনীর চারজন সেক্টর কমান্ডার ও ত্রিশ লক্ষ শহীদ ও দুই লক্ষ বীরাঙ্গনার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন কওে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। সভায় বিগত দিনে করোনায় আক্রান্ত হয়ে সহযোদ্ধা বীর মুক্তিযোদ্ধা যথাক্রমে শামছুল আনোয়ার মুকুল, আকতারুজ্জামান, আশরাফ হোসেন মৃধা ও মঞ্জুর আলী (নন্ত) ইহলোক ত্যাগ করায় তাঁদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ শরীফ উদ্দিন কোরআন তেলওয়াত ও দোয়া পরিচালনা করেন।

সভায় বক্তাগণ মুক্তিযোদ্ধাদের মাসিক ভাতার অংক বিশ হাজার টাকায় উন্নীত করায় প্রধানমন্ত্রী ও তার সরকারের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবী করেন।

সভায় সর্বসম্মতিক্রমে ২০২১-২০২৩ সালের জন্য বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ যুক্তরাষ্ট্র কমান্ডারের কর্মকর্তা মনোনীত করা হয়। কর্মকর্তারা হলেন- কমান্ডার বীর মুকিাতযোদ্ধা আবদুল মুকিত চৌধুরী, ডেপুটি কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা মীর আবদুল কাদেও ও বীর মুক্তিযোদ্ধা এএসএম মাসুদ ভূইয়া, সহকারী-কমান্ডার যথাক্রমে বীর মুক্তযোদ্ধা মোঃ আমানত উল্লাহ্, বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল কাশেম সরকার, বীর মুক্তিযোদ্ধ মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম, মুক্তিযোদ্ধা আজিজুল ইসলাম আজিম, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ মিসবাহ আহমেদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আবদুল হাই মঞ্জু, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ শরীফ উদ্দিন, বীর মুক্তিযোদ্ধা এস, এম রফিকুল ইসলাম, বীর মুক্তিযোদ্ধা হাজী মোহাম্মদ হানিফ, বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু মোহাম্মদ সাব্বির রহমান, বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল আউয়াল মিয়া এবং সদস্য যথাক্রমে বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ নুরুল আমিন, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ মঈনুদ্দীন আজাহার, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুল আজিজ, বীর মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দ মইনুর রহমান এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা শামসুল হক।

সভায় বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ আবদুর রহমান, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ নুরুল আবছার মিয়া ও বীর মুক্তিযোদ্ধা মনোয়ার হোসেন।

সভায় বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মুকিত চৌধুরী তার বক্তব্যে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত এবং নিজ নিজ এলাকায় তালিকাভুক্ত ও ভাতাপ্রাপ্ত সকল প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে বঙ্গবন্ধুর আদর্শে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে কাজ করার আহ্বান জানান। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।





জামাইকার চট্টগ্রামবাসীদের বনভোজন ও মিলন মেলা

নিউইয়র্ক: জ্যামাইকার চট্টগ্রামবাসীদের বনভোজন ও মিলন মেলা গত ১৩ জুন রোববার অনুষ্ঠিত হয়। অর্ধ শতাধিক নিজস্ব গাড়ী নিয়ে প্রায় ২৫০ জনের মতো লোকজনের সমাগম হয় এই মিলন মেলায়। ইকরা পার্টি হল-এর সিইও এম এ বাশার, মোহাম্মদ আমীন, জমির উদ্দিন সহ অনেকে মিলে বনভোজনের উদ্বোধন করেন সকাল সাড়ে ১০টায়। সকালের নাস্তা দিয়ে খাবার পর্ব শুরু। এরপর শুরু হয় তরমুজ খাওয়ার পালা। নানা রকমের খেলাধুলাসহ এবং হইচই করে বনভোজন আমোদ-প্রমোদ হয়।

বনভোজনের প্রধান আকর্ষণ ছিল মহিলাদের বালিশ খেলা। বালিশ খেলা পরিচালনায় ছিলেন কক্সবাজার সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আক্তার হোসেন। সহযোগিতায় ছিলেন উনার স্ত্রী মিসেস আক্তার। আরো আকর্ষণীয় ছিল রাফেল ড্র। রাফেল ড্র পরিচালনায় ছিলেন ইকরা পার্টি হল এর প্রেসিডেন্ট ও সিইও এম এ বাশার। তাকে সহযোগিতা করেন মোহাম্মদ আজম, কামাল উদ্দিন, পারভেজ, মামুন, মাসুদ, সুমন, মোহাম্মদ রিঙ্কু, জমির উদ্দিন, জালাল উদ্দিন, মোহাম্মদ তালেব আব্বাস সহ আরো অনেকে। সন্ধ্যা সাতটায় সমাপনী বক্তব্য এবং পুরস্কার বিতরণীর মধ্য দিয়ে বনভোজনের সমাপ্তি হয়। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।



রোটারেক্ট ক্লাব নিউইয়র্ক কুইন্সের কমিটি গঠিত

নিউইয়র্ক: আন্তর্জাতিক সেবা ও বন্ধুত্বের সংগঠন রোটারেক্ট ক্লাব নিউইয়র্ক কুইন্সের ২০২১-২২ রোটাবর্ষের কমিটি গঠিত হয়েছে। গত ২৭ জুন ক্লাবের চার্টার প্রেসিডেন্ট রোটারিয়ান মাহফুজ আদনান, চার্টার সেক্রেটারি রোটারেক্টর সরেকওম সারওয়াত কমিটি ঘোষণা করেন। এতে ক্লাব সভাপতি রোটারেক্টর মোহাম্মদ শিহাব, সেক্রেটারি রোটারেক্টর অপু আহমদ, পাষ্ট প্রেসিডেন্ট রোটারেক্টর নুরুল হক কানন, ইমিডিয়েট পাষ্ট প্রেসিডেন্ট এমদাদুল রাজজাকী মতামত ব্যক্ত করেন। সকলের সম্মতিতে রোটারেক্টর শপথ চৌধুরীকে প্রেসিডেন্ট ও রোটারেক্টর রেদওয়ান রনিকে সেক্রেটারি হিসেবে ২০২১-২০২২ সালের জন্য দায়িত্ব দেয়া হয়। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।



শটথ চৌধুরী ও রেদওয়ানরনি

আড়াই বছর জেল শেষে আদালত বললেন কসবি নির্দোষ!

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: প্রখ্যাত আমেরিকান স্ট্যান্ড-আপ কমেডিয়ান, অভিনেতা ও লেখক বিল কসবি মুক্তি পেয়েছেন। বুধবার (৩০ জুন) কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে এক টুইট বার্তায় নিজেকে 'নির্দোষ' দাবি করেন তিনি। ৮৩ বছর বয়সী এই টিভি তারকা টুইট বার্তায় লিখেছেন, 'নিজের অবস্থান কিংবা নিজের কাহিনি- কোনোটাই কোনো দিনও পাল্টাইনি আমি। সব সময়ই নির্দোষ থেকেছি।'



গত বুধবার পেনসিলভানিয়ার ফেডারেল আদালত কসবির যৌন নিপীড়নের দন্ড প্রত্যাহার করে নেন। আদালতের আদেশের পর ফিলাডেলফিয়ার উপকণ্ঠের কারাগার থেকে বেরিয়ে আসেন তিনি।

দুই বছরের কিছু বেশি সময় কারাবাসের পর তিনি মুক্তি পেলেন। ২০০৪ সালে এক নারীকে যৌন নিপীড়নের অভিযোগে কসবিকে ২০১৮ সালে ১০ বছর পর্যন্ত কারাদন্ড দেওয়া হয়।

মামলার বিবরণে দেখা গেছে, কসবির বিরুদ্ধে অপরাধের অভিযোগ না আনার ব্যাপারে প্রসিকিউটর একটি সমঝোতায় পৌঁছেছিলেন। কিন্তু এই সমঝোতা চুক্তি চূড়ান্ত বিচারের সময় এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। 'দ্য কসবি শো' নামের টিভি শো যুক্তরাষ্ট্রে খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। কমেডিয়ান কসবি তার স্বভাবজাত কথোপকথনের মাধ্যমে জমিয়ে রাখতেন এই শো।

সাফওয়ান ট্রাভেল
এন্ড মাল্টি সার্ভিসেস কর্পোরেশন
Safwan Travel & Multi Services Corp.

Mohammed Abdul Khaleque
IATA Accredited Approved Travel Agent
AUTHORIZED e-file PROVIDER
২০ বছরের বেশি ইনকাম ট্যাক্স ফাইলের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন
Design, Printing, Flyer, Business Card, Banner, Poster & more!
We Provide
- Individual Tax
- Corporation Tax
- Partnership Tax
- Non-profit Tax
- Gift Tax
- Sale & Payroll Tax
- IRS & State Tax audit Representation
- Immigration
- Accounting
- Bookkeeping
- Business License
- Business Incorporation
লিগাল মাধ্যমে সর্বোচ্চ ট্যাক্স রিটার্নের নিশ্চয়তা এবং বিনামূল্যে পরামর্শ দেওয়া হয়
দেশে যাওয়ার পথে ওমরাহ্ পালনের সুযোগ
এয়ার লাইন্স টিকেট সেল সর্বনিম্ন মূল্যে! ৬৪৯+
নাক্টার শাড়ী ঘর
Special Eid-Sale
ঈদ উপলক্ষে ৫০% পর্যন্ত ছাড়

শাড়ী, সালোয়ার,কামিজ, বোরকা, পানজাবী, বেড সিট, হেজাব, লুঙ্গী এবং অন্যান কাপড়ের বিশাল সমাহার
এয়ার লাইন্স টিকেট ও নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর জন্য একটি নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান।
Phone: 347- 621- 4940,718-300-7429
1217 White Plains Road , Bronx , NY 10472

BOMBAY
TRAVELS & GRAPHICS INC.
Grand Opening Special Grand Opening Special Grand Opening Special
সব থেকে সস্তায় টিকেট গ্যারান্টি
টার্কিস এয়ারলাইন্সে সেল সাথে ৩টি লাগেজ ফ্রি
Domestic & International


Bahalul Syed (uzzal)
President
স্পেশাল সেল: সাউদিয়া এয়ারলাইন্স
Emirates | ETIHAD | SAUDIA | QATAR | KUWAIT AIRWAYS | TURKISH AIRLINES | SINGAPORE AIRLINES | American Airlines
DESIGN & PRINTING
- BANNER - FLYER - MAGAZINE
- POSTER - CALENDAR - BUSINESS CARD
PASSPORT PHOTO
168-25A Hillside Avenue, Jamaica NY 11432
Phone: 718-725-1332, Cell: 347-586-7124, Email: bombaytg@gmail.com

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

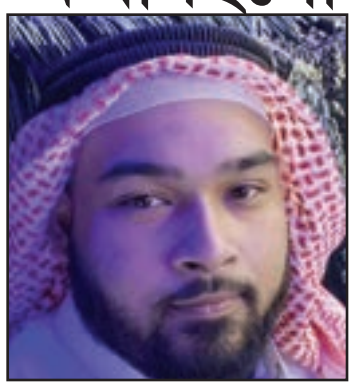
বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
Low Closing Cost Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York
M. Kamal, MLO
CPA

জ্যামাইকায় বাংলাদেশী জেনিথ ইসলামের অকাল মৃত্যু

কথা ছিলো মা-বাবা বোনের সাথে ফোর্থ জুলাই ডিনার পার্টির



বিশেষ প্রতিনিধি: নিউইয়র্ক সিটিতে বাংলাদেশী কমিউনিটির পরিচিত মুখ, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, কুইন্স আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক একে এম শফিকের একমাত্র পুত্র জেনিথ ইসলাম উইনার ইন্তেকাল করেছেন। ইন্নালিল্লিহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন। তার বয়স হয়েছিলো মাত্র ২৪ বছর। গত ১ জুলাই বৃহস্পতিবার কুইন্সের হলিস উডে তার এক বন্ধুর বাসায় সকাল ৮ থেকে ১০টার মধ্যে ঘুমন্ত অবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করে বলে জানা যায়। পারিবারিক সূত্র জানায়, প্রাথমিকভাবে হার্ট অ্যাটাকে জেনিথ ইসলাম উইনারের মৃত্যু হয়েছে। সে কুইন্স কলেজের ব্যাচেলরের শিক্ষার্থী ছিলেন। ৩ ভাই বোনের মধ্যে জেনিথ ইসলাম ছিলেন সবার বড়। জেনিথের ছোট দু'জন বোন আছে। তার আকাল মৃত্যুর (বাকি অংশ ৪৫ পাতায়)

প্রাইমারীতে শাহানা-সোমা জয়ী

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: সদ্য অনুষ্ঠিত নিউইয়র্কের ডেমোক্র্যাট দলীয় প্রাইমারী নির্বাচনে বেসরকারীভাবে ব্রুকলীনের কাউন্সিল ডিষ্ট্রিক্ট-৩৯ থেকে শাহানা হানিফ এবং কুইন্স কাউন্টির জজ পদে এটর্নী সোমা সাঈদ জয়লাভ করেছেন। গত ২ জুলাই শুক্রবার রাতে নিউইয়র্কের বোর্ড অব ইলেকশন নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করে। শাহনা-সোমা নিউইয়র্কের ইতিহাসে প্রথম বাংলাদেশী ও এশিয়ান এবং মুসলিম নারী যারা প্রাইমারীতে নির্বাচিত হলেন এবং নিউইয়র্ক ডেমোক্র্যাট দলীয় রাজ্য হিসেবে ধারনা করা হচ্ছে আগামী ২ নভেম্বরের 'জেনারেল ইলেকশন'-এ একই (বাকি অংশ ০৪ পাতায়)


শাহানা হানিফ


সোমা সাঈদ

বিশ্লেষণ ঃ শাহানা হানিফের কেন এই সাফল্য?

রাসেল কবীর রহমান: নিউইয়র্ক সিটির প্রথম বাংলাদেশী, মুসলিম, দক্ষিণ এশীয় কাউন্সিলওম্যান হতে যাচ্ছেন আমাদের শাহানা হানিফ। র‍্যাংক পদ্ধতির ভোট গণনা ও নভেম্বরের সাধারণ নির্বাচনের মতো কয়েকটি পর্ব বাকি থাকলেও আমি নিশ্চিত এগুলো এখন কেবল আনুষ্ঠানিকতা। শাহানাকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শ্রদ্ধা এই অর্জনে। এত বড় (বাকি অংশ ৪ পাতায়)

পার্কচেষ্টার জামে মসজিদ

ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যানসহ ৪ সদস্যের পদত্যাগ

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কে বাংলাদেশী অধ্যুষিত ব্রঙ্কসের প্রাচীনতম মসজিদ পার্কচেষ্টার জামে মসজিদের ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান আবু বকর চৌধুরীসহ ৪ সদস্য পদত্যাগ করেছেন। ৭ সদস্য বিশিষ্ট ট্রাস্টি বোর্ডের পদত্যাগী অন্য কর্মকর্তারা হলেন সিরাজ উদ্দিন আহমদ সোহাগ, এডভোকেট আলাউদ্দিন আহমেদ এবং (বাকি অংশ ০৪ পাতায়)

সাংবাদিক শেখ সিরাজুল ইসলামের ভ্রাতৃবিয়োগ



নিউইয়র্ক (ইউএনএ): বিশিষ্ট সাংবাদিক ও সাংস্কৃতিক বক্তিত্ব, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকার বিশেষ প্রতিনিধি শেখ সিরাজুল (বাকি অংশ ৪ পাতায়)

নিউইয়র্কে বনভোজনের হিড়িক

বিশেষ প্রতিনিধি: ক্যালেন্ডারের পাতায় উত্তর আমেরিকায় এখন পুরো সামার অর্থাৎ গ্রীস্মকাল। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে চলছে সামার ভ্যাকেশন। কেটে যাচ্ছে করোনা মহামারীর ক্রান্তিকাল। নিউইয়র্ক সহ বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের জরুরী বিধি-নিষেধ তুলে নেয়া হয়েছে। অফিস-আদালত আর যানবাহনে চলাচল ছাড়া উঠে গেছে মাস্ক ব্যবহার। সবমিলিয়ে জীবনযুদ্ধে আশার আলো দেখছেন প্রবাসী আমেরিকান জনগণ। তারপরও (বাকি অংশ ৪৫ পাতায়)



দুর্দিনে আর্থিক সংকট থেকে বাঁচতে করণীয়

আতাউর রহমান খসর

করোনাভাইরাইসের কারণে বৈশ্বিক যে আর্থিক মন্দা দেখা দিয়েছে, কর্মচ্যুত হয়েছে কোটি মানুষ, (বাকি অংশ ২৭পাতায়)

বর্ণাঢ্য আয়োজনে জ্যামাইকায় 'ফোর্থ জুলাই' উদযাপিত


অনুষ্ঠানে আয়োজক ও অতিথিবৃন্দ।

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: বার্বিকিউ, বিশেষ দোয়া, আলোচনা, প্রাইমারীতে নির্বাচিত বাংলাদেশী দুই প্রার্থীকে সম্মাণনা জানানো সহ বর্ণাঢ্য আয়োজনে জ্যামাইকায় ফোর্থ জুলাই উদযাপিত হলো। দিনটি যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা দিবস। এবছর ছিলো ২৪৫তম স্বাধীনতা দিবস। রোববার বিকেলে জ্যামাইকার জেএমসি ওয়েতে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। জ্যামাইকার যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা দিবসের মূল আয়োজক ছিলো (বাকি অংশ ০৪ পাতায়)

খেলার খবর

মেসির অসাধারণ ফ্রি-কিকে সেমিতে আর্জেন্টিনা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: কোপা আমেরিকার শিরোপা ছোঁয়ার নেশায় বুঁদ লিওনেল মেসি। দেশকে কিছু এনে দিতে পারেননি। অথচ ট্রফি (বাকি অংশ ২৭ পাতায়)

হেলথ টিপস

মেয়েদের মুখে যে কারণে দাড়ি ওঠে

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: হরমোন মানব শরীরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। হরমোনের নানাবিধ সমস্যার কারণে শরীরে সৃষ্টি হতে পারে অনেক(বাকি অংশ ২৮ পাতায়)

যে প্রক্রিয়ায় বাড়ি বিক্রেতা প্রতারিত করতে পারেন



এম কামাল: এমনও হতে পারে বাড়ি বিক্রেতার দৃষ্টিতে সবচেয়ে বাজে রিয়েল এস্টেট এজেন্ট বিক্রয় এজেন্ট হিসাবে (বাকি অংশ ৪২ পাতায়

১০ মিনিটে ৭৬টি হট ডগ খেয়ে রেকর্ড

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: মাত্র ১০ মিনিটে ৭৬টি হট ডগ খেয়ে রেকর্ড গড়েছেন জয়ী চেস্টনাট। নিউইয়র্কে নেইথেনস হট ডগ কনটেস্টে নিজের আগের রেকর্ড ভাঙ্গেন তিনি। আগে তিনি ৭৫টি হট ডগ খেলে রেকর্ডটি গড়েছিলেন। এ নিয়ে এ প্রতিযোগিতায় ১৪ বার চ্যাম্পিয়ন হলেন চেস্টনাট। রোববার নিউইয়র্ক সিটির কনি আইল্যান্ডে পাঁচ হাজারের বেশি দর্শকের উপস্থিতিতে ব্যতিক্রমী এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় মিশেল লেসকো মহিলা বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হন। তিনি ১০ মিনিটে ত্রিশটির সামান্য বেশি হট ডগ খেতে পেরেছিলেন। (বাকি অংশ ২৮ পাতায়)

নিউজার্সী প্রবাসী ফজলুল হক আর নেই

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সী প্রবাসী ফজলুল হক আর নেই। রোববার নিউজার্সীর একটি হাসপাতালে তিনি ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তার নামাজে জানাজা রোববার বাদ মাগরিব প্যাটারসনের জালালাবাদ মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। সোমবার সকাল ১০টায় টটোয়ার (বাকি অংশ ২৮পাতায়)

সাফওয়ান ট্রাভেল
এন্ড মাল্টি সার্ভিসেস কর্পোরেশন
IATA Approved Travel Agent
Tel: 347 - 621- 4940, Cell: 718-300 -7429
1217 White Plains Road,Bronx,NY 10472. E-Mail: Safwantravel@gmail.com

এস্টোরিয়ায় ডিজিটাল ট্রাভেলস
ফোন: 718-721-2012
বিস্তারিত ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

J.K. GAIN MULTISERVICES
A company you can trust ....
Tax Services
Life Insurance MassMutual
Health Insurance
Auto Insurance
Home Insurance
Business Insurance
TLC Insurance
DDC.
LOW COST
e-file
Notary Public
10% Insurance Cost Deduction
Up to 4 points Removal
Tel: 347-536-5107

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩৮ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374

গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
Your Trusted Travel Guide...
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE, OZONE PARK, NY 1141
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com